কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

জ্বিন ও শয়তান জগৎ

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

আলোচক: পিস টিভি বাংলা

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

জ্বিন ও শয়তান জগৎ

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

জ্বিন ও শয়তান জগৎ

মূলঃ

ড. উমার সুলাইমান আল-আশকার

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক - পিস টিভি বাংলা)

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী

০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৯২২৫৮৯৬৪৫

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে

জ্বিন ও শয়তান -জগৎ

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক, পিস টিভি বাংলা)

তথ্যসুত্র ও বিন্যাস

যায়নুল আবেদীন বিন নুমান

সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতিল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ,

রাণীবাজার, রাজশাহী। joynulabadin88@gmail.com

প্রকাশনায়

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

ওয়েবঃ http://wahidiyalibrary.blogspot.com

ইমেইলঃ wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ২০১৫ ঈসায়ী।

ISBN 978-984-91018-0-2

নির্ধারিত মূল্যঃ ১২৫ টাকা।

মুখবন্ধ

بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى آلِهِ,, وَصَحَبِه,, أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإَحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنَ أَمَّا بَعْدُ :

বক্ষমাণ এ পুস্তিকাটি আসলে ডক্টর উমার সুলাইমান আল-আশকারের। আক্বীদার উপর আরবী ভাষায় তাঁর লিখিত মূল্যবান পুস্তিকাবলীর মধ্যে এটি একটি।

কিছু দ্বীনী ভাইয়ের প্রস্তাবকে সমর্থন করে বাংলায় রূপ দান করলাম। তবে হুবহু অনুবাদ আকারে নয়, ভাবানুবাদ আকারে বলা যায়। সওয়াবের আশায়; মহান আল্লাহ লেখককে এবং আমাদের সকলকে সওয়াবের অধিকারী করুন এবং এ কাজকে মহাকালে পরিত্রাণের অসীলা বানান।

জ্বিন-ভূত নিয়ে বহু আজগুবি কান্ড শোনা যায়। আবার সে সবকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতেও শোনা যায় অনেকের কাছ থেকে। অথচ ফিরিশ্‌তা-জগতের মতো এটাও একটা পৃথক অদৃশ্য ও রহস্যময় জগৎ। আমাদের উচিত, তাই মানা, যা কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। জ্ঞানে ধরলে ভালো কথা, নচেৎ তার প্রকৃতত্ব ও বাস্তবিকতা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেওয়া এবং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেইভাবেই তা বিশ্বাস রাখা। এটাই প্রকৃত মু'মিনের গুণ।

ইসলাম জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে। মনুষ্য জাতির সৃষ্টির আদিকাল থেকেই ইতিহাসে জড়িত শয়তানের নাম। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে একটি পূর্ণ সূরাই অবতীর্ণ করেছেন, তার নাম হয়েছে 'সূরা জ্বিন।'

সেই মৌলিক ভিত্তিতেই আমাদের পদক্ষেপ। 'গোড়া থেকে শুরু কর, ভিতের উপর জীবন গড়'---এই আমাদের নীতি। মহান আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টা ও প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

২১/৬/৩৫হিঃ ২১/৪/১৪খ্রিঃ

প্রকাশকের কথা

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ سورة الذاريات - ٥٦ : ٥١

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি জ্বীন-ইনসানকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই রাসূলের প্রতি যার তরীকা অনুযায়ী সকল ইবাদত পালন করতে হয়।

আমাদের অনেকেরই আজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঠিক জ্ঞান নেই। এই মুহূর্তে জাতিকে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার লক্ষ্যে ইসলামের কতিপয় একনিষ্ঠ খাদিম বিভিন্নভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম সুসাহিত্যিক, কলামিস্ট, বিশিষ্ট গবেষক, দাঈ ও পিস টিভি বাংলার অন্যতম আলোচক **"শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী"**।

তিনি এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তন্মধ্যে ড.সুলাইমান আল-আসকার রচিত- عالم الجن و الشياطين **(আ'লামুল জ্বিন ওয়াস শায়া-তীন)** এটি তাঁর একটি উন্নত ও উঁচুমানের অনুবাদ গ্রন্থ। এতে তিনি জ্বিন ও শয়তান সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে অতি স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন।

আমাদের জানামতে এ সম্পর্কে কোন সহীহ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি। এই অনূদিত **"জ্বিন ও শয়তান জগৎ"** গ্রন্থখানা প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন আমি তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য, সতর্কতা সত্ত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুল ত্রুটি উল্লেখ পূর্বক যে কোন পরামর্শ দিলে তা সাদরে গৃহীত হবে।

পরিষেশে দু'আ করছি আল্লাহ তা'আলা মূল গ্রন্থকার, অনুবাদক ও আমার স্নেহের ভাগিনা হাবিবুল্লাহসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও শান্তি দান করুন। আমীন।

বিনীত

আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস
সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা ইশাআতিল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ
রাণীবাজার, রাজশাহী ।

তথ্যসূত্র নির্দেশিকা

বাংলাদেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের সংকলনগুলোতে এক প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের সাথে অপর প্রকাশনীর হাদীস নম্বরের মিল নেই বললেই চলে। ফলে পাঠকেরা হাদীস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়ে। পাঠকদের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে আমাদের প্রকাশনীর অন্যান্য বই এর ন্যায় সহীহ-যঈফ তাহক্বীক্বসহ এই বইয়েও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিখ্যাত বহু গ্রন্থসম্ভার কুরআন-হাদীসের সার্চ সফ্টয়্যার "আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা" প্রদত্ত ক্রমিক নম্বর অনুসরণ করা হয়েছে। আর কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, তারপর সূরা নম্বর, ও শেষে আয়াত নম্বর দেওয়া হয়েছে (যেমন- সূরা আন-নিসা-০৩:৯৯)।

পাশাপাশি আমাদের দেশে প্রকাশিত হাদীস গ্রন্থের প্রকাশনীর নামসহ হাদীস নম্বর উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে প্রকাশনীর কতেক সংক্ষিপ্তরুপ ব্যবহার করেছি। যেমন-

- মাশা.= আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা
- ইফা. = ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- তাও. = তাওহীদ পাবলিকেশন্স
- আপ্র. = আধুনিক প্রকাশনী
- মাপ্র. = মাদানী প্রকাশনী
- হাএ. = হাদীস একাডেমী
- আলএ. = আলবানী একাডেমী
- ইসে= ইসলামিক সেন্টার প্রভৃতি

উদাহরণস্বরুপ- বুখারী তাও, হা/৩২০৭, ইফা. হা/২৯৭৭, আপ্র. হা/২৯৬৭, মুসলিম হাএ. হা/৫৮৯, ইফা. হা/৫৯৮, ইসে. হা/৫৬৯, মুসলিম মাশা. হা/৪৫০, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৩২৭৭, নাসাঈ মাপ্র. হা/২৫৪২, মিশকাত হাএ. হা/১২১২, ইত্যাদি।

Contents

Contents

Contents

ড. উমার সুলাইমান আল-আশকার এর জীবনী

জন্ম ও পরিচিতি

ড.সুলাইমান আল-আশকার ফিলিস্তিনের নাবলুসের বুরকা নামক স্থানে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তবে ইসলামী আক্বীদার উপর সিরিজ বইগুলো বেশ বিখ্যাত।

শিক্ষা জীবন

ড.সুলাইমান আল-আশকার ফিলিস্তিন থেকে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রিয়াযে স্থানান্তরিত হন এবং পরবর্তীতে তিনি রিয়াযের "শারীআহ কলেজে" পড়াশুনা করেন। তিনি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব মদীনা থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করেন। এরপর তিনি কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও পরবর্তীতে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষকবৃন্দ

তাঁর বড় ভাই ড. মুহাম্মাদ আল-আশকার ছিলেন তাঁর প্রথম শিক্ষক। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (রহ) যিনি একাধারে উসূলবিদ ও মুফাসসির, শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহ) যিনি সৌদিআরবের প্রাক্তন প্রধান মুফতি এবং যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) প্রমুখ।

কর্মজীবন

শাইখ আল-আশকার ১৯৬১ সালের মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরুর পূর্বে রিয়াযে শিক্ষকতা চালিয়ে যান। তিনি দুই বছর যাবত মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি কুয়েতে গমন করেন। তিনি ১২ বছর যাবত কুয়েতের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রধান গ্রন্থাগারিক ছিলেন। এরপূর্বে তিনি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তাঁর গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিলো النيات ومقاصد المكلفين পরবর্তীতে তাঁর এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় এবং এটি আরবীতে সহজলভ্য। এরপর তিনি ইসলামী শারীআহর ফিকহের এনসাইক্লোপিডিয়া নামে পরিচিত "আল-মাওসুলুল ফিক্হ"-এর

সংক্ষিপ্তকরণ ও আধুনিকায়নের উপর কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

ইহাতে তিনি বিভিন্ন মাযহাবের ফিকহী দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে টীকা যুক্ত করেন। তিনি ১৯৯০ সালে কুয়েত ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত কুয়েত ফাতওয়া কাউন্সিল এর সদস্য ছিলেন। এরপর তিনি জর্দানের আম্মানে চলে যান এবং সেখানে তিনি তাঁর গবেষণাকর্ম ও লেখালেখিতে মনযোগী হন। তিনি জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন ফ্যাকাল্টির একজন অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তিনি এর আগে জারকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী আইন ফ্যাকাল্টির ডীন ছিলেন।

মৃত্যু

তিনি ২০১২ সালের আগস্ট মাসে জর্দানে ইন্তিকাল করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো :

- العقيدة في الله
- عالم الملائكة الأبرار
- عالم الجن والشياطين
- الجنة والنار
- القضاء والقدر
- القيامة الصغرى
- القيامة الكبرى الرسل والرسالات
- المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم.
- معالم الشخصية الإسلامية.
- نحو ثقافةٍ إسلاميةٍ أصيلة.
- جولةٌ في رياض العلماء وأحداث الحياة.
- مواقف ذات عِبَر.
- وليتبروا ما علوا تتبيرًا .إضافةً إلى العديد من الأبحاث والدراسات الأخرى.

জ্বিন-জগৎ

জ্বিন-জগৎ একটি পৃথক জগৎ। সে জগৎ মনুষ্য-জগৎ ও ফিরিশ্‌তা-জগৎ থেকে ভিন্ন। তবে জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। যেমন জ্ঞান-বুদ্ধি ও ভালো-মন্দ নির্বাচন করে চলার ক্ষমতা ইত্যাদি। অবশ্য বহু বিষয়ে জ্বিন মানুষ থেকে পৃথক। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল, মানুষের সৃষ্টি-উপাদান জ্বিনের সৃষ্টি-উপাদান থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

জ্বিনকে 'জ্বিন' কেন বলা হয়?

আরবীতে 'জিন্ন' মানে আড়াল, অন্তরাল, পর্দা, গোপন ইত্যাদি। যেহেতু জ্বিন জাতি মানুষের চক্ষুর অন্তরালে গোপন বা অদৃশ্য থাকে, তাই তাদেরকে 'জ্বিন' বলা হয়।

একই কারণে ভ্রূণকে 'জানীন' বলা হয়। যেহেতু তা থাকে তিনটি পর্দার আড়ালে।

ঢালকেও 'মিজান্ন' বলা হয়। যেহেতু যোদ্ধা তার আড়ালে থেকে দুশমনের অস্ত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করে। জ্বিন মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকে, সে কথা কুরআনে বলা হয়েছে,

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

অর্থাৎ, হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত করে) জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।[১]

---

১. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২৭

জ্বিন সৃষ্টির মূল উপাদান

মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন থেকে। তিনি বলেছেন,

وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

"এর পূর্বে আমি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি হতে।"[২]

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

"তিনি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।"[৩]

ইবনে আব্বাস, ইকরামাহ, মুজাহিদ, হাসান প্রমুখগণ বলেছেন, 'মারিজুন মিন নার' অগ্নিশিখার শেষপ্রান্ত, অন্য এক বর্ণনামতে, বিশুদ্ধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ অগ্নিশিখা হতে।[৪]

ইমাম নাওয়াবী বলেছেন, 'মারিজ' হল (গাঢ়) আগুনের কৃষ্ণতা-মিশ্রিত শিখা।[৫] নবী ﷺ বলেছেন,

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

"ফিরিশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।"[৬]

২. সূরা আল হিজ্বর -১৫:২৭
৩. সূরা আর রহমান-৫৫:১৫
৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ১/৫৯
৫. মুসলিমের শারহ- ১৮/১২৩
৬. মুসলিম মাশা. হা/৭৬৮৭, মিশকাত, হাএ, হা/৫৭০১

জ্বিন জাতিকে কখন সৃষ্টি করা হয়?

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জ্বিন জাতিকে মানুষের পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ - وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ-

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে। আর এর পূর্বে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি হতে।[৭]

তাছাড়া আদম সৃষ্টির সময় ইবলীস বর্তমান ছিল এবং তাঁকে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল।

অনেকের মতে জ্বিনকে মানুষের দুই হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কিতাব ও সুন্নাহ থেকে সে মতের সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্বিনের সৃষ্টিগত দৈহিক বর্ণনা

মহান আল্লাহ তাঁদের সৃষ্টিগত দৈহিক বর্ণনা, ইন্দ্রিয় ও আকৃতির ব্যাপারে যা বলেছেন, তার থেকে বেশি কিছু আমরা জানতে পারি না।

আমরা জানি তাদের হৃদয় আছে, চোখ ও কান আছে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

আমি তো বহু জ্বীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না, তারা জন্তু-জানোয়ারের মত, বরং তার চেয়েও পথভ্রষ্ট, তারাই হল উদাসীন।[৮]

---

৭. সূরা আল হিজ্বর-১৫:২৬-২৭
৮. সূরা আরাফ-৭:১৭৯

আরবদের ভাষায় জ্বিনদের নাম ও প্রকারভেদ

ইবনে আব্দিল বার্র বলেছেন, আহলে কালাম ও ভাষাবিদ্‌দের নিকট জ্বিন জাতির বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। যেমন -

১। কেবল জ্বিনকে উল্লেখ করলে বলে, জিন্নী।

২। যে জ্বিন মুষদের সাথে বসবাস করে, তার কথা বললে বলে, আমের, বহুবচনে উম্মার।

৩। যে শিশুকে উত্যক্ত করে, তার কথা বললে বলে, আরওয়াহ।

৪। খবীস আকারে উত্যক্ত করলে তাকে বলে, শয়তান।

৫। এর চাইতে বেশি ক্ষতি করলে বলে, মারেদ।

৬। এর চাইতেও বেশি দুর্ধর্ষ হলে বলে, ইফরীত; বহুবচনে আফারীত।

আর নবী ﷺ বলেছেন,

الجِنُّ ثَلاَثَةُ أَصْنافٍ فَصِنْفٌ لَهُمْ أَجْنِحَـةٌ يَطِـيرُونَ بِهـا فِي الهَـوَاءِ وَصِـنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلاَبٌ وَصِنْفٌ يَحِلُّونَ وَيَظْعَنُونَ

অর্থাৎ, জ্বিন তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ডানা আছে, তারা তার সাহায্যে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, এক শ্রেণী সাপ-কুকুর আকারে বসবাস করে, আর এক শ্রেণী স্থায়ীভাবে বসবাস করে ও ভ্রমণ করে।[৯]

জ্ঞাতব্য যে, দৈত্য, দানব, অসুর, রাক্ষস, দেও-পরী, ভুত-প্রেত-প্রেতিনী, প্রেতাত্মা, পিশাচ---এসব কিছু জ্বিনেরই বিভিন্ন ভাষায় অথবা বিভিন্ন গুণের উপর এক একটা নাম।
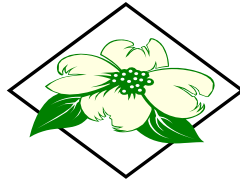
৯. ত্বাবারানীর কাবীর, মাশা. হা/৫৭৩, হাকেম, মাশা. হা/৩৭০২, বাইহাক্বীর আসমা অস্‌সিফাত, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/৩১১৪

জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার

বহু মানুষ আছে, যারা জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বস্তুবাদী মানুষেরা অদৃশ্য জগতের কোন কিছুকেই বিশ্বাস করতে চায় না। কিছু মুশরিক আছে, যারা ধারণা করে জ্বিন আসলে নক্ষত্ররাজির আত্মা অথবা গ্রহের অশরীরী অধিবাসী।

দর্শনশাস্ত্রের অনেক পন্ডিত মনে করেন, জ্বিন আসলে মনুষ্য মনের মন্দ-প্রবণতা ও তার খবীস শক্তিমত্তা। যেমন ফিরিশ্‌তা তাঁদের নিকট মানব-মনের কল্যাণ-প্রবণতা। আধুনিক বিশ্বের অনেকেই মনে করে, জ্বিন বলতে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত নানা জীবাণু বা মাইক্রোব। অনেকে মনে করে, জ্বিন ও ফিরিশ্‌তা একই শ্রেণীর সৃষ্টি।

* না জানা কোন কিছুর অস্তিত্বহীনতার দলীল নয় যারা জ্বিন-জগৎকে অস্বীকার করে, তাদের নিকট কোন বলিষ্ঠ যুক্তি বা প্রমাণ নেই। তাদের যুক্তি হল, জ্বিন তাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। সে জগৎ তাদের জ্ঞান-বহির্ভূত। অথচ কোন কিছু মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূত হওয়া তার অস্তিত্বহীনতার কোন দলীল নয়। মহান আল্লাহ এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীদের নিন্দা করে বলেছেন,

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

“বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা মনে করেছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি এবং এখনো তাদের নিকট ওর পরিণাম (আযাব বা ব্যাখ্যা) এসে পৌঁছেনি। এরূপভাবে তারাও মিথ্যা মনে করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে; অতএব দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছিল?”[১০]

যা জ্ঞানে ধরে না, তা অস্বীকার করা জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না। রেডিও, টিভি, টেলিফোন, কম্পিউটার ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার আগে যদি লোকেরা শুনত যে, আমেরিকা থেকে ঘরে বসে কথা শোনা যাবে, ছবি দেখা যাবে ইত্যাদি, তাহলে তারা কি বিশ্বাস করত; যেমন বর্তমান যুগের লোকরা তা স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করে ও জানে?

---

১০. সূরা ইউনুস-১০: ৩৯

আমরা এ বিশাল বিশ্বের ছোট্ট একটি কণায় বসবাস করছি। এ বিশ্বে কত রহস্য আবিষ্কার হয়েছে মানুষের হাতে, কত কিছু এখনও বাকী আছে আবিষ্কার হতে। অণু-পরমাণু, ঈশ্বরকণা আরো কত কি আবিষ্কার হয়েছে ও হবে। এ সব কি অবিশ্বাস করার উপায় ছিল আবিষ্কারের আগে?

মোটকথা, মনুষ্য-জগৎ ও ফিরিশ্‌তা জগৎ ছাড়া জ্বিন-জগৎ হল তৃতীয় একটি জগৎ। তারা মানুষের মতোই বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একটি জাতি। তারা অবস্তু নয়, জীবাণুও নয়। তারা ভারপ্রাপ্ত, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে আদেশ করা হয় ও নিষেধ করা হয়।

জ্বিন-জগতের অস্তিত্বের দলীল

✡ ১। **জ্বিনের অস্তিত্ব আবশ্যকভাবে দ্বীনের বিদিত বিষয়:** ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, "মুসলিমদের কোন ফির্কা জ্বিনের অস্তিত্বের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেনি। এ বিষয়েও দ্বিমত পোষণ করেনি যে, আল্লাহ তাদের প্রতিও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন। কাফেরদের অধিকাংশ ফির্কা জ্বিনের অস্তিত্ব স্বীকার করে। আহলে কিতাব ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরাও মুসলিমদের মতো জ্বিন আছে বলে বিশ্বাস করে। যদিও তাদের মধ্যে জ্বিন অস্বীকারকারীও আছে; যেমন মুসলিমদের মাঝে আছে, যেমন জাহমিয়্যাহ ও মু'তাযিলাহ ফির্কা। তবুও অধিকাংশ ফির্কা ও তার ইমামগণ জ্বিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

যেহেতু জ্বিনের অস্তিত্ব ব্যাপারে আম্বিয়াগণ থেকে বহুধাসূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা আবশ্যকভাবে বিদিত। আবশ্যকভাবে এ কথাও বিদিত যে, তারা জীবিত, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বেচ্ছাময় কার্য সম্পাদনকারী। বরং তাদেরকে অনেক কাজ করতে আদেশ করা হয়েছে এবং অনেক কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা মানুষ বা অন্য কিছুতে অবস্থিত কোন গুণ, বিশেষণ বা অবস্তু নয়; যেমন কিছু বস্তুবাদী ধারণা করে থাকে। সুতরাং জ্বিনের ব্যাপার আম্বিয়া কর্তৃক বহুধাসূত্রে এমনভাবে প্রমাণিত, যা আম-খাস সকল লোকেই জানে। তাই আম্বিয়ায়ে কিরামদের অনুসারী কোন ফির্কার জন্য তা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।"[১১]

---

১১. মাজমূ ফাতাওয়া ১৯/১০

ইমামুল হারামাইন বলেছেন, "জ্বিন ও শয়তানের অস্তিত্ব এবং তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগের উলামাগণ একমত। দ্বীনাবলম্বী কোন দ্বীনদার এ মতৈক্যের বিরোধিতা করে না।"[১২]

✡ ২। **কুরআন-হাদীসের দলীলঃ** কুরআন-হাদীসে বহু স্পষ্ট উক্তি এমন আছে, যা জ্বিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا-

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।"[১৩]

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।"[১৪]

এ ছাড়া আরো অনেক উক্তি আছে, যার অধিকাংশ এই পুস্তিকার বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। যদিও সে সব উক্তির আধিক্য ও প্রসিদ্ধি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

✡ ৩। **জ্বিন দর্শনঃ** অতীত ও বর্তমানের অনেক লোক জ্বিন দর্শন করেছে বলে দাবী করে। অবশ্য তারা যা দেখেছে ও শুনেছে, তা জ্বিন ও জ্বিনের শব্দ বলে মনে করে না। তারা মনে করে, তা হল অশরীরী আত্মা (প্রেতাত্মা), গায়বী বুযুর্গ বা বায়বীয় বুযুর্গ বা অন্য কিছু।

জ্বিন দর্শনের ব্যাপারে বর্ণিত সবচেয়ে সত্য কথা হল নবী ﷺ এর জ্বিনের সাথে সাক্ষাৎ করা, কথা বলা, তাদের তাঁর সাথে কথা বলা, তাঁর তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া, তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো ইত্যাদি। আর এ সকল কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

---

১২. আ-কামুল মারজান ৪পৃ.

১৩. সূরা জ্বিন-৭২:১

১৪. সূরা জ্বিন-৭২:৬

Contents

গাধা ও কুকুরের জ্বিন দর্শন

মানুষ সচরাচর জ্বিন দেখতে পায় না, কিন্তু কিছু জীব-জন্তু যেমন গাধা ও কুকুর জ্বিন দেখতে পায় বলে জানা যায়। নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

অর্থাৎ, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন ফিরিশ্‌তা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন শয়তান দেখেছে।[১৫]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখন তোমরা কুকুর ও গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ তারা তা দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না।”[১৬]

জ্বিন ও ফিরিশ্‌তা জাতির মধ্যে পার্থক্য

- জ্বিন আগুন থেকে সৃষ্টি, কিন্তু ফিরিশ্‌তা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি।
- জ্বিন পানাহার করে, কিন্তু ফিরিশ্‌তা পানাহার করেন না।
- জ্বিন পাপ-পুণ্য করে, কিন্তু ফিরিশ্‌তা কেবল পুণ্য করেন এবং সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করেন। দুটিই অদৃশ্য জগৎ, কিন্তু উভয় জগৎ ভিন্ন-ভিন্ন।

১৫. বুখারী তাও. হা/৩৩০৩, ইফা. হা/৩০৬৮, আপ্র হা/৩০৫৯, মুসলিম মাশা. হা/৭০৯৬, মিশকাত, হাএ. হা/১৪১৯
১৬. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৪২৫৬

শয়তান জ্বিন

এ কথা আমরা জানি যে, মনুষ্য জাতির মতোই জ্বিন জাতির মধ্যে ভালো-মন্দ আছে। তবে তাদের মন্দের গুরু হল শয়তান, যার কথা আমরা বহু বলে থাকি ও শুনে থাকি। যার কথা কুরআন-হাদীসেও বহুবার আলোচিত হয়েছে।

শয়তান শুরুতে মহান প্রতিপালকের ইবাদতগুযার ছিল। আসমানে ফিরিশ্‌তার সঙ্গে বাস করেছে, জান্নাতেও ঢুকেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন তাকে আদমকে সিজদা করার আদেশ করলেন, তখন সে হিংসা ও অহংকারবশতঃ অবাধ্যতা করে বসল। সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁকে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত করলেন।

আরবী ভাষায় 'শায়ত্বান' অবাধ্য বিদ্রোহীকে বলা হয়। যেহেতু সে নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করেছে, তাই তাকে 'শয়তান' বলা হয়। তাকে 'তাগূত'ও বলা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।"[১৭]

'তাগূত' মানে নিজ সীমা লংঘনকারী, নিজ প্রতিপালকের বিদ্রোহী এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে পূজ্য ব্যক্তি। আর শয়তানের মধ্যে উক্ত সকল গুণ বিদ্যমান।

তাকে 'ইবলীস'ও বলা হয়। আরবী ভাষায় 'ইবলীস' মানে কল্যাণশূন্য ব্যক্তি, নিরাশ ও হতাশ ব্যক্তি। শয়তান আসলেই কল্যাণহীন বরং অকল্যাণময় সৃষ্টি এবং নিজের আচরণের ফলে মহান প্রতিপালকের করুণা থেকে নিরাশ।

যাঁরা কুরআন-হাদীস পড়েন ও বুঝেন, তাঁরা জানেন ও মানেন যে, শয়তান একটি এমন সৃষ্টি, যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, নড়াসরা ও চলাফেরা

১৭. সূরা আন নিসা-৪:৭৬

করে। শয়তান কোন কু-আত্মা বা কুপ্রবৃত্তি নয়, যা মনুষ্য জীবের প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং হৃদয়ে প্রবল হয়ে তাকে উন্নত আধ্যাত্মিকতা থেকে ফিরিয়ে দেয়।[১৮]

শয়তানের আসলত্ব

আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি যে, শয়তান জ্বিন জাতিভুক্ত। কিন্তু অনেকে কিছু অশুদ্ধ বর্ণনার উপর ভিত্তি করে বলেছেন, শয়তান ফিরিশ্‌তা জাতিভুক্ত ছিল। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

"আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদাহ কর।' তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ করল না; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রদর্শন করল। সুতরাং সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হল।"[১৯]

লক্ষণীয় যে, সিজদার জন্য আদিষ্ট ছিলেন ফিরিশ্‌তাদল। তাঁদের মধ্যে সকলেই সিজদা করলেন ইবলীস ছাড়া। আর তার মানে ইবলীস ফিরিশ্‌তা জাতিভুক্ত। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ইস্তিষ্‌নাতে 'মুস্তাষ্‌না' 'মুস্তাষ্‌না মিনহু'র শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকে। এখানে 'মুস্তাষ্‌না মিনহু' হল ফিরিশ্‌তাবর্গ, আর 'মুস্তাষ্‌না' হল ইবলীস। সুতরাং ইবলীস ফিরিশ্‌তারই শ্রেণীভুক্ত।

কিন্তু উক্ত যুক্তি দ্বারা এ প্রমাণ হয় না যে, ইবলীস ফিরিশ্‌তার জাতিভুক্ত। যেহেতু উক্ত বাক্যে আছে 'ইস্তিষ্‌না মুন্‌ক্বাতে'। আর তাতে 'মুস্তাষ্‌না' 'মুস্তাষ্‌না মিনহু'র শ্রেণীভুক্ত হয় না। তার প্রমাণ হল কুরআনের অন্য আয়াত, যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইবলীস জ্বিন জাতিভুক্ত ছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

---

১৮. দায়েরাতুল মাআরিফিল হাদীষাহ ৩৫৭পৃঃ
১৯. সূরা আল বাক্বারাহ-২:৩৪

“(স্মরণ কর,) আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল; সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।”[২০]

তাছাড়া তার সৃষ্টির মূল উপাদান লক্ষ্য করলেও আমরা জানতে পারি, ইবলীস আগুন থেকে সৃষ্ট। আর ফিরিশ্‌তা জ্যোতি থেকে। সে যে আগুন থেকে সৃষ্ট, সে কথা সে নিজেই বলেছে। মহান আল্লাহ যখন তাকে আদমকে সিজদা না করার কারণ দর্শাতে বললেন, তখন সে বলল,

أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

‘আমি তার (আদম) অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছ এবং ওকে সৃষ্টি করেছ কাদামাটি দ্বারা।’[২১] সুতরাং আগুন থেকে সৃষ্ট হলে নিশ্চিতরূপে সে জ্বিন ছিল। যেহেতু জ্বিন আগুন থেকে সৃষ্ট। নবী ﷺ বলেছেন,

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

“ফিরিশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা হতে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে। (অর্থাৎ, মাটি থেকে)।”[২২] হাসান বাসরী বলেছেন, ‘ইবলীস নিমেষের জন্যও ফিরিশ্‌তা ছিল না।’[২৩]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, ‘শয়তান ফিরিশ্‌তার দলভুক্ত ছিল বাহ্যদৃষ্টিতে। প্রকৃতদৃষ্টিতে সে তাঁদের জাতিভুক্ত নয় এবং প্রতিকৃতি হিসাবেও নয়।’[২৪]

---

২০. সূরা আল কাহাফ-১৮:৫০

২১. সূরা আল আ’রা-ফ-৭:১২, স্বাদ ৭৬

২২. মুসলিম মাশা. হা/৭৬৮৭, মিশকাত, হাএ. হা/৫৭০১

২৩. আল-বিদায়াহ অন্-নিহায়াহ ১/৭৯,

২৪. মাজমূ’ ফাতাওয়া ৪/৩৪৬

ইবলীস কি জ্বিন জাতির আদি পিতা?

আদম (আলায়হিস সালাম) যেমন মনুষ্য জাতির মূল ও আদি পিতা, তেমনি ইবলীসও কি জ্বিন জাতির মূল ও আদি পিতা?

আমাদের নিকট এমন কোন স্পষ্ট দলীল নেই, যাকে ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, ইবলীস জ্বিন জাতির আদি পিতা অথবা সে তাদের বংশধর। যদিও শেষোক্ত রায়ের দলীল স্বরূপ নিম্নের আয়াত পেশ করা যায়,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

"(স্মরণ কর,) আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল; সে ছিল জ্বিনদের একজন।"[২৫]

অবশ্য ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) মনে করেন, শয়তান জ্বিন জাতির আদি পিতা, যেমন আদম মানুষ জাতির আদি পিতা।[২৬] আর আল্লাহই ভালো জানেন।

শয়তানের আকৃতি

শয়তানের আকৃতি কুৎসিত ও বিশ্রী। এত বিশ্রী যে, জাহান্নামীদের এক প্রকার খাদ্য যাক্কুম গাছ, সেই গাছের ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছেন মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ -إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ - إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ - طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ - فَإِنَّهُمْ لآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ - ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ -ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لإِلَى الْجَحِيمِ

"আপ্যায়নের জন্য কি এটিই উত্তম, না যাক্কুম বৃক্ষ? সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি এ সৃষ্টি করেছি পরীক্ষাস্বরূপ; এ বৃক্ষ জাহান্নামের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়, এর মোচা শয়তানের মাথার মত। সীমালংঘনকারীরা তা ভক্ষণ করবে এবং তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে। তার উপর অবশ্যই

২৫. সূরা আল কাহাফ-১৮:৫০
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ৪/২৩৫/৩৪৬

ওদের জন্য ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকবে, অতঃপর অবশ্যই ওদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে।[২৭]

মধ্যযুগের খ্রিস্টানরা শয়তানের ছবি অঙ্কন করত, একটি কৃষ্ণবর্ণ লোক, যার আছে ছুঁচাল দাড়ি, উপর দিকে উঠে থাকা ভ্রূ, তার মুখ থেকে অগ্নিশিখা বের হচ্ছে। তার পায়ে আছে খুর, পাছায় আছে লেজ![২৮]

শয়তানের আকৃতি যেমন কুৎসিত, তেমনি শক্তিতেও সে জ্বিনদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি বলবান। উবাই বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুরের খামার ছিল। সেখান হতে খেজুর কম হয়ে যাচ্ছিল। তাই এক রাত্রিতে তিনি পাহারা দিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তিনি নব্য তরুণের ন্যায় এক জন্তু দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন, সে তাঁর সালামের উত্তরও দিল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কে তুমি? জ্বিন অথবা ইনসান?' সে বলল, 'আমি জ্বিন।' তিনি বললেন, 'কৈ তোমার হাতটা আমাকে দেখতে দাও।' সে তার হাত দেখতে দিল। তার হাত ছিল ঠিক কুকুরের পায়ের মত। তার দেহের লোমও ছিল কুকুরের মতো। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'জ্বিনের সৃষ্টিগত আকৃতি কি এটাই?' সে বলল, 'জ্বিনরা জানে যে তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক বলবান পুরুষ আর কেউ নেই।' তিনি বললেন, 'এখানে কী জন্য এসেছ?' সে বলল, 'আমরা খবর পেলাম যে, তুমি দান করতে ভালোবাস। তাই তোমার খাদ্যসম্ভার হতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কী?' সে বলল, '(উপায়) সূরা বাক্বারার এই আয়াত পাঠ (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম)। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল অবধি আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে তা পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।'

অতঃপর সকাল হলে তিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এসে রাত্রের বৃত্তান্ত উল্লেখ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, "খবীস সত্যই বলেছে।"[২৯]

---

২৭. সূরা আস স-ফফাত-৩৭:৬২-৬৮

২৮. দায়েরাতুল মাআরিফিল হাদীষাহ ৩৫৭পৃঃ

২৯. নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব, মাশা. হা/৬৬২

শয়তানের দুই শিঙ

শয়তানের দুটি শিঙের কথা হাদীসে এসেছে। নবী ﷺ বলেছেন,

وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ

"তোমরা সূর্য উদয় ও অস্তকালকে তোমাদের স্বলাতের সময় নির্বাচন করো না। কারণ তা শয়তানের দুই শিঙের উপর উদয় হয় (এবং অস্ত যায়)।[৩০] তিনি আরো বলেছেন,

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً

"এটা মুনাফিকের স্বলাত, সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু'টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (ত্বরিঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়; তাতে সে সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।"[৩১]

মুশরিকদের একটি দল সূর্যপূজা করত। সুতরাং সূর্যের উদয়-অস্তের সময় তাকে তারা সিজদা করত। আর সেই সময় সূর্যের দিকে নিজেকে স্থাপিত করে তাদের পূজা নিজে গ্রহণ করত। এ কথা অন্য এক হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে,

صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ

৩০. বুখারী তাও. হা/৩২৭৩, ইফা. হা/৩০৪১

৩১. মুসলিম মাশা. হা/১৪৪৩, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/১৬০, নাসাঈ মাপ্র. হা/৫১১, মিশকাত, হা/৫৯৩

"তুমি ফজরের স্বলাত পড়। তারপর সূর্য এক বল্লম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দুই শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ, এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি স্বলাত পড়। কেননা, নামাযে ফিরিশতা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বল্লমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর স্বলাত থেকে বিরত হও। কেননা, তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন স্বলাত পড়। কেননা, এ নামাযে ফিরিশতা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আসরের স্বলাত পড়। অতঃপর সূর্য ডোবা পর্যন্ত স্বলাত পড়া থেকে বিরত থাকো। কেননা, সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মধ্যে অস্ত যায় এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদাহ করে।"[৩২]

প্রকাশ যে, উক্ত সময়গুলিতে আম নফল স্বলাত পড়া নিষিদ্ধ। ফরয বা কারণ-ঘটিত কোন স্বলাত পড়া নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে অন্য এক হাদীসে শয়তানের শিঙের কথা উল্লেখ হয়েছে। একদা তিনি পূর্ব দিকে (ইরাকের দিকে) ইঙ্গিত করে বলেছেন,

أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

"সাবধান! ওখানে আছে ফিতনা, ওখানে আছে ফিতনা, যেখান হতে শয়তানের শিং উদয় হবে।"[৩৩]

৩২. মুসলিম মাশা. হা/১৯৬৭, মিশকাত, হা/১০৪২
৩৩. বুখারী তাও. হা/৩৫১১, ইফা. হা/৩২৫৮, আপ্র হা/৩২৪৮, মুসলিম মাশা. হা/৭৪৭৬

জ্বিনদের খাদ্য ও পানীয়

জ্বিন জাতি পানাহার করে। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ঢেলা আনতে বললেন এবং হাড় ও শুকনা গোবর আনতে নিষেধ করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "এ দুটি জ্বিনদের খাদ্য।"[৩৪] তিনি বলেছেন,

لَا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

"তোমরা গোবর বা হাড় দ্বারা প্রস্রাব-পায়খানা পরিষ্কার করো না, কারণ তা তোমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য।"[৩৫]

ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অতঃপর তাঁকে পাওয়া গেলে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আমার কাছে এক জ্বিনের আহবায়ক এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গিয়ে তাদের কাছে কুরআন পড়লাম।" অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাদ্য চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"আল্লাহর নাম উল্লেখ করে যে কোন হাড্ডির উপর তোমাদের হাত পড়বে, তা তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত গোশ্‌তে পরিণত হবে। আর প্রত্যেক গোবর হবে তোমাদের পশুখাদ্য।"[৩৬]

অতঃপর তিনি বললেন, "সুতরাং তোমরা ঐ দুটি জিনিস দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে না। কারণ তা তোমাদের (জ্বিন) ভাইদের খাদ্য।"

শয়তান পানাহার করে, কিন্তু সে পানাহার করে বাম হাতে। এই জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাতে তার বিরোধিতা করতে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

---

৩৪. বুখারী তাও. হা/৩৮৬০,আপ্র. হা/৩৫৭৩, ইফা. হা/৩৫৭৮

৩৫. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/১৮

৩৬. মুসলিম, মাশা. হা/১০৩৫

لاَ يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا

“তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দিয়ে অবশ্যই আহার না করে এবং তা দিয়ে অবশ্যই পানও না করে। কেননা, শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।”[৩৭]

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ

“কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ, (‘বিসমিল্লাহ’ বলে) তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, ‘আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে।’ অন্যথা যখন সে প্রবেশ কালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ ‘বিসমিল্লা-হ’ বলে না), তখন শয়তান বলে, ‘তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে।’ আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ, ‘বিসমিল্লাহ’ বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, ‘তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে।”[৩৮] সুতরাং স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে, শয়তান পানাহার করে।

যে পশুকে যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তার গোশ্‌ত যেমন মু’মিন মানুষদের জন্য হারাম, তেমনি মু’মিন জ্বিনদের জন্যও প্রত্যেক সেই হাড্ডিকে খাদ্য বানানো হয়েছে, যা স্পর্শ করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে যে খাদ্যের জন্য আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না, তাতে শয়তান জ্বিনদের ভাগ বসে।

৩৭. মুসলিম, মাশা. হা/৫৩৮৬
৩৮. মুসলিম, মাশা. হা/৫৩৮১

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত বেগে) এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রসূলুল্লাহ ﷺ তার হাতও ধরে নিলেন এবং বললেন,

إنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَإنَّهُ جَـاءَ بِهَـذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَـدِهَا ، فَجَـاءَ بِهٰـذَا الأَعْـرَابِيّ لِيَسْـتَحِلَّ بِـهِ ، فَأَخذْتُ بِيَدِهِ ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا

"যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, অবশ্যই শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)।" অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করলেন।[৩৯]

এই জন্যই কিছু উলামা বলেছেন, মৃত পশু শয়তানদের খাদ্য, যেহেতু তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّـنْ عَمَـلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

৩৯. মুসলিম, মাশা. হা/৫৩৭৮

“হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[৪০]

উক্ত আয়াতকে ভিত্তি করে ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেছেন যে, মদ হল শয়তানের পানীয়। সে সেই পানীয় হতে পান করে, যা তারই আদেশক্রমে তার বন্ধুরা প্রস্তুত করেছে। সে তাদের প্রস্তুতকর্মে শরীক হয়েছে। সুতরাং সে তার পান করাতে, তার পাপে ও শাস্তিতেও তাদের শরীক হবে।[৪১]

এ কথার সমর্থন করে আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদের একটি বর্ণনা, তিনি বলেছেন, উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাদের প্রতি লিখে পাঠালেন যে, তোমরা তোমাদের পানীয়কে পাকাতে থাকো, যে পর্যন্ত না তার মধ্য হতে শয়তানের ভাগ চলে যায়। যেহেতু তার রয়েছে দুটি, আর তোমাদের জন্য একটি (ভাগ)।[৪২]

জ্বিনরা পানাহার করে, কিন্তু তার কেমনত্ব প্রসঙ্গে কিছু বলা যায় না। তারা কি চিবায়, পান করে, নাকি শোঁকে ও গন্ধ গ্রহণ করে। আল্লাহই ভালো জানেন।

৪০. সূরা মায়িদাহ-৫:৯০
৪১. ইগাষাতুল লাহফান ২৫২পৃ.
৪২. নাসাঈ মাপ্র. হা/৫২৭৫

জ্বিনদের বিবাহ-শাদী ও বংশবৃদ্ধি

জ্বিনদের মধ্যে বিবাহ-শাদী ও বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ বিষয়ে উলামাগণ পেশ করে থাকেন একটি আয়াত, যা মহান আল্লাহ বেহেশ্‌তী স্ত্রীদের জন্য বলেছেন,

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"তাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।"[৪৩] আরবী ভাষায় 'ত্বাম্‌ষ' বলা হয় সঙ্গমকে। বলা হয়েছে, সেই সঙ্গম যাতে রক্তপাত হয়। তার মানে প্রথম সঙ্গম।

কাতাদাহ থেকে উল্লেখ করা হয় যে, "জ্বিনদের সন্তান হয়, যেমন মানুষের হয়। আর সংখ্যায় তারাই বেশি।"[৪৪]

অবশ্য আমাদের জন্য কুরআনের আয়াতই দলীলের জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, শয়তানের বংশধর আছে। তিনি বলেছেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

"(স্মরণ কর,) আমি যখন ফিরিশতাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করল; সে ছিল জ্বিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল; তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের পরিবর্ত কত নিকৃষ্ট!"[৪৫]

---

৪৩. সূরা আর রহমান-৫৫:৭৪
৪৪. ইবনে আবী হাতেম, হা/১৩৯০৪, আবুশ শায়খ, হা/১১৩৮৫৮
৪৫. সূরা আল কাহাফ-১৮:৫০

জ্বিন-ইনসানের আপোসে মিলন কি সম্ভব?

এ কথা শোনা যায় যে, অমুকের স্বামী জ্বিন, অমুকের স্ত্রী জিন্নিয়্যাহ। এ ব্যাপারে ইমাম সুয়ূত্বী অনেক আষার ও সলফদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। যাতে বুঝা যায় যে, জ্বিন-ইনসানের মাঝে বিবাহ ও মিলন সম্ভব।[৪৬]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেছেন, 'জ্বিন-ইনসানের মাঝে কখনো কখনো বিবাহ ও মিলন ঘটতে পারে এবং তাদের সন্তানও হতে পারে। আর এমন ঘটনা অনেক ও প্রসিদ্ধ।'[৪৭]

পক্ষান্তরে অন্য কিছু উলামা বলেন, জ্বিন-ইনসানের মাঝে বিবাহ ও মিলন সম্ভব নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[৪৮]

সুতরাং যদি জ্বিন-ইনসানের বিবাহ হয়, তাহলে তাদের আপোসে শান্তিলাভ ও ভাব-ভালোবাসা লাভ হবে না। আর তাতে বিবাহের উদ্দেশ্যই বিফল হবে।

তবুও আমরা বলি, যদি তা কখনো ঘটে, তাহলে তা বিরল। জ্বিন মানুষের আকার ধারণ করে মানুষ সঙ্গীর সাথে সহাবস্থান করতে পারে। অনেক সময় মানুষ সে কাজে বাধ্য হতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"সে সবের মাঝে রয়েছে বহু আনত নয়না; যাদেরকে তাদের পূর্বে

---

৪৬. লুক্বাতুল মারজান ৫৩পৃঃ
৪৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৩৯
৪৮. সূরা আর রূম-৩০:২১

কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ করেনি।”[৪৯]

মহান আল্লাহর উক্ত বাণীও এ কথার দলীল হতে পারে যে, জ্বিন-ইনসানের মাঝে মিলন সম্ভব। যেহেতু জান্নাতের হুরী জ্বিন-ইনসান উভয়ের স্ত্রী, উভয়ের জন্য উপযুক্ত।

উভয়ের মধ্যে বিবাহ ও মিলন বিরলভাবে সম্ভব হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে জ্বিনকে বিবাহ করা মাকরূহ। যেমন কুমারীর গর্ভবতী হয়ে এই বলা যে, ‘আমার স্বামী জ্বিন।’ যেহেতু তাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে।[৫০]

জ্বিনদের বয়স ও মৃত্যু

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জ্বিন ও শয়তানের মৃত্যু আছে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)।”[৫১] নবী ﷺ তাঁর এক প্রার্থনায় বলতেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِيْ، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, তোমারই উপর ভরসা রেখেছি, তোমারই প্রতি অভিমুখ করেছি এবং তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি। হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার ইজ্জতের অসীলায় পানাহ চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তুমিই সেই চিরঞ্জীব যাঁর মৃত্যু নেই। আর দানব ও মানব মৃত্যুবরণ করবে।[৫২]

---

৪৯. সূরা আর রহমান-৫৫:৫৬
৫০. মাজমূ’ ফাতাওয়া ১৯/৩৯
৫১. সূরা আর রহমান-৫৫:২৬-২৭
৫২. মুসলিম, মাশা হা/৭০৭৪, মিশকাত, হাএ. হা/২৪৬৩

অবশ্য তাদের গড় আয়ু কত, সে বিষয়ে কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে ইবলীস সম্বন্ধে মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন, সে কিয়ামত অবধি জীবিত থাকবে। যেহেতু অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হওয়ার পর সে তা চেয়েছিল এবং তা পেয়েছেও। সে বলেছিল,

فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'[৫৩] মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

'যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।'[৫৪] কিন্তু সে ছাড়া অন্য জ্বিনেরা কত বছর বাঁচে, তা আমাদের জানা নেই। তবে অবশ্যই তারা মানুষের চাইতে বেশি দিন জীবনধারণ করে।

তারা যে মরে এবং তাদেরকে হত্যা করা যায়, তার প্রমাণ খালেদ বিন অলীদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উয্‌যার শয়তানাকে হত্যা করেছেন এবং মদীনার এক সাহাবী সাপরূপী এক জ্বিনকে হত্যা করেছেন। যথাস্থানে তা উল্লেখ করা হবে-- ইনশা-আল্লাহ।

জ্বিন ও শয়তানদের বাসা

জ্বিন ও শয়তান এই পৃথিবীতেই বসবাস করে, যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি। অবশ্য তারা পোড়ো বাড়ি ও জনশূন্য স্থানে বাস করে। নোংরা ও অপবিত্র জায়গায় বাস করে শয়তান জ্বিনরা। প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা, নোংরা ফেলার জায়গা, কবরস্থান-শ্মশান, গায়রুল্লাহ পূজার জায়গা ইত্যাদি এদের পছন্দনীয় জায়গা।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, এই সকল জায়গা, যেখানে শয়তান বসবাস করে, সেখানে সেই তথাকথিত বুযুর্গরাও স্থান গ্রহণ করে, যাদের সাথে শয়তানদের যোগাযোগ আছে। কিছু হাদীসে বাথরুমে স্বলাত পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু তা অপবিত্রতার জায়গা এবং যেহেতু

---

৫৩. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১৪, সূরা আল হিজ্বর -১৫:৩৬, সূরা সোয়া-দ-৩৮:৭৯
৫৪. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১৫

তা শয়তানদের বাসস্থান। আর কবরস্থানেও স্বলাত নিষিদ্ধ। যেহেতু তা শির্কের ছিদ্রপথ।[৫৫]

সে সকল স্থানেও শয়তানদের উপস্থিতি বেশি থাকে, যেখানে তাদের ফাসাদ সৃষ্টি সহজ হয়। যেমন বাজারে তাদের আড্ডা জমে। যেহেতু বাজার সাধারণতঃ নানা পাপের জায়গা। এই জন্যই মহান আল্লাহর নিকট পৃথিবীর সব চাইতে ঘৃণ্যতম জায়গা হল বাজার। নবী ﷺ বলেছেন,

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا

"আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।"[৫৬]

যেহেতু বাজার হল খাস দুনিয়াদারদের জায়গা। সেখানে সাধারণতঃ দুনিয়াদারী চলে। লোভ-লালসা ও অর্থলোলুপতার বিশেষ স্থান বাজার। খিয়ানত, ভেজাল, সূদী কারবার, মিথ্যা কথন, মিথ্যা আশ্বাস, মিথ্যা আশা ও লোভ ইত্যাদির বেসাতির বেশ জোরদার জায়গা বাজার।

ধোঁকাবাজি, ঠকবাজি, মিথ্যা হলফবাজি, অসৎ মানুষদের আড্ডাবাজি, বেপর্দা প্রসাধিকা মহিলা, বেশ্যা মহিলা, মস্তান ও লম্পটদের প্রধান জায়গা বাজার।

বাজারের চাকচিক্য, হৈচৈ, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট, প্রসাধিকাদের বেপর্দা হয়ে বেলেল্লাপনা চলাফেরা, গান-বাজনা ইত্যাদি আল্লাহর যিক্র থেকে বিস্মৃতি আনে, ঔদাসীন্য আনে।

সালমান ফারেসী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝান্ডা গাড়ে।'[৫৭]

এই জন্যই বাজারে গিয়ে বিশেষ দু'আ পড়লে মিলিয়ন সওয়াবের উপহার পাওয়া যায়। যেহেতু সেখানে শয়তানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তা পড়তে হয়। কেননা তারা তা পড়তে ভুলিয়ে দেয়।

---

৫৫. মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৪১
৫৬. মুসলিম, মাশা হা/১৫৬০
৫৭. মুসলিম, মাশা হা/৬৪৬৯

শয়তান জ্বিন মানুষের ঘরে এসেও বাসা বাঁধে। তবে 'বিসমিল্লাহ', আল্লাহর যিক্র, কুরআন তিলাওয়াত---বিশেষ করে সূরা বাক্বারাহ ও তার মধ্যে আয়াতুল কুরসী ও শেষাংশের দু'টি আয়াত পাঠ করলে শয়তান ঘরে বাসা বাঁধতে পারে না।

হাদীসে আছে, শয়তানেরা কোথাও বিশ্রাম নেয়। অতঃপর অন্ধকার ছেয়ে এলে তারা ছড়িয়ে পড়ে। এই জন্য নবী ﷺ সেই সময় শিশুদেরকে ঘরের বাইরে যেতে দিতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

শয়তান আযানের শব্দ শুনে পলায়ন করে। শয়তানদেরকে রমযান মাসে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

অর্ধেক দেহ রোদে ও অর্ধেক দেহ ছায়াতে রেখে বসতে শয়তান ভালোবাসে। এই জন্য নবী ﷺ আমাদেরকে অনুরূপ বসতে নিষেধ করেছেন।[৫৯]

জ্বিনদের সওয়ারী ও পশু

ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ কে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অতঃপর তাঁকে পাওয়া গেলে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, "আমার কাছে এক জ্বিনের আহবায়ক এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গিয়ে তাদের কাছে কুরআন পড়লাম।" অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাদ্য চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"আল্লাহর নাম উল্লেখ করে যে কোন হাড্ডির উপর তোমাদের হাত পড়বে, তা তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত গোশ্তে পরিণত হবে। আর প্রত্যেক গোবর হবে তোমাদের পশুখাদ্য।"[৬০]

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, জ্বিনদের গবাদি পশু ও সওয়ারী আছে। আর

---

৫৮. বুখারী তাও. হা/৩২৮০, আপ্র. হা/৩০৩৮, ইফা. হা/৩০৪৭, মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৮

৫৯. আহমাদ, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/৮৩৮

৬০. মুসলিম মাশা. হা/১০৩৫

তাদের খাদ্য হল মানুষের গবাদি পশুদের ত্যক্ত মল। শয়তানের ঘোড়া আছে, সে কথা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। মহান আল্লাহ শয়তানকে বলেছিলেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

"তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।"[৬১]

এমন পশু, যার সাথে শয়তান থাকে

এমন একটি পশু উট। তার মধ্যে শয়তানী আচরণ আছে। নবী ﷺ বলেছেন,

إنّ الإبلَ خُلِقَتْ مِنَ الشّياطِينَ وإنّ وَرَاءَ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطاناً

"নিশ্চয় উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট এবং নিশ্চয় প্রত্যেক উটের পশ্চাতে শয়তান থাকে।"[৬২] এই জন্যই নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ

"তোমরা উটের আস্তাবলে স্বলাত পড়ো না, কারণ উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট। আর ছাগল-ভেড়ার গোয়ালে স্বলাত পড়, কারণ তা হল বর্কত।"[৬৩]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উক্ত শ্রেণীর হাদীসে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, উটের আস্তাবলে স্বলাত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, তার মল-মূত্রের অপবিত্রতা নয়। যেহেতু সঠিক মতে হালাল পশুর মল-মূত্র অপবিত্র নয়।

"উট শয়তানী উপাদান থেকে সৃষ্ট।" অথচ উটের জন্ম উট থেকেই। অনুরূপ হাদীসে আছে, "কালো কুকুর শয়তান।" অথচ তারও জন্ম কুকুর থেকেই। তাহলে এ সকল কথার অর্থ কী?

---

৬১. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬৪

৬২. সুনান সাঈদ বিন মানসূর, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১৫৭৯

৬৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১৮৫৩৮, আবূ দাঊদ আলএ. হা/১৮৪, ৪৯৩

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল বলেছেন, এ কথা উট ও কুকুরকে শয়তানের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে। যেহেতু কালো কুকুর সবচেয়ে বেশি বদমাশ কুকুর এবং উপকারিতার দিকে সবার চাইতে কম। আর কঠোরতা লাফা-ঝাঁপার দিকে থেকে উট জ্বিনের মতো। যেমন বলা হয়, 'অমুক শয়তান।' যখন সে কঠোর ও বদমাশ হয়।[৬৪]

ইবনে আকীল যা বলেছেন, তার সঠিকতার সমর্থক এই যে, আমাদের এই পৃথিবীর সকল জীব পানি থেকে সৃষ্ট। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

"আমি প্রত্যেকটি সজীব বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি।"[৬৫]

আর শয়তান হল আগুন থেকে সৃষ্টি। মোট কথা, উট ও কালো কুকুরের মধ্যে শয়তানী আচরণ আছে বলেই উভয়কে শয়তান বা শয়তান থেকে সৃষ্ট বলা হয়েছে।

জ্বিন জাতির ক্ষমতা ও অক্ষমতা

জ্বিনের ক্ষমতা

মহান সৃষ্টিকর্তা জ্বিনকে যে শক্তি ও ক্ষমতা দান করেছেন, তা মানুষকে দান করেননি। তাদের কিছু ক্ষমতার নমুনা আমরা কুরআন-হাদীস থেকে জানতে পারি।

➲ **প্রথমতঃ তাদের গতিবেগের দ্রুততা:** কুরআনে উল্লিখিত নবী সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) ও রানী বিলকীসের ইতিহাস থেকে আমরা তাদের দ্রুততা জানতে পারি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ - قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ - قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

---

৬৪. আ-কামুল মারজান ২২পৃঃ, লুক্বাতুল মারজান ৪২পৃ.

৬৫. সূরা আল আম্বিয়া-২১:৩০

"(সুলাইমান) বলল, 'হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান হয়ে) আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?' এক শক্তিশালী জ্বিন বলল, 'আপনি আপনার বৈঠক হতে উঠবার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত।' কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, 'আপনি চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দেব।' সুতরাং (সুলাইমান) যখন তা সম্মুখে উপস্থিত দেখল, তখন সে বলল, 'এ আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ; যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ, না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তা নিজের কল্যাণের জন্য করে এবং যে অকৃতজ্ঞ, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।"[৬৬]

➲ **দ্বিতীয়তঃ মানুষের পূর্বে জ্বিনদের মহাকাশ অভিযানঃ** শয়তান জ্বিনেরা মহাকাশে ঊর্ধ্বে আরোহণ করে আসমানী খবর চুরিছুপে শুনতে চায়। যাতে তারা ঘটনাঘটন ঘটার পূর্বেই জানতে পারে। কিন্তু সর্বশেষ নবী প্রেরিত হওয়ার পর মহাকাশের নিরাপত্তা সুদৃঢ় করা হয়। তাদের বিশ্বাসী এক দলের কথা,

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا - وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا

"আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিন্ড দ্বারা তা পরিপূর্ণ। আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে (সংবাদ) শুনবার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ (সংবাদ) শুনতে চাইলে, সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডের সম্মুখীন হয়।"[৬৭]

আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে পৃথিবীর কোন ঘটনার ফায়সালা করেন, ফিরিশতারা সে কথা শুনেন যেন পাথরের উপর শিকল পড়ার শব্দ। তাতে তাঁরা ঘাবড়ে যান বা মূর্ছিত হন। তাঁদের ঘাবড়ানি বা মূর্ছা দূর হলে একে অপরকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ কী বললেন বা কী ফায়সালা করলেন?' বলেন,

---

৬৬. সূরা নামল-২৭:৩৮-৪০
৬৭. সূরা জ্বিন-৭২:৮-৯

'সত্য।' ফিরিশতাগণের আপোসের আলোচনায় নিম্ন আসমানের ফিরিশতামন্ডলীও শামিল হন। তার কিছু চুরি-ছুপে শয়তান জ্বিন শুনে নেয় এবং তারাও একে অপরকে আপোসের মধ্যে জানিয়ে থাকে। আকাশের ধারে-পাশে শুনতে গেলে উল্কা ছুটে এসে বাধা দেয়। আল্লাহ পাক আকাশকে অবাধ্য শয়তান হতে হিফাযতে রেখেছেন। ফলে সে ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না।[৬৮]

কিছু শয়তান সেই খবর পৃথিবীতে তাদের সহচর গণকদের মনে পৌঁছে দেয়। গণকরা তাদের অনুমান ও ধারণার আরো শত মিথ্যা জুড়ে বিশদভাবে প্রচার করে। ফলে যা সত্য তা সত্য ঘটে, কিছু আন্দাজও সঠিক হয়ে যায় এবং অধিকতরই মিথ্যা ও অবাস্তব।[৬৯] মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ - وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ - إِلاَّ مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ

"আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি দর্শকদের জন্য সুশোভিত। প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে আমি ওকে নিরাপদ রেখেছি। আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে ওর পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত উল্কা।"[৭০]

উল্কাপাতের শরয়ী কারণ হল, আসমানী খবর চুরি করা থেকে শয়তান জ্বিনেদের বাধা দান করা।

---

৬৮. সূরা আস স-ফফাত-৩৭:৭-১০

৬৯. বুখারী ইফা. হা/৪৩৪১, আপ্র. হা/৪৩৪১, তাও. হা/৪৭০১,

৭০. সূরা আল হিজ্বর -১৫:১৬-১৮

অমূলক জাহেলী বিশ্বাস

আকাশে তারা ছুটলে বা উল্কাপাত ঘটলে মানুষে নানা ধারণা করে; কেউ বলে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল, কোন মহান ব্যক্তির মৃত্যু হল। কেউ কালেমা পড়ে, কেউ পাঁচটা ফুলের নাম বলে ইত্যাদি।

কিন্তু আসলে এ সবের কিছু নয়। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক আনসারী থেকে বর্ণনা করে বলেন, একদা এক রাত্রে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে সাহাবাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় উজ্জ্বল হয়ে একটি উল্কাপাত হল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এরূপ উল্কাপাত হলে তোমরা জাহেলী যুগে কী বলতে?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল বেশি জানেন। আমরা বলতাম, আজ রাতে কোন মহান ব্যক্তির জন্ম হল অথবা কোন মহান ব্যক্তি মারা গেল।'

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্মের কারণে উল্কাপাত হয় না। আসলে আমাদের প্রতিপালক তাবারাকা ওয়া তা'আলা যখন কিছু ফায়সালা করেন, তখন আরশবাহী ফিরিশ্তাগণ তসবীহ পড়েন। অতঃপর তার পরবর্তী নিম্নের আসমানবাসী তাসবীহ পড়েন। পরিশেষে এই দুনিয়ার আসমানে তসবীহ এসে পৌঁছে। অতঃপর আরশবাহী ফিরিশ্তাগণের কাছাকাছি আসমানবাসীরা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের প্রতিপালক কী বললেন?' সুতরাং তিনি যা বলেন, তার খবর তাঁরা জানিয়ে দেন। এইভাবে প্রত্যেক আসমানবাসী পরস্পরের মধ্যে খবর জানাজানি করেন। পরিশেষে এই দুনিয়ার আসমানে খবর এসে পৌঁছে। জ্বিনেরা সেই খবর লুফে নেয় এবং তাদের বন্ধুদের কাছে প্রক্ষিপ্ত করে। সুতরাং যে খবর তারা হুবহু আনয়ন করে, তা সত্য। কিন্তু আসলে তারা তাতে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটায় ও সংযোজিত করে।"[৭১]

বলা বাহুল্য, উক্ত শ্রেণীর খবরচোর জ্বিনদেরকে প্রতিহত করার জন্য উল্কা নিক্ষেপ করা হয়।

কখনো তারা আরো সহজ উপায়ে আসমানী খবর চুরি করে। মেঘমালায় অবতীর্ণ ফিরিশতামন্ডলীর নিকট থেকে আসমানী ফায়সালা শ্রবণ করে ফেলে।

---

৭১. মুসলিম মাশা. হা/৫৯৫৫

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, কিছু লোক রসূলুল্লাহ ﷺ কে গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ওরা অপদার্থ।" (অর্থাৎ ওদের কথার কোন মূল্য নেই)। তারা নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! ওরা তো কখনো কখনো আমাদেরকে কোন জিনিস সম্পর্কে বলে, আর তা সত্য ঘটে যায়।' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এই সত্য কথাটি জ্বিন (ফিরিশতার নিকট থেকে) ছোঁ মেরে নিয়ে তার ভক্তের কানে পৌঁছে দেয়। তারপর সে ঐ (একটি সত্য) কথার সাথে একশ'টি মিথ্যা মিশিয়ে দেয়।"[৭২] বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ

"ফিরিশতাবর্গ আল্লাহর বিধানসমূহ নিয়ে মেঘমালার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন এবং সে সব কথাবার্তা আলোচনা করেন, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়েছে। সুতরাং শয়তান অতি সংগোপনে লুকিয়ে তা শুনে ফেলে এবং ভবিষ্যৎ-বক্তা গণকদের মনে প্রক্ষিপ্ত করে। তারপর তার সাথে তারা নিজেদের পক্ষ থেকে একশত মিথ্যা মিশ্রণ করে তা প্রচার করে।"[৭৩]

➲ **তৃতীয়তঃ জ্বিনদের শিল্পজ্ঞান:** এ ব্যাপারে বহু যুগ পূর্বে নবী সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর নির্দেশে জ্বিনেরা বহু শিল্পকর্ম প্রদর্শন করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ - يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

আমি বাতাসকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম, তার সকালের ভ্রমণ

---

৭২. বুখারী ইফা. হা/৫২৩৭, আপ্র. হা/৫৩৪১, তাও. হা/৫৭৬২, মুসলিম মাশা. হা/৫৯৫৩
৭৩. বুখারী ইফা. হা/২৯৮০, আপ্র. হা/২৯৭০, তাও. হা/৩২১০

একমাসের পথ ছিল এবং সন্ধ্যার ভ্রমণও এক মাসের পথ ছিল। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু সংখ্যক জ্বিন তার সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে, তাদেরকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিমা, হওয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম,) 'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই।'[৭৪]

➲ চতুর্থতঃ জ্বিনদের স্বেচ্ছারূপ ধারণ করার ক্ষমতা:

জ্বিনেরা স্বেচ্ছামতো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। কখনো মানুষ, আবার কখনো কোন জীব-জন্তুর আকারে মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়।

বদরের দিন শয়তান সুরাকা বিন মালেকের রূপ ধারণ করে মুশরিকদের নিকট এসেছিল এবং বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়েছিল। অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলে এবং অবতীর্ণ ফিরিশ্‌তা দেখতে পেলে সে পলায়ন করেছিল। মহান আল্লাহ সে কথা কুরআনে বলেছেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।' অতঃপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।' আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[৭৫]

---

৭৪. সূরা সাবা-৩৪:১২-১৩
৭৫. সূরা আল আনফাল-৮:৪৮

একদা রসূল আবু হুরাইরাকে বায়তুল মালের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করলেন; এক চোর চুরি করতে এলে আবু হুরাইরা তাকে ধরে ফেললেন। চোরটি তাঁর নিকট ক্ষমার আশা ব্যক্ত এবং নিজ দরিদ্রতার কথা প্রকাশ করলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চোরটি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার চুরি করতে এল। প্রত্যেকবার আবু হুরাইরা তাকে ধরে বললেন, 'তোমাকে রসূলের দরবারে পেশ করবই।' চোরটি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি আয়াত শিখিয়ে দেব, যা পাঠ করলে শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না।' আবু হুরাইরা বললেন, 'তা কোন আয়াত?' চোরটি বলল, 'আয়াতুল কুরসী।' আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর দেখা এই ঘটনা রসূল এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "তুমি জান কি, কে এ কথা বলেছে? ও ছিল শয়তান। সে বলেছে সত্যই অথচ নিজে ভীষণ মিথ্যুক।"[৭৬]

জ্বিনেরা কখনো কোন পশু; উট, গাধা, গরু, কুকুর বা বিড়ালের রূপ ধারণ করে। অধিকাংশ তারা কালো কুকুর ও বিড়ালের রূপ ধারণ করে। নবী জানিয়েছেন, কালো কুকুর সামনে বেয়ে পার হলে স্বলাত নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, "কালো কুকুর শয়তান।"[৭৭]

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন, 'কালো কুকুর কুকুরদের শয়তান। জ্বিনেরা বহু ধরনের আকৃতি ধারণ করে থাকে। কালো বিড়ালের আকৃতিও ধারণ করে থাকে। কেননা অন্যান্য রঙের তুলনায় কালো রঙ শয়তানী শক্তির সাথে অধিক সমঞ্জস। আর তাতে আছে উষ্ণতার শক্তি।'[৭৮]

---

৭৬. বুখারী ইফা. অনুচ্ছেদ: ১৪৩৮, আপ্র. কিতাবুল ওয়াকালাহ অনুচ্ছেদ, তাও. হা/২৩১১
৭৭. মুসলিম মাশা. হা/১১৬৫
৭৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/৫২

Contents

গৃহবাসী জ্বিন

জ্বিন কখনো কখনো সাপের আকৃতি ধারণ করে মানুষের বাসায় বসবাস করে। এই জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়ির ভিতর তাড়াহুড়া করে সাপ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। যাতে কোন মুসলিম জ্বিন অকারণে মারা না যায়। তিনি বলেছেন,

إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"অবশ্যই মদীনায় কিছু জ্বিন আছে, যারা মুসলমান হয়েছে। সুতরাং তাদের কাউকে (সর্পাকারে) দেখলে তাকে তিন দিন সতর্ক কর। অতঃপর উচিত মনে হলে তাকে হত্যা কর। কারণ সে শয়তান।"[৭৯]

মদীনার এক যুবক সাহাবী তাড়াহুড়া করে বাড়ির একটি সাপ মারার ফলে তিনিও মৃত্যুর শিকার হয়েছিলেন। একদা আবুস সায়েব আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট তাঁর বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তিনি স্বলাত পড়ছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর স্বলাত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইত্যবসরে বাড়ির এক প্রান্তে (ছাদে লাগানো) খেজুর কাঁদির ডালগুলিতে কিছু নড়া-সরা করার শব্দ শুনতে পেলাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি, একটি সাপ। আমি লাফিয়ে উঠে তা মারতে উদ্যত হলাম। কিন্তু তিনি আমাকে ইশারা করে বললেন, 'বসে যাও।' সুতরাং আমি বসে গেলাম। অতঃপর স্বলাত শেষ হলে তিনি আমাকে বাড়ির ভিতরে একটা ঘর দেখিয়ে বললেন, 'এ ঘরটা দেখছ?' আমি বললাম, 'জী।' তিনি বললেন, 'এ ঘরে আমাদেরই একজন নব্য বিবাহিত যুবক ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে খন্দকের প্রতি বের হয়েছিলাম। সেই যুবক দুপুরে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজ বাসায় ফিরত। সে একদিন তাঁর নিকট অনুমতি নিল। তিনি বললেন, "তুমি তোমার অস্ত্র সঙ্গে নাও। তোমার প্রতি কুরাইযার আশঙ্কা হয়।"

---

৭৯. মুসলিম মাশা. হা/৫৯৭৬

সুতরাং সে নিজ অস্ত্র নিয়ে বাসায় ফিরল। দেখল তার (নতুন) বউ দরজার দুই চৌকাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। সে ঈর্ষান্বিত হয়ে বর্শা তুলে তাকে আঘাত করত উদ্যত হল! তার স্ত্রী তাকে বলল, 'আপনি আপনার বর্শা নিবারণ করুন। বাসায় প্রবেশ করুন, তাহলে দেখতে পাবেন, কে আমাকে বের করেছে?'

সুতরাং সে বাসায় প্রবেশ করে দেখল, একটি বৃহদাকার সাপ বিছানায় কুন্ডলী পাকিয়ে বসে আছে! অতএব সে বর্শা দিয়ে আঘাত করে তাকে গেঁথে ফেলল। অতঃপর কক্ষ থেকে বের হয়ে বাড়ির (মাটিতে) বর্শাটিকে গেড়ে দিল। তৎক্ষণাৎ সাপটি ছট্‌ফট্ করে লাফিয়ে উঠে তার উপর হামলা করল। অতঃপর জানা গেল না যে, কে আগে সত্বর মারা গেল; সাপটি, নাকি যুবকটি?

আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং বললাম, 'আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যাতে তিনি ওকে বাঁচিয়ে তোলেন।' তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" অতঃপর বললেন, "অবশ্যই মদীনায় কিছু জ্বিন আছে, যারা মুসলমান হয়েছে। সুতরাং তাদের কাউকে (সর্পাকারে) দেখলে তাকে তিন দিন সতর্ক কর। অতঃপর উচিত মনে হলে তাকে হত্যা কর। কারণ সে শয়তান।"[৮০]

সাপ হত্যার ব্যাপারে জরুরী সতর্কবাণী

- (ক) বাড়ির ভিতর কেবল সাপ হত্যাই নিষেধ। অন্য ক্ষতিকর প্রাণী হত্যা নয়।
- (খ) বাড়ির বাইরের সাপ হত্যা নিষেধ নয়। বরং তা হত্যা করতে আদেশ করা হয়েছে। যেহেতু তা মানুষের শত্রু।
- (গ) বাড়ির ভিতরে সাপ দেখলে তাকে সতর্ক করতে হবে। তাকে বের হয়ে যেতে বলতে হবে। 'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, এ ঘর

৮০. মুসলিম মাশা. হা/৫৯৭৬

ছেড়ে বেরিয়ে যাও; নচেৎ আমরা তোমাকে মেরে ফেলব'---এ কথা বলা যায়। এর তিন দিন পরে তাকে দেখা গেলে হত্যা করা যাবে।

➢ (ঘ) সে যদি পালিয়ে না যায়, তাহলে জানতে হবে, সে জ্বিন নয় অথবা সে কাফের জ্বিন। সেহেতু বাড়ির লোকের নিরাপত্তার জন্য তাকে হত্যা করতে হবে।

➢ (ঙ) অবশ্য এক শ্রেণীর সাপ আছে, তাকে বাড়িতে সতর্ক না করে দেখামাত্র হত্যা করা যাবে। যেহেতু তা খুবই মারাত্মক এবং সম্ভবতঃ জ্বিন তার আকৃতি ধারণ করে না। নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ

"মুড়া লেজ, পিঠে দুটি সাদা রেখাবিশিষ্ট সাপ ছাড়া তোমরা সাপ হত্যা করো না। কারণ ঐ সাপ ভ্রূণকে গর্ভচ্যুত করে এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং তা তোমরা মেরে ফেলো।"[৮১] জ্ঞাতব্য যে, একটি হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেছেন,নবী

الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

"সাপ হল জ্বিনের বিকৃত আকৃতি। যেমন বানী ইস্রাঈল থেকে বানর ও শূকর পরিবর্তিত হয়েছিল।"[৮২]

উক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, বর্তমানের সকল সাপ জ্বিনের বিকৃত রূপ। এর অর্থ হল, জ্বিন জাতির ভিতরে আকৃতি-বিকৃতির ঘটনা ঘটেছে। আর সে আকৃতি ছিল সাপের। যেমন বানী ইস্রাঈলের ভিতরে ঘটেছিল এবং তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হয়েছিল। তবে সেই বিকৃত জ্বিন ও বানী ইস্রাঈলের কোন বংশধর বেঁচে নেই। যেহেতু হাদীসে এসেছে, নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِمَسْخٍ نَسْلاً وَلاَ عَقِبًا وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ বিকৃত প্রাণীর কোন বংশধর বা উত্তরসূরি

৮১. বুখারী তাও. হা/৩৩১১
৮২. ত্বাবারানী, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/১৮২৪

করেননি। তার পূর্বেও বানর ও শূকর বর্তমান ছিল।"[৮৩]

➲ পঞ্চমতঃ শয়তান মানুষের রক্তশিরায় চলাফেরা করে

একদা রাত্রিকালে সফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ই'তিকাফরত স্বামী নবী ﷺ কে মসজিদে দেখা করার জন্য এলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর তিনি বাসায় ফিরতে গেলে নবী ﷺ তাঁকে পৌঁছে দিতে তাঁর সাথে বের হলেন। পথে আনসারদের দুই ব্যক্তির সঙ্গে তাঁদের দেখা হলে তারা লজ্জায় অন্য দিকে ফিরে গেল। নবী ﷺ বললেন, "ওহে! কে তোমরা? শোন। আমার সাথে এ মহিলা হল (আমারই স্ত্রী) সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই।" তারা বলল, 'আল্লাহর পানাহ! সুবহানাল্লাহ! আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?' নবী ﷺ বললেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا شَرًّا

"নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়। আর আমার ভয় হয় যে, সে তোমাদের মনে কোন কুধারণা প্রক্ষিপ্ত করে দেবে।"[৮৪] তিনি আরো বলেছেন,

لاَ تَلِجُوا عَلَى الْمُغَيَّبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ

"তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" সাহাবাগণ বললেন, 'আর আপনারও রক্ত-শিরায়?' তিনি বললেন,

وَمِنِّي وَلَكِنْ أَعَانَنِي اللهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَم

"হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি।"[৮৫]

---

৮৩. আহমাদ, মুসলিম মাশা. হা/৬৯৪১

৮৪. বুখারী ইফা. হা/১৯০৭, আপ্র. হা/১৮৯৫, তাও. হা/২০৩৮, মুসলিম মাশা. হা/২১৭৪

৮৫. আহমাদ, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৯৩৫, মিশতাত হাএ. হা/৩১১৯

জ্বিনদের কতিপয় দুর্বলতা ও অক্ষমতা

জ্বিন মানুষের মতোই, কোথাও সে শক্তিশালী, কোথাও বড় দুর্বল। নারী বড় দুর্বল, কিন্তু তার ছলনা ও চক্রান্তের ব্যাপারে ইউসুফ-যুলাইখার ইতিহাসে মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

"সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, 'এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট!"[৮৬] শয়তান বিশাল শক্তিশালী, কিন্তু তার চক্রান্তের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"[৮৭] আমরা এখানে শয়তানের কিছু দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনা করব, যা কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

➲ প্রথমতঃ নেক লোকদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেইঃ

শয়তানের শক্তি ও প্রতিজ্ঞা আছে, সে আদম-সন্তানকে পথভ্রষ্ট করবে। কিন্তু সকলকে নয়। কিছু লোকের কাছে সে বড় মিসকীন ও দুর্বল। তাদেরকে সে কুফরী ও ভ্রষ্টতায় বাধ্য করতে সক্ষম হবে না। চেষ্টা তো করবে, কিন্তু সফল হবে না। কারণ তাদের বুনিয়াদ হবে মজবুত, তাদের ঈমান হবে সুদৃঢ়, তাদের আমল হবে নেক এবং তাদের সহায়ক হবেন খোদ প্রতিপালক। তিনি বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلاً

"আমার দাসদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।' আর কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।"[৮৮]

---

৮৬. সূরা ইউসুফ-১২:২৮

৮৭. নিসা ঃ ৭৬

৮৮. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬৫

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

"ওদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।"[৮৯]

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে।"[৯০]

বলা বাহুল্য, প্রকৃত মু'মিনদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই, না দলীল-প্রমাণে, আর না-ই শক্তি-সক্ষমতায়। আর এ তত্ত্ব শয়তান নিজে জেনে স্বীকারও করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

"সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।"[৯১]

শয়তানের আধিপত্য কেবল তাদের উপর, যারা তার চিন্তা-চেতনায় এক মতাবলম্বী। যারা স্বেচ্ছায় তার অনুসরণ করে এবং সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

"বিভ্রান্তদের মধ্য হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার

৮৯. সূরা সাবা-৩৪:২১

৯০. নাহ্লঃ ৯৯-১০০

৯১. সূরা আল হিজ্বর -১৫:৩৯-৪০

(একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না।"[৯২]

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

"তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা তাকে আল্লাহর অংশী করে।"[৯৩] আর সে কাউকে নিজের দলে আসতে বাধ্য করে না। বরং সে আহবান করে, ফুস-মন্ত্র দেয়, আর তাতেই অধিকাংশ মানুষ সাড়া দেয়। এ কথা সে কাল কিয়ামতে যখন সব কিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন নিজের অনুসারীদেরকে বলবে,

إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে সে কথা তো আমি মানিই না। অত্যাচারীদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছে।[৯৪]

কাফেরদের উপর যে আধিপত্য শয়তানকে দেওয়া হয়েছে, তা পথভ্রষ্ট ও সত্যচ্যুত করার কৌশল। সে তাদের উপর ক্ষমতা বিস্তার করবে এবং তাদেরকে কুফরী ও শির্কের জন্য নানা প্ররোচনা ও প্রলোভন দেবে।

৯২. সূরা আল হিজ্বর -১৫:৪২
৯৩. সরা নাহল-১৬:১০০
৯৪. সূরা ইবরাহীম-১৪:২২

পরিশেষে তারা তা না করে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফেরদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি; তারা তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে।"[৯৫]

অবশ্য শয়তানের এই আধিপত্যে তার অনুসারীদের জন্য কোন হুজ্জত বা দলীল নেই। অর্থাৎ, সে কথা পেশ করে নিজেরা বেঁচে যাবে, তা নয়। তার আধিপত্যের অজুহাত দিয়ে নিজেদেরকে দোষমুক্ত করবে, তার উপায় নেই। কারণ সে মাত্র আহবান করে, কিন্তু তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও স্বার্থের অনুকূল হওয়ার ফলে সেই আহবানে সাড়া দেয়। সুতরাং তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করে এবং নিজেরাই তাদের শত্রুকে নিজেদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সহযোগিতা করে, তার মতে মত মিলায় এবং তার পথের পথিক হয়ে যায়। সুতরাং যখন তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ করে, তখন শাস্তিস্বরূপ তাকে তাদের উপর আধিপত্য দান করা হয়। মহান আল্লাহ নিজ বান্দার উপর শয়তানকে আধিপত্য দেন না, যতক্ষণ না বান্দা কুফরী ও শির্কের মাধ্যমে তার আনুগত্য করে তার পথ তৈরি করে নেয়। আর তখনই মহান আল্লাহ তার উপর শয়তানের ক্ষমতা বিস্তার সহজ করে দেন।

➲ **পাপাচরণের কারণে কোন কোন মু'মিনের উপর শয়তানের আধিপত্যঃ** পাপাচরণের কারণে কোন কোন মু'মিনের উপর শয়তানের আধিপত্য এসে থাকে। যেমন সেই বিচারক, যে ন্যায়পরায়ণ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إنّ الله تعالى مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ مِنهُ وَأَلْزَمَهُ الشَّيْطانَ

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ বিচারকের সাথে থাকেন, যতক্ষণ সে অন্যায় বিচার করে না। অতঃপর সে যখন অন্যায় বিচার করে, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং শয়তানকে তার সাথী বানিয়ে দেন।"[৯৬]

৯৫. সূরা মারইয়াম-১৯:৮৩
৯৬. হাকেম, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১৮২৭

এ মর্মে আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী ﷺ হাসান বাসরী ﷺ থেকে একটি মজার গল্প নকল করেছেন। তা সত্য-মিথ্যা যাই হোক, তা শুনে জানা যায় যে, বান্দা যদি খাঁটি দ্বীনদার হয়, তাহলে সে শয়তানকে কীভাবে কাবু করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি ভ্রষ্ট ও পথচ্যুত হয়, তাহলে শয়তান তাকে কীভাবে ধরাশায়ী করতে পারে।

তিনি বলেন, একটি গাছ ছিল, লোকেরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে তার পূজা করত। একজন নেক লোক তা দেখে বলল, 'অবশ্যই এ গাছটি কেটে ফেলব।'

আল্লাহর ওয়াস্তে মনে রাগ নিয়ে একদিন সে গাছটিকে কাটতে এল। পথিমধ্যে ইবলীস মানুষের বেশে তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, 'কী করতে চাও?'

লোকটি বলল, 'এই গাছটিকে কেটে ফেলতে চাই, লোকেরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে যার পূজা করে।'

ইবলীস বলল, 'তুমি যদি তার পূজা না কর, তাহলে যে তার পূজা করছে, সে তোমার কী ক্ষতি করছে?' লোকটি বলল, 'আমি অবশ্যই তা কেটে ফেলব।'

শয়তান বলল, 'তুমি এর থেকেও উত্তম কিছু পেতে চাও? তুমি ওটাকে কেটো না। তোমাকে প্রত্যেক দিন দুটি করে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দেওয়া হবে, সকালে তোমার বালিশের নিচে পাবে।'

সে বলল, 'তা আমাকে কে দেবে?' ইবলীস বলল, 'আমি দেব।' সুতরাং নেক লোকটি গাছ না কেটে ফিরে গেল। সত্যই পরদিন সকালে সে বালিশের নিচে দুটি দীনার পেল। কিন্তু পরের দিন সকালে তা আর পেল না। সুতরাং রাগে সে আবার গাছটি কেটে ফেলতে উদ্যত হল। আবারও শয়তান মানুষের বেশে এসে বলল, 'তুমি কী করতে চাও?' লোকটি বলল, 'এই গাছটিকে কেটে ফেলতে চাই, লোকেরা আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে যার পূজা করছে।'

শয়তান বলল, 'মিথ্যা বলছ তুমি। তোমার ঐ গাছ কেটে ফেলার আর ক্ষমতা নেই।' সে তার কথায় কান না দিয়ে কাটতে শুরু করল। শয়তান

তাকে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে তার গলা টিপে ধরে দম বন্ধ করে মারতে উদ্যত হল। সে তাকে বলল, ‘তুমি কি জানো আমি কে? আমি হলাম শয়তান। প্রথমবার তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে রাগান্বিত হয়ে এসেছিলে বলে তোমাকে কাবু করার কোন উপায় আমার ছিল না। তাই দুই দীনার দিয়ে তোমাকে প্রবঞ্চিত করলাম। অতঃপর যখন দুটি দীনারের জন্য রাগান্বিত হয়ে এলে, তখন আমি তোমার উপর আধিপত্য পেলাম।’[৯৭]

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে এক ব্যক্তির কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন, যাকে তিনি তাঁর আয়াত দান করেছিলেন। সে তা শিক্ষা করেছিল ও জেনেছিল। অতঃপর তা বর্জন ও উপেক্ষা করেছিল। তার ফলে মহান আল্লাহ তার উপর শয়তানকে আধিপত্য দান করেছিলেন। সুতরাং সে তাকে ভ্রষ্ট ও পথচ্যুত করেছিল। অবশেষে সে অপরের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয়বস্তু এবং বর্ণনীয় কাহিনীর নায়করূপে পরিণত হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ - وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলি থেকে অপসৃত হয়, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা

৯৭. তালবীসু ইবলীস ৪৩পৃ.

চিন্তা করে।”[৯৮]

স্পষ্ট যে, এ হল তাদের উপমা, যারা হক জেনে তা অস্বীকার ও অমান্য করে। যেমন ইয়াহুদীরা, তারা মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী জেনেও অস্বীকার করেছে। তেমনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সেই মানুষ, যে ইসলাম জেনেও তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে, নানা ওজর-অজুহাত দেখায়, হঠকারিতা করে ইত্যাদি।

উক্ত আয়াতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, যে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখত; কিন্তু পরে পার্থিব ভোগ-বিলাস ও শয়তানের পিছে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, সে ব্যক্তি কে ছিল? তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কেউ কেউ বলেছেন, সে ছিল বালআম বিন বাঊরা। যে ছিল এক সময় নেক লোক। অতঃপর সে কাফের হয়ে যায়। কেউ বলেছেন, সে ব্যক্তি ছিল উমাইয়া বিন আবিস স্বাল্‌ত। যে আশা করেছিল, সে নবীরূপে প্রেরিত হবে। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ প্রেরিত হয়েছেন শুনে হিংসাবশতঃ সে তাঁকে নবী বলে স্বীকার করেনি। সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন।

এই শ্রেণীর মানুষ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, হক জেনেও তা গ্রহণ করে না, আয়াত জেনেও তা অস্বীকার করে, তারা একটি বিপজ্জনক শ্রেণীর মানুষ। তাদের সাথে শয়তানের সাদৃশ্য রয়েছে। কেননা, শয়তান হক জানার পরেও তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। এই শ্রেণীর অপরাধকে নবী ﷺ নিজের উম্মতের জন্য আশঙ্কা করেছেন। তিনি বলেছেন,

«إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ» إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان ردءاً للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك

৯৮. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১৭৫-১৭৬

"আমি যে সকল বিষয় তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি, তার মধ্যে এমন এক ব্যক্তি, যে কুরআন পড়েছে। পরিশেষে যখন তার মধ্যে কুরআনের মনোহারিত্ব দেখা গেল এবং সে ইসলামের একজন সহায়ক হয়ে গড়ে উঠল, তখন সে তা হতে অপসৃত হল, তা নিজ পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, নিজ প্রতিবেশীর উপর তরবারি তুলে ধরতে উদ্যত হল এবং তাকে মুশরিক বলে অপবাদ দিল।"

সাহাবী হুযাইফা ইবনুল য়্যামান বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ওদের উভয়ের মধ্যে তরবারির যোগ্য কে? অপবাদদাতা, নাকি যাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে সে?' উত্তরে তিনি বললেন, "বরং অপবাদদাতা।[৯৯]

বলা বাহুল্য, এটা একটি তড়িৎ শাস্তি, আল্লাহর কুরআন থেকে কেউ সরে গেলে, তার কাছে এসে শয়তান সাথী হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

"যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর।"[১০০]

➲ দ্বিতীয়তঃ শয়তান কিছু মু'মিনকে দেখে ভয়ে পলায়ন করেঃ

কোন বান্দা যখন ইসলামে পরিপক্বতা লাভ করে, ঈমান তার মর্মমূলে বদ্ধমূল হয়, মহান আল্লাহর সীমারেখার হিফাযত করে, তখন শয়তান তার সাক্ষাতে ভয় করে এবং তাকে দেখে পলায়ন করে।

তেমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। শয়তান তাঁকে ভয় করত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, "শয়তান অবশ্যই তোমাকে ভয় করে হে উমার!"[১০১] তিনি আরো বলেছিলেন, "আমি দেখছি জ্বিন ও ইনসানের শয়তানরা উমারকে দেখে পলায়ন করেছে।"[১০২]

একদা উমার বিন খাত্তাব রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট প্রবেশের অনুমতি

৯৯. ইবনে হিব্বান ৮১, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/৩২০১
১০০. সূরা আয যুখরুফ-৪৩:৩৬
১০১. সঃ সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২৯১৩
১০২. ঐ ২৯১৪

চাইলেন। তখন তাঁর নিকট কুরাইশের কিছু মহিলা তাঁর সাথে কথা বলছিল এবং তাদের অধিক দাবী-দাওয়া নিয়ে তাঁর আওয়াজের উপর আওয়াজ উঁচু করছিল। উমার বিন খাত্তাব অনুমতি চাইলে তারা উঠে সত্বর পর্দার আড়ালে চলে গেল। অতঃপর উমার প্রবেশ করলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ হাসতে লাগলেন। উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনার দাঁতকে হাস্যোজ্জ্বল রাখুন। (হাসলেন কেন?)'

নবী ﷺ বললেন, "ঐ মহিলাদের কাণ্ড দেখে আমি অবাক হলাম, যারা আমার কাছে ছিল। অতঃপর যখন তোমার আওয়াজ শুনতে পেল, তখন তারা সত্বর পর্দার আড়ালে চলে গেল।"

উমার বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ ব্যাপারে বেশি হকদার যে, তারা আপনাকে সমীহ করবে।'

অতঃপর মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে নিজ আত্মার দুশমন নারীরা! তোমরা আমাকে সমীহ কর অথচ রসূলুল্লাহ ﷺ কে সমীহ কর না।' তারা বলল, 'হ্যাঁ, আপনি রসূলুল্লাহর চাইতে বেশি রূঢ় ও কঠোর।' রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِيهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ

"থামো হে ইবনুল খাত্তাব! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তান যখনই তোমাকে কোন পথে চলতে দেখেছে, তখনই সে তোমার পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরে চলেছে।"[১০৩]

আর শয়তানের এ ভয়-ডর শুধু উমার থেকেই নয়; বরং সে প্রত্যেক সেই মু'মিনকে ভয় পায়, যার ঈমান সবল ও মজবুত। যার ঈমান শক্তিশালী, সে তার শয়তানকে অনায়াসে কাবু করতে পারে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيطَانَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ

"নিশ্চয় মু'মিন তার শয়তানকে কৃশ করে ফেলে, যেমন তোমাদের

১০৩. বুখারী ইফা. হা/৩০৬১, আপ্র. হা/৩০৫২, তাও. হা/৩২৯৪, মুসলিম মাশা. হা/৬৩৫৫

কেউ সফরে তার (সওয়ারী) উটকে কৃশ করে ফেলে।”[১০৪]

প্রত্যেক মানুষের সাথেই শয়তান থাকে। প্রত্যেক মানুষকেই সে কাবু করতে চায়। তবে মহান আল্লাহ কোন কোন বান্দাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেন, ফলে সে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বিন নিযুক্ত নেই।” লোকেরা বলল, ‘আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন,

وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ

“আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দিতে পারে না।”[১০৫]

- **তৃতীয়তঃ সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর অধীনস্থ ছিল জ্বিনঃ**

মহান আল্লাহ অনেক কিছুকেই নবী সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিল জ্বিন ও শয়তান। তিনি তাদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতেন। কেউ অবাধ্য হলে তিনি তাকে শাস্তি দিতেন, বন্দী করে রাখতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ - وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ - وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الأَصْفَادِ

“---তখন আমি বায়ুকে তার অধীন করে দিলাম, সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে (বায়ু) মৃদু গতিতে (তাকে নিয়ে) প্রবাহিত হত। আরও অধীন করে দিলাম শয়তানদেরকে; যারা ছিল সকলেই প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং আরও অন্যান্যকে; যারা শিকলে বাঁধা থাকত।”[১০৬] তিনি

১০৪. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৮৯৪০, আবূ য়্যালা, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/৩৫৮৬
১০৫. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮৬
১০৬. সূরা সোয়া-দ-৩৮৩৬-৩৮ ১০৬

Contents

আরো বলেছেন,

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ - يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

"আমি বাতাসকে সুলাইমানের অধীন করেছিলাম, তার সকালের ভ্রমণ একমাসের পথ ছিল এবং সন্ধ্যার ভ্রমণও এক মাসের পথ ছিল। আমি তার জন্য গলিত তামার এক ঝরনা প্রবাহিত করেছিলাম। আল্লাহর অনুমতিক্রমে কিছু সংখ্যক জ্বিন তার সম্মুখে কাজ করত। ওদের মধ্যে যারা আমার নির্দেশ অমান্য করে, তাদেরকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাব। ওরা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, প্রতিমা, হওয-সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির ওপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম,) 'হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই।"[১০৭]

সুলাইমান (আলায়হিস্ সালাম) এর জ্বিন অধীনস্থ হওয়ার এমন বিশাল নিয়ামত লাভ হয়েছিল তাঁর দু'আর বর্কতে। তিনি মহান প্রতিপালকের কাছে দু'আ করে বলেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।' (স্বাদ ঃ ৩৫)

এই দু'আর কারণেই নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শয়তানকে বাঁধেননি, যে অগ্নিশিখা নিয়ে তাঁর মুখে ছুড়তে চেয়েছিল। আবুদ দার্দা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বলাত পড়ছিলেন। আমরা শুনলাম, তিনি 'আউযু বিল্লাহি মিন্‌ক্' বলছেন। পরক্ষণেই তিনবার বললেন, 'আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহ।' (আল্লাহর অভিশাপে তোকে অভিশাপ দিচ্ছি।) সেই সাথে তিনি হাত

১০৭. সূরা সাবা-৩৪:১২-১৩

বাড়িয়ে কিছু ধরতে যাচ্ছিলেন।

অতঃপর তিনি স্বলাত শেষ করলে আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে নামাযে এমন কিছু বলতে শুনলাম, যা ইতিপূর্বে আপনাকে বলতে শুনিনি। আর দেখলাম, আপনি আপনার হাত বাড়াচ্ছেন।' তিনি বললেন,

إِنَّ عَدُوَّ اللّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

"আসলে আল্লাহর দুশমন ইবলীস একটি অগ্নিশিখা নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে রাখতে চাইল। তাই আমি তিনবার বললাম, 'আঊযু বিল্লাহি মিন্‌ক্'। অতঃপর বললাম, 'আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহ।' তবুও সে সরল না। এরূপ তিনবার বললাম। অতঃপর তাকে ধরার ইচ্ছা করলাম। আল্লাহর কসম! যদি আমাদের ভাই সুলাইমানের দু'আ না হতো, তাহলে সে বন্দী অবস্থায় সকাল করত এবং মদীনাবাসীর শিশুরা তাকে নিয়ে খেলা করত।"[১০৮]

অন্য এক বর্ণনায় আছে (দ্বিতীয় ঘটনা), তিনি বলেছেন, 'একটি শক্তিশালী জ্বিন গতরাত্রে আমার স্বলাত নষ্ট করার জন্য আমার ঔদাস্যের সুযোগ নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে আমার আয়ত্তে করে দিলেন, সুতরাং আমি তার গলা টিপে ধরলাম। আমি সংকল্প করলাম, মসজিদের খুঁটিসমূহের কোন এক খুঁটিতে তাকে বেঁধে রাখি। যাতে সকালে তোমরা সকলে তাকে দেখতে পাও। অতঃপর আমার ভাই সুলাইমানের দু'আ স্মরণ হল,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে

---

১০৮. মুসলিম মাশা. হা/১২৩৯

না।'[১০৯] সুতরাং আল্লাহ তাকে নিকৃষ্ট অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন।[১১০]

সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর নামে ইয়াহুদীদের মিথ্যাচারিতা

যারা যাদুকার্যের মাধ্যমে জ্বিন ব্যবহার করে, সেই ইয়াহুদী ও তাদের অনুসারীরা ধারণা করে যে, আল্লাহর নবী সুলাইমান যাদুকার্যের মাধ্যমে জ্বিন ব্যবহার করতেন। অথচ সলফদের একাধিক উলামা উল্লেখ করেছেন যে, সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর ইন্তিকালের পরেই শয়তানরা যাদু ও কুফরীর নানা বই লিখে তাঁর সিংহাসনের নিচে রেখে দিয়েছিল। অতঃপর তারা বলেছিল, এই সবের সাহায্যে সুলাইমান জ্বিনকে নিজ খিদমতে ব্যবহার করতেন। তাদের কেউ কেউ বলল, 'এটা যদি হক ও জায়েয না হতো, তাহলে সুলাইমান তা করতেন না।' কিন্তু মহান আল্লাহ সে কথার খণ্ডন করলেন আল-কুরআনে,

وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

"যখন আল্লাহর নিকট থেকে একজন রসূল এলেন, যে তাদের নিকট যা (ঐশীগ্রন্থ) আছে তার সত্যায়নকারী, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদের একদল আল্লাহর কিতাবকে পিছনের দিকে ফেলে দিল (অমান্য করল), যেন তারা কিছুই জানে না।"[১১১]

অতঃপর তারা যে শয়তানী কিতাবের অনুসরণ করেছিল, সে কথা স্পষ্ট করে দিলেন,

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী করেননি; বরং শয়তানেরাই কুফরী

১০৯. সূরা সোয়া-দ-৩৮:৩৫
১১০. মুসলিম মাশা. হা/১২৩৮
১১১. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১০১

করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"[১১২]

➲ চতুর্থতঃ শয়তানরা কোন মু'জিযা দেখাতে সক্ষম নয়

জ্বিনেরা যা প্রদর্শন করে, তা মানুষের কাছে অলৌকিক মনে হতে পারে। যাদুও অলৌকিক কাণ্ড। মু'জিযাও অলৌকিক। কিন্তু মু'জিযা কেবল আম্বিয়া কর্তৃক প্রদর্শিত হয়, আর কারামত আল্লাহর আওলিয়া কর্তৃক। কিন্তু তা হয় আল্লাহর ইচ্ছা অনুপাতে। পক্ষান্তরে যাদু ইত্যাদি মানুষ ইচ্ছা করলে যে কোন সময় দেখাতে পারে।

জ্বিন কোন মু'জিযা প্রদর্শন করতে পারে না। কুরআন সবচেয়ে বড় মু'জিযা। জ্বিন তার কোন অংশ আনয়নে সক্ষম ছিল না। যদিও অনেক কাফের ধারণা করেছিল যে, তা শয়তানের বাণী। মহান আল্লাহ সে ধারণার খণ্ডন করে বলেছেন,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ - وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ - إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُون

"শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না। অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।"[১১৩] মহান আল্লাহ কুরআন আনয়নের জন্য জ্বিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন,

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

অর্থাৎ, বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।'[১১৪]

---

১১২. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১০২
১১৩. শুআ'রা ঃ ২১০-২১২
১১৪. শুআ'রা ঃ ২১০-২১২ ১১৪

কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ কেউই গ্রহণ করেনি, করতে পারেনি; না কোন মানব, আর না কোন দানব।

➡ পঞ্চমতঃ শয়তান স্বপ্নে নবী ﷺ এর রূপ ধারণ করতে পারে না

শয়তান অনেক কিছু আকৃতি ধারণ করে স্বপ্নে মানুষের মানসপটে আসে। কিন্তু সে শেষনবী ﷺ এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। এ ছিল সর্বশেষ নবীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেছেন,

وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

“যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।”[১১৫]

সতর্কতার বিষয় যে, শয়তান নবী ﷺ এর আকার ধারণ করে কারো স্বপ্নে আসতে পারে না, তবে অন্য কারো আকার ধারণ করে এসে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়ে বলতে পারে, ‘আমি আল্লাহর রসূল।’

অতএব যেই ধারণা করে, সে স্বপ্নে তাঁকে দেখেছে, তার ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে নবী ﷺ এর হুলিয়া ও দেহাকৃতি জানা জরুরী। অতঃপর দেখা ছবির সাথে তা মিলে গেলে জানতে হবে, সে সত্যই তাঁর দর্শনলাভ করেছে, নচেৎ না।

➡ ষষ্ঠতঃ মহাকাশে তাদের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে পারে না

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ - فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ

১১৫. বুখারী ইফা. হা/১১১, আপ্র. হা/১০৮, তাও. হা/১১০

"হে জ্বিন ও মানুষ সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, তাহলে অতিক্রম কর, কিন্তু কোন শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে? তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ (অথবা গলিত তামা), তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না।"[১১৬]

➲ সপ্তমতঃ আল্লাহর নাম নিয়ে বন্ধ দরজা তারা খুলতে পারে না

জ্বিনের যত বড়ই ক্ষমতা থাক, আল্লাহর যিক্‌রের কাছে নেহাতই অক্ষম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا

"সন্ধ্যা হলে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ ঐ সময় শয়তানদল ছড়িয়ে পড়ে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (শয়নকালে) সমস্ত দরজা অর্গলবদ্ধ কর এবং (সেই সাথে) আল্লাহর নামের স্মরণ নাও। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।"[১১৭]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "পাত্র আবৃত কর, মশক বেঁধে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, বাতি নিভিয়ে দাও। যেহেতু শয়তান (বিসমিল্লাহ বলে) বাঁধা মশক খোলে না, বন্ধ দরজা খোলে না এবং ঢাকা পাত্রও খোলে না।"[১১৮]

---

১১৬. সূরা আর রহমান-৫৫:৩৩-৩৫
১১৭. বুখারী ইফা. হা/৩০৬৯, আপ্র. হা/৩০৬০ ... ৩৩০৪, মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৮
১১৮. মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৪

জ্বিন শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

মহান আল্লাহ মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।"[১১৯]

সুতরাং জ্বিন মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনের ভারপ্রাপ্ত। যে শরীয়তের অনুবর্তী হবে, মহান আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, তাকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করবেন। আর যে তার অবাধ্য হবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের বহু উক্তি রয়েছে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কাফের জ্বিন ও ইনসানকে তিরস্কার করে বলবেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ

"হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ওদেরকে প্রতারিত করেছিল। আর ওরা যে অবিশ্বাসী (কাফের) ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে।"[১২০]

১১৯. যারিয়াত ঃ ৫৬
১২০. সূরা আল আন'আম-৬:১৩০

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জ্বিনের কাছেও আল্লাহর শরীয়ত পৌঁছানো হয়েছে। সতর্ককারী তাদের নিকট এসে সতর্ক করেছে এবং শরীয়তের বাণী পৌঁছে দিয়েছে। তারা জাহান্নামে সাজাপ্রাপ্ত হবে, তার প্রমাণ নিম্নের আয়াতগুলি:

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ

"আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা দোযখে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। পরিশেষে যখন সকলে ওতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তুমি ওদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না।"[১২১]

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

"আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।"[১২২]

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

১২১. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:৩৮
১২২. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১৭৯

'আমি জ্বিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই' তোমার প্রতিপালকের এই বাণী পূর্ণ হবেই।[১২৩]

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার এ কথা যথার্থ সত্য, আমি নিশ্চয়ই দানব ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।"[১২৪] মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান। অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে মিথ্যাজ্ঞান করবে?"[১২৫]

এখানে জ্বিন ও ইনসানকে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর একটি অনুগ্রহ হল, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে, তিনি তাদেরকে দুটি করে জান্নাত দান করবেন। সুতরাং জ্বিন সম্প্রদায় অন্যান্য জীব-জন্তুর মতো কিয়ামতে মাটিতে পরিণত হবে না।

জ্বিন জাতি শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত, যেহেতু কুরআনে শয়তানদের নিন্দা ও অভিশাপ করা হয়েছে। তাদের মন্দ ও অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার কথা বলা হয়েছে। তাদের জন্য প্রস্তুত আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সকল কিছু মহান আল্লাহ তাদের জন্য করবেন, যারা তাঁর আদেশ ও নিষেধ উল্লংঘন করবে, মহাপাপে লিপ্ত হবে, হারাম অমান্য করবে, অথচ তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতায় থাকবে, তারা তা করতে পারে, আবার নাও করতে পারে।

---

১২৩. সূরা হূদ-১১:১১৯
১২৪. সূরা সাজদাহ-৩২:১৩
১২৫. সূরা আর রহমান-৫৫:৪৬-৪৭

এছাড়া নবী ﷺ শয়তানদেরকে অভিশাপ দিতেন, তাদের অবস্থা বর্ণনা করতেন, তারা যে মন্দ ও পাপাচরণের প্রতি আহবান করে এবং মানুষের মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে, সে সম্বন্ধে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। এ ছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।"[১২৬]

উক্ত আয়াতদ্বয়, বরং সূরা জ্বিনের আয়াতগুলোতেও এ কথার দলীল রয়েছে যে, তারা শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত।

জ্বিন আগুন থেকে সৃষ্ট, তাহলে আগুনে শাস্তি পাবে কীভাবে?

অনেকে এ প্রশ্ন করে থাকে যে, জ্বিন যদি আগুন থেকে সৃষ্ট হয়, তাহলে জাহান্নামে গেলে আগুনের আযাবে কষ্ট পাবে কীভাবে? আগুনের তৈরি জিনিস আগুনের উল্কায় কষ্ট পায় কীভাবে?

জ্বিন সৃষ্টির আসল উপাদান হল আগুন। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, তার দেহটাই আগুনের; যেখানে স্পর্শ করে আগুন ধরে যায় এবং আগুনে পুড়লে সে কষ্ট পায় না। যেমন মানুষ সৃষ্টির মূল উপাদান হল মাটি। কিন্তু তার দেহ রক্ত-মাংসের। মাটির আঘাতে সে কষ্ট পায়, বরং মাটির আঘাত দ্বারা তাকে হত্যা করা যায় এবং মাটি চাপা দিলে তার দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু আসে। বলা বাহুল্য, মাটির সৃষ্টি হয়েও মানুষ মাটি দ্বারা কষ্ট পায়, অনুরূপ জ্বিনও আগুনের সৃষ্টি হয়েও আগুন দ্বারা জাহান্নামে কষ্ট পাবে।

---

১২৬. সূরা জ্বিন-৭২:১-২

মহান আল্লাহ ও জ্বিনের মাঝে সম্পর্ক

পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে, জ্বিন মহান আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্যতম সৃষ্টি। অন্যান্য বান্দাদের মতো তারাও তাঁর বান্দা। তিনি তাদেরকে নিজ ইবাদত-বন্দেগীর উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত করে তাঁর আদেশ-নিষেধ পালনের দায়িত্বারোপ করেছেন।

সেই সাথে ইয়াহুদী ও মুশরিকদের সেই ভ্রান্ত ধারণারও খণ্ডন হয়, যাতে তারা ধারণা করে যে, আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল, যার ফলে কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এরাই আল্লাহর মেয়ে, ফিরিশতা। এইভাবে আল্লাহ ও জ্বিনদের মাঝে (বৈবাহিক সম্বন্ধ) আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করেছে মূর্খ কাফেরের দল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ - سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ - إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ

“ওরা আল্লাহ এবং জ্বিন জাতির মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে। ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। আল্লাহর বিশুদ্ধচিত্ত দাসগণ এর ব্যতিক্রম।”[১২৭]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, ‘আল্লাহর দুশমনরা ধারণা করে, আল্লাহ ও ইবলীস দুই ভাই! মহান আল্লাহ এ থেকে বহু উর্ধ্বে।’[১২৮]

জ্বিনদের প্রতি প্রেরিত নবী-রসূল

জ্বিন জাতি শরীয়তের ভারপ্রাপ্ত হলে নিশ্চয় তাদের প্রতি মহান আল্লাহ নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে তিনি নিজ অহী পৌঁছেছেন

১২৭. সূরা আস স-ফফাত-৩৭:১৫৮-১৬০
১২৮. তাফসীর ইবনে কাসীর ৪/২৪

এবং তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করেছেন।

তা যদি হয়, তাহলে সেই নবী-রসূল কি তাদেরই জাতিভুক্ত ছিলেন, নাকি মনুষ্য জাতির নবী-রসূলই তাদের জন্যও প্রেরিত হয়েছিলেন?

মহান আল্লাহ কিয়ামতে বলবেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ

“হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, ‘আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ওদেরকে প্রতারিত করেছিল। আর ওরা যে অবিশ্বাসী (কাফের) ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে।”[১২৯]

মহান আল্লাহর উক্ত বাণী এ কথার দলীল যে, তাদের প্রতি রসূল প্রেরিত হয়েছেন। তবে তাতে এ কথার স্পষ্টতা নেই যে, সে রসূল জ্বিন জাতিভুক্ত ছিলেন, নাকি মনুষ্য জাতিভুক্ত? যেহেতু ‘মিনকুম’ শব্দ থেকে উভয়ই বুঝা যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে নিজ নিজ জাতির কেউ রসূল হয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে, কেবল মানুষের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয়েছেন উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে। এ বিষয়ে উলামাগণের দুটি মত রয়েছে:

১। জ্বিনদের প্রতি তাদেরই জাতিভুক্ত রসূল প্রেরিত হয়েছেন।

এই মতের সপক্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে য্বাহ্হাক একজন। ইবনুল জাওযী বলেছেন, ‘(উক্ত আয়াতের) বাহ্যিক-উক্তি তাই।' ইবনে হায্ম বলেছেন, ‘মুহাম্মাদ ﷺ এর পূর্বে জ্বিন জাতির প্রতি কখনই কোন মানুষকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি।'

২। জ্বিনদের প্রতি রসূল মনুষ্য জাতিভুক্ত ছিলেন।

১২৯. সূরা আল আন'আম-৬:১৩০

সুয়ূত্বী (রহিমাহুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, 'পূর্ব ও পরবর্তী অধিকাংশ উলামার মতে জ্বিনদের মধ্য থেকে কোন নবী-রসূল ছিলেন না। এ কথা ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাল্বী ও আবূ উবাইদ থেকে বর্ণিত।[১৩০]

মানুষের প্রতি প্রেরিত নবী-রসূলই জ্বিনদের নবী-রসূল, এ মতকে সমর্থন করে কুরআন শোনার পর জ্বিনদের এই উক্তি,

يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, তা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে, তা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।"[১৩১]

কিন্তু এ উক্তি বিতর্কিত বিষয়ে স্পষ্ট সমাধান নয়। তাছাড়া আরো একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, মানুষ সৃষ্টির পূর্বে কি তাহলে তাদের প্রতি কোন নবী-রসূল প্রেরিত হননি? আসলে বিষয়টি এমন, যা কোন আমলের ভিত্তি নয় এবং তার উপর কোন অকাট্য দলীলও নেই।

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রিসালতের সার্বজনীনতা

সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারা বিশ্বের সকল মানব-দানবের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, এ কথায় মুসলিমদের কারো মাঝে কোন মতভেদ নেই। এ কথার প্রমাণও একাধিক।

মহান আল্লাহ কুরআন দ্বারা জ্বিন ও ইনসান উভয় জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তিনি বলেছেন,

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

অর্থাৎ, বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর

১৩০. লুক্বাতুল মারজান ৭৩পৃঃ
১৩১. সূরা আহকাফ-৪৬:৩০

অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।'[১৩২]

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর তা শ্রবণপূর্বক জ্বিনদের একটি গোষ্ঠী ঈমান আনয়ন করেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا -يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا- سورة الجن

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।"[১৩৩]

এই ঈমান আনয়নকারী জ্বিন দলটির কথাই আলোচিত হয়েছে সূরা আহক্বাফে। সেখানে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ - قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ - يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ - وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ- سورة الأحقاف

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হল, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, তা

১৩২. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৮৮
১৩৩. সূরা জ্বিন-৭২:১-২

ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে, তা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'[১৩৪]

জ্বিনদের এই দলটি মনোযোগ সহকারে কুরআন শুনেছিল, ঈমান এনেছিল, অতঃপর নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত দিয়েছিল। তাদেরকে ঈমান ও আনুগত্যের বিনিময়ে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিল এবং কুফরী ও অবাধ্যতার পরিণামে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেছিল।

এদেরই কথা বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তানদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তানেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের?' শয়তানেরা বলল, 'আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।' তারা বলল, 'তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয় কোন নতুন কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ করে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় সাহাবাগণকে নিয়ে ফজরের স্বলাত পড়ছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে

১৩৪. সূরা আহকাফ-৪৬:২৯-৩২

লাগল। অতঃপর বলল, 'এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল,

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا - يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

"আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।"[১৩৫]

অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ নবীর উপর উক্ত সূরা জ্বিন অবতীর্ণ করলেন। আর তা ছিল জ্বিনদের কথা।[১৩৬]

নবী ﷺ এর কাছে আগত জ্বিনদের প্রতিনিধি-দল

পূর্বোক্ত ঘটনা ছিল মুহাম্মাদী রিসালতের সাথে জ্বিনদের পরিচয়ের প্রথম পর্ব। তারা রসূল ﷺ এর অজান্তে কুরআন শুনে ঈমান এনে হিদায়াতকারী দাঈ হয়ে ফিরে গিয়েছিল।

অতঃপর জ্বিনদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল তাঁর নিকট ইল্‌ম শিক্ষার জন্য এসেছিল। তিনি তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন এবং আসমানী অহীর কথা বলেছিলেন। আর এটা ছিল হিজরতের পূর্বে মক্কায়।

আমের বলেন, আমি আলকামাহকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কি জ্বিনের রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ইবনে মাসঊদকে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনাদের কেউ কি জ্বিনের রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি বললেন, 'না। তবে এক রাত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ কে আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। সুতরাং আমরা তাঁকে উপত্যকা ও গিরিপথে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। বলতে লাগলাম, 'তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আততায়ী দ্বারা খুন করা হয়েছে।' আমরা সম্প্রদায়ের একটি মন্দতম রাত্রি অতিবাহিত করলাম। সকাল হলে তিনি হিরার দিক থেকে আগমন করলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনাকে হারিয়ে খোঁজাখুঁজি করে

১৩৫. সূরা জ্বিন-৭২:১-২

১৩৬. বুখারী ইফা. হা/৪৫৫৬, আপ্র. হা/৪৫৫২, তাও. হা/৪৯২১, মুসলি ম ১০৩৪

না পেয়ে সম্প্রদায়ের একটি মন্দতম রাত্রি অতিবাহিত করলাম।' তিনি বললেন, "আমার কাছে এক জ্বিনের আহবায়ক এসেছিল। আমি তার সঙ্গে গিয়ে তাদের কাছে কুরআন পড়লাম।" অতঃপর তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাদের বিভিন্ন চিহ্ন ও তাদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। তারা তাঁর নিকট খাদ্য চেয়েছিল। তিনি বলেছিলেন,

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ

"আল্লাহর নাম উল্লেখ করে যে কোন হাড্ডির উপর তোমাদের হাত পড়বে, তা তোমাদের
জন্য পর্যাপ্ত গোশ্‌তে পরিণত হবে। আর প্রত্যেক গোবর হবে তোমাদের পশুখাদ্য।"

অতঃপর তিনি বললেন, "সুতরাং তোমরা ঐ দুটি জিনিস দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে না। কারণ তা তোমাদের (জ্বিন) ভাইদের খাদ্য।"[১৩৭]

একদা নবী ﷺ সাহাবীদের নিকট সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরব বসে তেলাঅত শুনছিলেন। তিনি বললেন, "যে রাত্রে আমার নিকট জিনের দল আসে, সে রাত্রে আমি উক্ত সূরা ওদের নিকট পাঠ করলে ওরা সুন্দর জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি পাঠ করছিলাম,

فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ

(অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?) তখনই তারাও এর জওয়াবে বলছিল,

لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ

অর্থাৎ, তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক![১৩৮]

কেবল একটি রাত্রি নয়, একাধিক রাত্রিতে নবী ﷺ এর কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধিদল এসেছে এবং দ্বীনের দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করেছে।

১৩৭. মুসলিম মাশা. হা/১০৩৫
১৩৮. তিরমিযী, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/২১৫০

মানুষকে মঙ্গলের প্রতি জ্বিনদের আহবান

হাদীসে এসেছে যে, মানুষের হিদায়াতে কিছু জ্বিনদের ভূমিকা ছিল। একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে জাহেলী যুগে গণক ছিল, 'তোমার জিন্নিয়াহ যে সব কথা বা ঘটনা তোমার কাছে আনয়ন করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময়কর কী ছিল?' সে বলল, 'আমি একদিন বাজারে ছিলাম। তখন সে আমার নিকট এল, আর তার মধ্যে ত্রাস ছিল। সে বলল,

أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا

وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا

وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا

'তুমি কি জ্বিনদের নৈরাশ্য, স্বস্তির পরে তাদের হতাশা এবং যুবতী উটনী ও তার জিনপোশের সাথে তাদের (মদীনায়) মিলিত হওয়া দেখতে পাওনি?'

(অর্থাৎ, তারা এক সময় স্বস্তির সাথে আসমানের খবর শুনত। এখন তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়। ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেছে এবং তারা মদীনার দিকে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি যাত্রা শুরু করেছে।)

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, ও ঠিকই বলেছে। আমি একদিন ওদের দেবতাদের কাছে ঘুমিয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে একটি লোক একটি বাছুর গরু নিয়ে এসে যবেহ করল। এমন সময় একজনের এমন চিৎকার-ধ্বনি শুনতে পেলাম, ইতিপূর্বে তার চাইতে বিকট চিৎকার আমি কখনও শুনিনি। সে বলল,

يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ

"ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, একজন বাগ্মী বলবেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।"

এ কথা শুনে লোকেরা লাফিয়ে উঠল। আমি বললাম, 'এ ঘোষণার

রহস্য জানার অপেক্ষায় থাকব।' অতঃপর আবার ঘোষণা দিল, "ওহে জালীহ! একটি সফল ব্যাপার সত্বর সংঘটিত হবে, একজন বাগ্মী বলবেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই।"

অতঃপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর কিছুদিন অপেক্ষা করতেই, বলা হল, 'ইনিই নবী।'[১৩৯]

যে বাছুর যবেহ করা হয়েছিল, সেই বাছুর থেকেই কোন জ্বিন এ ঘোষণা দিয়েছিল। তা শুনেছিলেন উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। বলা হয়, তাঁর ইসলামের গ্রহণের এটাও একটা কারণ।

কোন কোন বর্ণনা মতে এ ঘোষণা শুনেছিল ঐ জাহেলী যুগের গণক। তার নাম ছিল সাওয়াদ বিন ক্বারেব।

মানুষের জন্য জ্বিনদের সাক্ষ্য

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বাআহ হতে বর্ণিত, একদা আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে থাকবে আর স্বলাতের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চ স্বরে আযান দিয়ো। কারণ মুআয্যিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।'

আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'আমি এটি আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট শুনেছি।'[১৪০] উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আযান শুনে মুআয্যিনের জন্য কিয়ামতে জ্বিনেরা সাক্ষ্য দেবে।

ভালো-মন্দে তাদের ভিন্ন ভিন্ন স্তর

জ্বিনেদের মধ্যে অনেকে আছে, যারা পরিপূর্ণ দ্বীনদার, নেক ও ভালো লোক। কেউ তাদের থেকে কম দর্জার, কেউ নির্বোধ ও উদাস। তাদের কেউ কাফের, বরং কাফেদের সংখ্যাই বেশি। এ কথা মু'মিন জ্বিনেরা নিজেরাই স্বীকার করেছে। তারা বলেছে,

---

১৩৯. বুখারী ইফা. হা/৩৫৮৪, আপ্র. হা/৩৫৭৯, তাও. হা/৩৮৬৬

১৪০. বুখারী ইফা. হা/৫৮২, আপ্র. হা/৫৭৪, তাও. হা/৬০৯

وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا

"আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী।"[১৪১]

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে অনেকে আছে পরিপূর্ণ সৎ লোক, অনেকে আছে অসম্পূর্ণ নেক লোক। তাদের বিভিন্ন শ্রেণীভেদ আছে। মানুষের মতোই তাদেরও অবস্থা। তারা আরো বলেছিল,

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا - وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

"আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) এবং কতক সীমালংঘনকারী; সুতরাং যারা আত্মসমর্পণ করে (মুসলমান হয়), তারা নিঃসন্দেহে সত্য পথ বেছে নেয়। অপর পক্ষে সীমালংঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।"[১৪২]

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে মুসলমান আছে এবং সীমালংঘনকারী কাফেরও আছে। আর উভয়ের পরিণাম খুব স্পষ্ট।

জ্বিনদের প্রকৃতি

জ্বিনদের ভিতরে ইচ্ছাশক্তি আছে, তারা ঈমান আনতে পারে, কুফরীও করতে পারে। তাদের সে শক্তি পরিবর্তনশীলও। সুতরাং ইবলীস এক সময় বড় আবেদ থেকে ফিরিশ্‌তার দলে শামিল ছিল। অতঃপর সে মহান আল্লাহর আদেশ লংঘন করে কাফের হয়ে গেল।

সে যখন কাফের হয়ে গেল, কুফরী নিয়ে তুষ্ট হল, মন্দপ্রিয় ও মন্দপ্রার্থী হল, তখন সে নিজ কুকর্ম ও তার প্রতি দাওয়াত দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করতে লাগল। মনের নোংরামি দরুন সর্বতোভাবে নিজের কুকর্মে ব্রতী থাকল; যদিও তা শাস্তিযোগ্য কর্ম। তার মন যেন বলে, আমি মরেছি, যার জন্য মরেছি তাকে না পারলে তার বংশধরকে যথাসাধ্য মেরে ছাড়ব। আমি জাহান্নামে যাব, তাদেরকে নিয়েই যাব। সে প্রতিপালকের সামনে প্রতিজ্ঞা

১৪১. সূরা জ্বিন-৭২:১১
১৪২. সূরা জ্বিন-৭২:১৪-১৫

করল,

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

"বলল, 'তোমার ক্ষমতার শপথ! আমি অবশ্যই ওদের সকলকেই বিভ্রান্ত করব, তবে ওদের মধ্যে তোমার খাঁটি দাসদেরকে নয়।'"[১৪৩]

এইরূপ মানুষের মনও। যখন তা নোংরা হয়ে যায় এবং মেজাজ পাল্টে যায়, তখন সেই জিনিস তার আকাঙ্ক্ষিত হয়, যা তার জন্য অপকারী। সেই জিনিস পেয়ে সে পরম তৃপ্তিলাভ করে। বরং সে তা এত ভালোবাসে যে, তা এক সময় তার ঈমান, জ্ঞান, দেহ, চরিত্র ও সম্পদকে ধ্বংস করে ফেলে। আমরা মদ্য ও ধূমপায়ীদের অবস্থা সমীক্ষা করে দেখতে পারি। কেমন ঐ জিনিস দুটি তার আসক্তকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর করে, অথচ সে তা পান করে পরিতৃপ্ত হয় এবং তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না।

কোন শয়তান কি হিদায়াত পেতে পারে?

ওস্তাদজী ছাত্রদেরকে কুরআনের সবক দিচ্ছিলেন। এক ছাত্র কোন প্রয়োজনে বাইরে যেতে অনুমতি নিয়ে কুরআন খোলা রেখে বের হতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাশের ছাত্র বলে উঠল, 'এই যে, কুরআনটাকে বন্ধ করে যাও। শয়তান পড়ে নেবে যে!'

তার বন্ধ করার আগেই ওস্তাদজী বললেন, 'পড়ুক, পড়ে হিদায়াত পায় তো পাক!'

আসলেই কি শয়তান হিদায়াত পেতে পারে? না, বড় শয়তান ইবলীস কস্মিনকালেও হিদায়াত পাবে না। কারণ মহান আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী সে চিরজীবন কাফেরই থাকবে। অবশ্য সে ছাড়া অন্যান্য শয়তান হিদায়াত পেয়ে মুসলিম হতে পারে। যেহেতু হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে সঙ্গী জ্বিন নিযুক্ত নেই।" লোকেরা বলল, 'আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল!'

১৪৩. সূরা সোয়া-দ-৩৮৮২-৮৩

তিনি বললেন,

وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ

“আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন বলে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দেয় না।”[১৪৪]

অবশ্য অন্য কিছু উলামা বলেন, শয়তান মু'মিন হয় না। তাঁদের মতে হাদীসে 'আসলাম' শব্দের অর্থ 'ইসলাম গ্রহণ করেছে নয়, বরং তার অর্থ, 'আত্মসমর্পণ করেছে বা অনুগত হয়েছে।'[১৪৫]

অন্য কিছু উলামা বলেন, 'আসলাম' শব্দটি অতীত কালের ক্রিয়া নয়, বরং বর্তমান কালের ক্রিয়া। অর্থাৎ, 'আসলামা' নয়, 'আসলামু'। তার মানে, আমি নিরাপদে থাকি।[১৪৬]

তবুও যা সঠিক বলে মনে হয়, তা এই যে, শয়তান মু'মিন থেকে কাফের হতে পারে। অনুরূপ কোন শয়তান জিনের মুসলিম হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

মানুষ ও শয়তানের মাঝে শত্রুতা

মানুষ ও শয়তানের মাঝে শত্রুতা অতি প্রাচীন। তার শিকড় মাটির বহু গভীরে। এর ইতিহাস আদম সৃষ্টির সাথে জড়িত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহ যখন জান্নাতে আদমের মূর্তি তৈরি করলেন, তখন তাঁর ইচ্ছামতো কিছুদিন তাকে বর্জন করলেন। ইবলীস তার চারিপার্শ্ব ঘুরতে লাগল এবং দেখতে লাগল সেটা কী। অতঃপর সে যখন দেখল, তা ফাঁপা, তখন সে জানতে পারল, সে হবে এমন সৃষ্টি, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।”[১৪৭]

অতঃপর তাঁর দেহে 'রূহ' ফুঁকে সকল জিনিসের নাম শিখিয়ে সমগ্র ফিরিশতা-মণ্ডলীকে আদেশ করলেন আদমকে সিজদা করতে। সকল

---

১৪৪. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮৬
১৪৫. শারহে আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়্যাহ ৪৩৯পৃঃ
১৪৬. শারহুন নাওয়াবী ১৭/১৫৮
১৪৭. মুসলিম মাশা. হা/৬৮১৫

ফিরিশতাবর্গ আল্লাহর আদেশ মান্য করে তাঁকে সিজদা করলেন। কিন্তু ইবলীস (যে তখন ফিরিশতার জামাআতে শামিল ছিল এবং আসমানী ফিরিশ্‌তাবর্গের সাথে থেকে আল্লাহর ইবাদত করত। তাই আদেশ তার প্রতিও ছিল। সে) আদেশ অমান্য করল এবং সগর্বে সিজদাবনত হতে অস্বীকার করল।

আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, 'হে ইবলীস! কী হল তোর? আমি যখন সকলকে আমার দুই হস্তদ্বারা সৃষ্ট (আদম)কে সিজদা করতে আদেশ করলাম তখন তুই সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলি না। কে তোকে এতে নিবৃত্ত করল? তুই কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলি? না তুই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ?'

ইবলীস বলল, 'আমি আদম হতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। আমি কি তাকে সিজদা করব, যে মাটি হতে সৃষ্ট ? আপনি পুরাতন পরিবর্তিত শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজদা করবার নই।'

আল্লাহ বললেন, 'তাহলে নেমে যা এ স্থান হতে, এখানে থেকে অহংকার করার অধিকার তোর নেই। সুতরাং বের হয়ে যা, তুই অধমদের অন্তর্ভুক্ত, বিতারিত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোর প্রতি অভিশাপ রইল।'

ইবলীস বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন।'

আল্লাহ তাআলা বললেন, 'অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে, তাদের তুই অন্তর্ভুক্ত হলি।'

ইবলীস বলল, 'আপনার মাহাত্ম্যের শপথ! আপনার বিশুদ্ধচিত্ত খাঁটি বান্দা ছাড়া আমি সকলকে অবশ্যই ভ্রষ্ট করব।' আপনি যে আমার সর্বনাশ করলেন তার শপথ! আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্ম (ও দুনিয়া)কে শোভন করে তুলব এবং তাদের সকলের সর্বনাশ সাধন করব। আপনি আমার সর্বনাশ করলেন তার প্রতিশোধে আমিও আপনার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসবই এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। বলুন, কেন ওকে আমার উপর মর্যাদা

দান করলেন? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরকে সমূলে নষ্ট ও ভ্রষ্ট করে ছাড়ব।'

আল্লাহ বললেন, 'বের হয়ে যা এখান হতে নিকৃষ্ট ও বিতাড়িত অবস্থায়। এটাই আমার নিকট পৌঁছনর সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা থাকবে না। আমি সত্য এবং সত্যই বলছি, তোর দ্বারা এবং তোর অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম অবশ্যই পূর্ণ করব। জাহান্নামই তোদের সম্যক্ শাস্তি। আর তুই তোর আহবানে যাকে পারিস্ সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক-বাহিনী দ্বারা ওদেরকে আক্রমণ কর এবং ওদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে অংশী হয়ে যা এবং ওদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। (আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি তো ছলনা মাত্র)। আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই।'

অতঃপর আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর পঞ্জরাস্থি হতে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করে আল্লাহপাক উভয়কে আদেশ করলেন, 'তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। নচেৎ তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হে আদম! এ (শয়তান) তোমার এবং তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ কষ্ট পাবে। তোমার জন্য এটিই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং উলঙ্গ হবে না। আর সেখানে পিপাসার্ত ও রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।'

অতঃপর শুরু হল আদমের প্রতি শয়তানের হিংসা ও শত্রুতা। তাদের গোপন লজ্জাস্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অবিনশ্বর রাজ্যের কথা বলে দেব না? পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা চিরস্থায়ী হও---এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' শয়তান উভয়ের নিকট কসম করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।'

এভাবে সে তাঁদেরকে প্রতারিত করল। তাঁদের পদস্খলন ঘটিয়ে সেখান হতে তাদেরকে বের করতে কৃতার্থ হল। সুতরাং যখন তাঁরা সেই বৃক্ষ (ফলে)র আস্বাদ গ্রহণ করলেন, তখন তাঁদের লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তাঁরা জান্নাতের পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করিনি? শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু আমি কি তা তোমাদেরকে বলিনি ?’

অতঃপর আদম (আলায়হিস সালাম) আল্লাহর নিকট হতে কিছু বাণীপ্রাপ্ত হলেন। তাঁরা বললেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।’[১৪৬]

আল্লাহপাক তাঁর প্রতি ক্ষমাশীল হলেন ও তাঁকে হিদায়াত করলেন। বললেন, ‘তোমরা সকলেই এখান হতে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। সেখানেই তোমরা জীবন-যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে। সেখানে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সেই নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না, বিপদগামী এবং দুর্দশাগ্রস্ত হবে না। কিন্তু যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে ও মিথ্যা জানবে তারাই হবে দোযখবাসী এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।’[১৪৮]

শয়তান থেকে রহমানের সতর্কবার্তা

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ আমাদেরকে বহুবার শয়তান সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। যেহেতু তার ফিতনা বিশাল, বিভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট করতে সে বড় সুদক্ষ, তার সেই একমাত্র কাজে নিরলস তার প্রচেষ্টা। সে মানুষের প্রকাশ শত্রু, অথচ সম্মুখ সমরে তাকে দেখা যায় না। শত্রুতা করার

---

১৪৮. সূরা আল বাক্বারাহ-২:৩০-৩৯, সূরা আল আ’রা-ফ-৭:১১-২৫, সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬১-৬৫, সূরা ত্বহা-২০:১১৫-১২৬, সূরা সোয়া-দ-৩৮৭১-৮৫

সময়েও অতি সহজে তা বুঝা যায় না। মানব মনের মণিকোঠায় অনুপ্রবেশ করে এবং গোপনে ফুস্‌মন্ত্র দিয়ে কেটে পড়ে! মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

“হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত করে) জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।”[১৪৯]

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

“শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।”[১৫০]

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”[১৫১]

শয়তানের এ শত্রুতা যেমন আদি, তেমনি চিরন্তন। কারণ সে জানে, তার বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হওয়া এবং জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার

---

১৪৯. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২৭

১৫০. সূরা ফাত্বির-৩৫:৬

১৫১. সূরা আন নিসা-৪:১১৯

একমাত্র কারণ হল আমাদের পিতা আদম (আলায়হিস সালাম)। তাই যথাসাধ্য সে বদলা নেবে আমাদের নিকট থেকে। সে সময়ই সে বলেছিল,

أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً

'বল, এই যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দান করলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই আয়ত্তে করে নেব।'[১৫২]

কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা নিজেদের আত্মা ও মনের নানা মন্দ দিক জানে, অথচ শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাদের চরম শত্রুর পরিচয় জানতে। শত্রু সম্বন্ধে উদাসীন থাকলে অতর্কিতে আক্রমণ তো হতেই পারে।

শয়তানের লক্ষ্যসমূহ

* তার দূরবর্তী লক্ষ্য

শয়তানের প্রধান ও দূরবর্তী মাত্র একটাই লক্ষ্য আছে, আর তা হল পথ ভুলিয়ে পরিশেষে মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।"[১৫৩]

* তার নিকটবর্তী লক্ষ্য

দূরবর্তী লক্ষ্য পূরণের জন্য তার বহু নিকটবর্তী লক্ষ্য আছে। যেমন-

১। মানুষকে শির্ক ও কুফরীতে নিপতিত করা।

এর জন্য সে নানাভাবে মানুষকে দাওয়াত দিতে থাকে। মানুষকে প্রতিপালক আল্লাহ, তাঁর রসূল ও শরীয়ত সম্বন্ধে সন্দিহান করে কুফরীতে

---

১৫২. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬২
১৫৩. সূরা ফাত্বির-৩৫:৬

আলিপ্ত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

"(ওরা) শয়তানের মতো, যে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর।' অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"[১৫৪] ইয়ায বিন হিমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুতবা দিয়ে বললেন,

أَلاَ إِنَّ رَبِّى أَمَرَنِى أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلاَلٌ، وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِى مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

"শোনো! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন যে, তিনি আমাকে আজকের দিন যা শিখিয়েছেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে তা শিক্ষা দিই, যা তোমাদের অজানা। (তিনি বলেছেন,) প্রত্যেক সেই সম্পদ যা আমি কোন বান্দাকে দান করেছি, তা তার জন্য হালাল। (সে নিজে তা হারাম করতে পারে না।) নিশ্চয় আমি আমার সকল বান্দাগণকে একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তানদল এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের জন্য তা হারাম করেছে, যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি এবং তাদেরকে আদেশ করেছে, যাতে তারা সেই জিনিসকে আমার সাথে শরীক করে, যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।"[১৫৫]

২। মানুষকে পাপ ও অবাধ্যাচরণে লিপ্ত করা।

যখন শয়তান কোন মানুষকে কুফরী বা শির্কে লিপ্ত না করতে পারে,

১৫৪. সূরা হাশর-৫৯ ১৬

১৫৫. মুসলিম মাশা. হা/৭৩৮৬

তাহলে সে নিরাশ হয় না। মানে কম হলেও তাকে বিভিন্ন পাপ ও অবাধ্যাচরণে লিপ্ত করে। নানা প্রলোভন ও প্ররোচনা দিয়ে মানুষকে খুন, ব্যভিচার, সূদ, ঘুস, চুরি, ডাকাতি, মদ, গান-বাজনা ইত্যাদিতে জড়িয়ে ফেলে।

একই সাথে বহু মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য মনুষ্য সমাজে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছড়ায়। নবী ﷺ তাঁর বিদায়ী ভাষণে বলেছেন,

أَلا وَإِن الشَّيْطَان قد أيس أَن يُعبَدَ فِي بِلَادكُمْ هَذِه أَبَداً ، وَلَكِن سَتَكُون لَهُ طَاعَة فِيمَا تَحْتَقِرُونَ من أَعمالكُم فسيرضى بِهِ

"সাবধান! শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, তোমাদের এই দেশে কখনও তার উপাসনা করা হবে। তবে তোমরা তোমাদের যে কর্মকে তুচ্ছ গণ্য কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে। আর তা নিয়েই সে তুষ্ট হবে।"[১৫৬] তিনি আরো বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

"নিশ্চয় শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে মুস্বল্লীরা তার উপাসনা করবে। তবে সে তাদের মাঝে উস্কানি দিতে সক্ষম হবে।"[১৫৭]

শয়তান মানুষের মনে উস্কানি দিয়ে ফিতনা ও গৃহযুদ্ধ বাধায়। এর জন্য সে অসীলাও ব্যবহার করে। মদ ও জুয়ার মাধ্যমে মানুষের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ

১৫৬. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২১৫৯
১৫৭. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮১

وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?"[১৫৮]

শয়তান প্রত্যেক মন্দ ও অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আদেশ দেয় বিনা ইল্‌মে যাচ্ছেতাই বলতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল।"[১৫৯]

মোট কথা, প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ যা আল্লাহর নিকট পছন্দ, তা শয়তানের নিকট অপছন্দ এবং প্রত্যেক সেই কথা ও কাজ যা আল্লাহর নিকট অপছন্দ, তা শয়তানের নিকট পছন্দ।

কীভাবে শয়তান মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে?

শয়তানের কাজ কেমন? শয়তান কীভাবে বিরাট ফাসাদ লাগিয়ে দেয়? এক ছাত্র তার ওস্তাযকে এই প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেওয়ার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়ে এক মিষ্টির দোকানে গেলেন। মিষ্টির অর্ডার দিয়ে উত্তর বলতে শুরু করলেন, "শয়তানের কাজ ছোট্ট কিছু লাগিয়ে দেওয়া, অতঃপর তার থেকে শুরু হয় বিরাট হাঙ্গামা। যেমন ছোট্ট একটি অঙ্গার টুকরা একটি গ্রাম বা শহর বা বিরাট জঙ্গল ছারখার করতে পারে, তেমনি শয়তানের সামান্য চক্রান্তও বিরাট ধ্বংস-লীলা আনতে পারে।"

অতঃপর মিষ্টি এসে গেলে আঙ্গুলের ডগায় একটু মিষ্টির ঝোল নিয়ে বললেন, "দেখ, চেয়ারে বসে দেওয়ালে মিষ্টির একটু রস লাগিয়ে দিলাম। এবার কী ঘটে দেখ।"

কিছু পর ঐ রসে কিছু মাছি এসে বসল। তা দেখে টিকটিকি এল মাছি

১৫৮. সূরা মায়িদাহ-৫:৯০-৯১
১৫৯. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১৬৯

ধরতে। এক ক্রেতার পোষা কুকুর গেল সেই টিকটিকিকে ধরতে। ঘুরে পড়ে গেল মিষ্টির গামলায়। তা দেখে ময়রা চিৎকার করে কুকুরটিকে মারতে শুরু করল। তা দেখে কুকুর-ওয়ালা বাধা দিলে বাগ্‌বিতণ্ডা হতে হতে হাতাহাতি, লাঠালাঠি ও শেষে থানা-পুলিস হয়ে গেল।

অতএব দেওয়ালে মিষ্টির রস লাগানোর মত ছোট্ট কাজ ঐ শয়তানের। দাঙ্গা বাধাবার জন্য তাকে বড় কিছু করতে হয় না। গ্রামাঞ্চলে একটা মুরগী, হাঁস বা ছাগল-গরুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে, খুনাখুনিও হয়। শয়তান তিলকে তাল ও পরে বেতাল করে পরিস্থিতি। নগণ্য ইন্ধন দিয়েই সে সংসার ভাঙ্গে, গ্রাম ভাঙ্গে, সমাজ ভাঙ্গে, মসজিদ ও মাদ্রাসা ভাঙ্গে (একটা থেকে দুটো হয়), জামাআত ভাঙ্গে, দেশ ভাঙ্গে ও জাতি ভাঙ্গে।

কিন্তু জ্ঞানীরা যদি ধৈর্যের সাথে শুরুতেই শয়তানের চক্রান্তকে প্রতিহত করে, তাহলে এত বাড়াবাড়ি ও পরে মারামারি আর হয় না।

৩। বিদআতে আলিপ্ত করা

শয়তান যখন মু'মিনকে আল্লাহর ইবাদতে বাধা দিতে সক্ষম হয় না, তখন তার ইবাদতকেই নষ্ট করার চেষ্টা করে। হয় তাতে 'রিয়া' (লোকপ্রদর্শন) ঢুকিয়ে দেয়, না হয় তাতে বিদআত প্রবিষ্ট করে। আর তার কাছে পাপের চাইতে বিদআতই বেশি পছন্দনীয়। যেহেতু তাতে ক্ষতি হয় দ্বীনের। সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'ইবলীসের নিকট পাপ অপেক্ষা বিদআত বেশি পছন্দনীয়। যেহেতু পাপ থেকে তওবা (আশা) করা যায়। কিন্তু বিদআত থেকে তওবার (আশা) করা যায় না।'[১৬০]

যেহেতু বিদআতী বিদআত করে ইবাদত মনে করেই। তাহলে সে তওবা করবে কেন?

৪। আল্লাহর আনুগত্য করতে বাধা দেওয়া

শয়তান মুসলিমকে কেবল কুফরী, পাপ ও বিদআতের দিকেই আহবান করে না, বরং সে তাকে যে কোন কল্যাণময় কাজ করতে বাধা দেয়। সুতরাং যখনই বান্দা কোন ভালো কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তখনই শয়তান তাতে কোন না কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কল্যাণের পথ থেকে তাকে অন্য পথে সরিয়ে নিয়ে যায়।

১৬০. ই'তিক্বাদু আহলিস সুন্নাহ ২৩৮

নবী ﷺ বলেছেন, "শয়তান (মুসলিম) আদম-সন্তানের বিভিন্ন পথে বসে বাধা সৃষ্টি করে। তার ইসলামের পথে বসে বাধা সৃষ্টি করে এবং বলে, 'তুমি মুসলমান হবে? তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?' কিন্তু সে তার বাধা লংঘন করে মুসলমান হয়।

অতঃপর সে তার হিজরতের পথে বসে বাধা সৃষ্টি করে এবং বলে, 'তুমি হিজরত করবে? তোমার দেশ ও পরিবেশ ত্যাগ করবে? আরে হিজরতকারী হল রশিতে বাঁধা ঘোড়ার মতো।' কিন্তু সে তার বাধা অমান্য করে হিজরত করে।

অতঃপর জিহাদের পথে বসে তাকে বাধাপ্রাপ্ত করে এবং বলে, 'তুমি জিহাদ করবে? তাতে তো জান-মালের ক্ষতি হবে। যুদ্ধে গেলে তুমি নিহত হবে। তখন তোমার স্ত্রীকে অন্য কেউ বিয়ে করবে, তোমার মাল-সম্পত্তি বন্টিত হবে।' কিন্তু বান্দা তার বাধা অগ্রাহ্য করে এবং জিহাদ করে।

সুতরাং যে এমনটি করে, সে আল্লাহর কাছে এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে নিহত হয়, সে আল্লাহর কাছে এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ডুবে মারা যায়, সে আল্লাহর কাছে এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এবং যাকে তার সওয়ারী আছাড় মেরে ফেলে হত্যা করে, সেও আল্লাহর কাছে এ অধিকার পায় যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১৬১] শয়তান যে এমন আচরণ করে, তার সমর্থন রয়েছে আল্লাহর কিতাবে উল্লিখিত তার কৃত প্রতিজ্ঞায়,

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

সে বলল, 'যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব; অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং

---

১৬১. নাসাঈ মাপ্র. হা/২৯৩৭, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/২৯৭৯

তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।'[১৬২]

মহান আল্লাহর সরল পথ কী?
ইবনে আব্বাস বলেছেন, 'তা হল স্পষ্ট দ্বীন।'
ইবনে মাসঊদ বলেছেন, 'তা হল আল্লাহর কিতাব।'
জাবের বলেছেন, 'তা হল ইসলাম।'
মুজাহিদ বলেছেন, 'তা হল হকপথ।'

সে যাই হোক, শয়তান প্রত্যেক পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং মানুষকে সে পথে চলতে বাধা দান করে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন-

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও।[১৬৩]

৫। ইবাদত নষ্ট করা

ইবাদতে বাধা দিতে সফল না হলে শয়তান যেমন ইবাদতে বিদআত সৃষ্টি করে, তেমনি আবেদের মনে নানা কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে ইবাদতকে নষ্ট করে ফেলে। যাতে সে ইবাদতের সওয়াবই না পায়!

উষমান বিন আবুল আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার ও আমার স্বলাত এবং

---

১৬২. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১৬-১৭
১৬৩. সূরা আনআম-৬:১৫৩, আহমাদ, হাকেম, মিশকাত হাএ. হা/১/৫৯

ক্বিরাআতের মাঝে অন্তরাল ও গোলমাল সৃষ্টি করে। (বাঁচার উপায় কী?)' তিনি বললেন,

ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا

"ওটা হল 'খিনযাব' নামক এক শয়তান। সুতরাং ঐরূপ অনুভব করলে তুমি আল্লাহর নিকট ওর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো এবং তোমার বাম দিকে ৩ বার থুথু মেরো।" উষমান বলেন, এরূপ করলে আল্লাহ আমার নিকট থেকে শয়তানের ঐ কুমন্ত্রণা দূর করে দেন।[১৬৪]

সুতরাং মুস্বল্লী নামাযে মনোনিবেশ করলে শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণা দেয়, আল্লাহর ইবাদত থেকে তার একাগ্রতা, মনোযোগিতা ও একনিষ্ঠতা কেড়ে নেয়। আল্লাহর স্মরণের জায়গায় দুনিয়ার স্মরণ এনে দেয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا نُودِيَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى

"স্বলাতের জন্য আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে এত দূরে পালায়, যেখানে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামত শুরু হলে পুনরায় পালায়। ইকামত শেষ হলে মুস্বল্লীর কাছে এসে তার মনে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা আনয়ন করে বলে, 'এটা মনে কর, ওটা মনে কর।' এইভাবে মুস্বল্লীর যা মনে ছিল না, তা মনে করিয়ে দেয়। এর ফলে মুস্বল্লী শেষে কত রাকআত স্বলাত পড়ল, তা জানতে পারে না।"[১৬৫]

এর মাধ্যমে অবশ্য শয়তান বান্দার উপকারও করে। তবে যে পরিমাণ উপকার করে, তার শতগুণ পরিমাণ তার ক্ষতি করে বসে।

---

১৬৪. মুসলিম মাশা. হা/৫৮৬৮

১৬৫. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২/৩১৩, বুখারী তাও. হা/৬০৮, মুসলিম মাশা. হা/১২৯৬, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী

ছোট শিশুর হাতে যদি একটি ১০ টাকার নোট থাকে এবং কোন চালাক ছেলে যদি তা ৫টি এক টাকার বিনিময়ে নিতে চায়, তাহলে শিশু মনে করে ছেলেটি তার উপকার করছে এবং একটার বিনিময়ে ৫টা টাকা দিচ্ছে। কিন্তু সে জানে না যে, এই বাহ্যদৃষ্টির বেশি বিনিময়ে সে তার নিকট থেকে বেশিটাই হরণ করে নিচ্ছে।

হাসান বিন সালেহ বলেছেন, "মানুষের জন্য একটি মাত্র অকল্যাণের দরজা খোলার উদ্দেশ্যে শয়তান তার জন্য ৯৯টি কল্যাণের দরজা খুলে দেয়!"[১৬৬]

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাল্লাহ)র নিকটে এসে অভিযোগ করল, 'কিছুদিন আগে আমি আমার বাড়ি বা বাগানের এক জায়গায় কিছু মোহর পুঁতে রেখে বিদেশে গিয়েছিলাম, এখন সে জায়গা মনে পড়ছে না। কী করা যায়?'

তিনি বললেন, 'তুমি আজ সারা রাত নফল স্বলাত পড়।'

সে এশার স্বলাতের পর স্বলাত পড়তে শুরু করলে প্রথম রাকআতেই তার স্মরণ হয়ে গেল, অমুক জায়গায় তার মোহরের হাঁড়ি পোঁতা আছে।

সকালে এসে ইমামকে সে কথা বললে তিনি বললেন, 'আমি জানতাম, শয়তান তোমাকে সারা রাত স্বলাত পড়তে দেবে না।'

সুতরাং শয়তান তার বড় উপকার করল, কিন্তু তাকে বৃহৎ সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে দিল।

একবার আসরের সময় এক মসজিদে ইমাম সাহেবের সালাম ফেরার পর মতভেদ হল, স্বলাত তিন রাকআত হয়েছে, নাকি চার রাকআত? এক মুসল্লী গ্যারান্টি দিয়ে বলল, 'আমি সিওর, স্বলাত তিন রাকআত হয়েছে।' লোকেরা বলল, 'সিওর কীভাবে তুমি?'

সে বলল, 'আমার চারটি দোকান। প্রত্যেক দিন আসরের নামাযে প্রত্যেক রাকআতে একটি দোকানের হিসাব মিলাই। আজ মাত্র তিনটি দোকানের হিসাব মিলিয়েছি। আর তার মানেই স্বলাত তিন রাকআত হয়েছে!' অধিকাংশ মুস্বল্লীর স্বলাতের এই অবস্থা। শয়তান মুস্বল্লীর স্বলাতের অংশ কেটে নেয়। মুস্বল্লীর মনে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা আনয়ন করে

১৬৬. তালবীসু ইবলীস ১/৫১

স্বলাতের সওয়াব কমিয়ে দেয়। আর এ জন্যই নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّيْ الصَّلاَةَ ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا ، تُسْعُهَا ، ثُمْنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا

অর্থাৎ, বান্দা নামায পড়ে। কিন্তু তার কেবলমাত্র দশ ভাগের একভাগ, নয় ভাগের একভাগ, আট ভাগের একভাগ, সাত ভাগের একভাগ, ছয় ভাগের একভাগ, পাঁচ ভাগের একভাগ, চার ভাগের একভাগ, তিন ভাগের একভাগ অথবা অর্ধেক সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।[১৬৭]

মুস্বল্লীর সামনে বেয়ে অতিক্রম

শয়তান চায় মুস্বল্লীর নামায নষ্ট করতে। বিনা সুতরায় নামায পড়লে এবং তার সামনে বেয়ে সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে কেউ পার হয়ে গেলে তার স্বলাত বাতিল হয়ে যায়। এই জন্য মুস্বল্লীর উচিত, তার সামনে বেয়ে কাউকে পার হতে না দেওয়া। কেউ ইঙ্গিত না মানলে তার সাথে বল প্রয়োগ করা। কিন্তু শয়তান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে সে মুস্বল্লীর সামনে বেয়ে অতিক্রম করে। যাতে মুস্বল্লীর নামায নষ্ট হয়ে যায়।

নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ সামনে সুতরাহ রেখে নামায পড়লে এবং কেউ তার ঐ সুতরার ভিতর দিয়ে পার হতে চাইলে সে যেন তার বুকে ঠেলে পার হতে বাধা দেয় ও যথাসম্ভব রুখতে চেষ্টা করে।" এক বর্ণনায় আছে, "তাকে যেন দু' দু' বার বাধা দেয়। এর পরেও যদি সে মানতে না চায় (এবং ঐ দিকেই পার হতেই চায়) তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, (বাধাদান সত্ত্বেও যে বাধা মানে না) সে তো শয়তান।"[১৬৮]

তিনি বলেন, "সুতরাহ ছাড়া নামায পড়ো না। কাউকে তোমার সামনে বেয়ে পার হতেও দিয়ো না। (সুতরার ভিতর বেয়ে যেতে) সে যদি মানা না মানে, তবে তার সাথে লড়। কারণ, তার সাথে শয়তান আছে।"[১৬৯]

১৬৭. আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব লিল আলবানী মাশা. হা/৫৩৭
১৬৮. বুখারী ইফা. হা/৪৮৫, আপ্র. হা/৪৭৯, তাও,. হা/৫০৯, মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, মিশকাত, হা/৭৭৭
১৬৯. সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. হা/৮০০

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জুমআর দিন একটি থামকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে বানী উমাইয়ার এক ব্যক্তি তাঁর ও থামের মাঝ বেয়ে পার হতে গেলে তিনি তাকে বাধা দিলেন। কিন্তু লোকটি পুনরায় পার হওয়ার চেষ্টা করল। তিনি তার বুকে এক থাপ্পড় দিলেন। লোকটি মদীনার গভর্নর মারওয়ানের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। মারওয়ান আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বললেন, 'আপনি আপনার ভাইপোকে মেরেছেন কী কারণে?' আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, 'আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কিছুকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়ে, অতঃপর কেউ তার ঐ সুতরার ভিতর দিয়ে পার হতে চায়, তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। এতেও যদি সে না মানে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, সে তো শয়তান।" সুতরাং আমি শয়তানকেই তো মেরেছি![১৭০]

"কারণ, সে তো শয়তান।" অর্থাৎ, তার এ কাজ শয়তানের কাজ।

অথবা তাকে এ কাজে উদ্বুদ্ধকারী হল শয়তান।

অথবা তার সাথে আছে শয়তান।

অথবা তার সাথে আছে 'ক্বারীন' (শয়তান)।[১৭১]

রহমানের অবাধ্যতা মানেই শয়তানের আনুগত্য

যখনই কোন বান্দা মহান প্রতিপালকের অবাধ্যতা করে, তখনই সে আসলে শয়তানের আনুগত্য করে। গায়রুল্লাহর ইবাদত করলে, সে ইবাদত হয় আসলে শয়তানের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا - لَّعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

---

১৭০. বুখারী ইফা. হা/৪৮৫, আপ্র. হা/৪৭৯, তাও,. হা/৫০৯, মুসলিম, ইবনে খুযাইমা, মিশকাত, হা/৭৭৭, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. হা/৮১৭

১৭১. মুসলিম মাশা. হা/১১৫৮

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) আহবান করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই।"[১৭২]

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি কোন প্রতিমা, মাযার, সূর্য, চন্দ্র, মনের খেয়াল-খুশী, নেতা-বুযুর্গ অথবা মতবাদের পূজা করে, সে আসলে শয়তানেরই পূজা করে, সে এ কথা মানুক, চাহে না মানুক। শয়তানই তার পূজা গ্রহণ করে। কারণ, সেই এ পূজায় উদ্বুদ্ধকারী ও আদেশদাতা। এই জন্য ফিরিশ্তার উপাসকদল আসলে শয়তানেরই উপাসক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

"যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?' ফিরিশতারা বলবে, 'তুমি পবিত্র মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়। বরং ওরা তো পূজা করত জ্বিনদের এবং ওদের অধিকাংশই ছিল তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী।"[১৭৩]

অর্থাৎ, ফিরিশ্তাগণ তাদেরকে এ উপাসনার আদেশ দেননি। আসলে আদেশ দিয়েছে জ্বিন, যাতে তারা শয়তানদের পূজা করে, যারা প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্তার নামে পূজাগ্রহণকারী। যেমন প্রত্যেক পূজ্য প্রতিমার সাথে থাকে শয়তান।

মোট কথা হল, শয়তান প্রত্যেক মন্দ ও অমঙ্গলের আদেশ ও উৎসাহ দেয় এবং প্রত্যেক ভালো ও মঙ্গলে বাধা সৃষ্টি করে ও ভয় দেখায়। যাতে মানুষ প্রথমটা বরণ করে এবং দ্বিতীয়টা বর্জন করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ

---

১৭২. সূরা আন নিসা-৪:১১৭-১১৮
১৭৩. সূরা সাবা-৩৪:৪০-৪১

وَفَضْلاً وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।"[১৭৪]

"দারিদ্র্যের ভয় দেখায়" মানে সে বলে, 'দান করলে গরীব হয়ে যাবে।' "জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়" মানে প্রত্যেক নোংরা কাজ, যেমন কৃপণতা, ব্যভিচার ইত্যাদিতে প্ররোচিত করে।

৬। মানুষকে শারীরিক ও মানসিক কষ্টদান

শয়তান যেমন মানুষকে ভ্রষ্ট করে কুফরী, বিদআত ও পাপাচরণে লিপ্ত করে, তেমনি তাকে শারীরিক ও মানসিক যাতনা দিয়ে আনন্দ পায়। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, আমরা এখানে তার কিছু উদ্ধৃত করব।

(ক) রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর হামলা

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, শয়তান হাতে অগ্নিশিখা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখে ছুড়তে চেয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তা প্রতিহত করেছিলেন এবং শয়তানকে তাঁর আয়ত্তাধীন করে দিয়েছিলেন।

(খ) দুঃস্বপ্ন, কুস্বপ্ন ও স্বপ্নদোষ শয়তানের পক্ষ থেকে

স্বপ্ন সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে:

- ১. মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে,
- ২. শয়তানের পক্ষ থেকে
- ৩. মনের খেয়ালী কল্পনা।

এ কথা বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

الرُّؤْيَا ثَلَاثَةٌ فَبُشْرَى مِنْ اللهِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ

"স্বপ্ন হল তিন প্রকারঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, মনের কল্পনা এবং শয়তানের ভীতিপ্রদর্শন।"[১৭৫]

---

১৭৪. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২৬৮

১৭৫. মুসনাদে আহমাদ, মাশা. হা/৯১২৯, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৯০৬

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "শয়তানের পক্ষ থেকে ভয়ানক স্বপ্ন, যার দ্বারা সে আদম-সন্তানকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে থাকে।"[১৭৬] তিনি আরো বলেছেন,

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللهِ فَلْيَحْمَدْ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ

"তোমাদের কেউ যখন কোন এমন স্বপ্ন দেখবে, যা সে পছন্দ করে, তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তা অপরের নিকট বর্ণনা করে। পক্ষান্তরে যদি এ ছাড়া অন্য কিছু দেখে, যা সে অপছন্দ করে, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং সে যেন তার মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তা অপরের নিকট বর্ণনা না করে। কারণ তা তার কোন ক্ষতি করবে না।"[১৭৭]

(গ) বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া

মু'মিনের কষ্টতে শয়তানের আনন্দ। এমনকি সুযোগ মতো তার বাড়িতে আগুন ধরিয়েও আনন্দ পায়। যদি সে সেই সময় আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অসমীচীন কথা বলে, তাহলে তাতেই তার লাভ।

এই জন্য শোবার সময় আগুন ছেড়ে রাখতে হয় না। বিশেষ করে তেলের প্রদীপ, মশা তাড়াবার জন্য খড়ের ধুঁয়া ইত্যাদি। কারণ শয়তান সুযোগ বুঝে ইঁদুর ইত্যাদির সাহায্যে বড় অগ্নিকান্ড ঘটাতে পারে। এই জন্য নবী ﷺ বলেছেন,

غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلٰى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلٰى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ

"(রাত্রে ঘুমাবার আগে) তোমরা পাত্র ঢেকে দাও, পানির মশকের মুখ বেঁধে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, প্রদীপ নিভিয়ে দাও। কেননা, শয়তান

---

১৭৬. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৯০৭

১৭৭. বুখারী ইফা. হা/৬৫১৪, আপ্র. হা/৬৫০১, তাও. হা/৬৯৮৫, ৭০৪৫

মুখ বাঁধা মশক খুলে না, বন্ধ দরজাও খুলে না এবং পাত্রের ঢাকনাও উন্মুক্ত করে না। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি পাত্রের মুখে 'বিসমিল্লাহ' বলে আড় করে রাখার জন্য কেবল একটি কাষ্ঠখন্ড ছাড়া অন্য কিছু না পায়, তাহলে সে যেন তাই করে। কারণ ইঁদুর ঘরের লোকজনসহ ঘর পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।"[১৭৮] অন্য এক বর্ণনায় আছে,

إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هٰذَا فَتَحْرِقَكُمْ

"যখন তোমরা ঘুমাতে যাবে, তখন বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ো। কারণ শয়তান (ইঁদুর) এর মতো কিছুকে (বাতি) এর প্রতি পথনির্দেশ করে তোমাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলবে।"[১৭৯]

(ঘ) সংসারে আগুন লাগায় শয়তান

বাইরের আগুন ধরানোর চাইতে মনের আগুন ধরাতে বেশি দক্ষ ইবলীস শয়তান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ। তারা যেমন অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করে এবং তার জন্য কোটনা ও দূতী সাজে, তেমনি বৈধ প্রেম-ভালোবাসাকে নষ্ট ও ধ্বংস করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মনে নানা লোভ, সন্দেহ, অনীহা, অহংকার, অভিমান ও রাগ-বিরাগ সৃষ্টি করে। পরিশেষে তা বিবাহ-বিচ্ছেদ পর্যন্তও পোঁছে দেয় তারা। এমনিতেই নারী দুর্বল, তার উপর সে বঙ্কিম পঞ্জরাস্থি থেকে সৃষ্ট, তাই প্রকৃতিতে সে টেরা। আর তার উপরে শয়তানী প্ররোচনা পেলে আগুনে ঘৃতাহুতি হয়। আর সে আগুনে জ্বলে ছারখার হয়ে যায় পবিত্র বন্ধনের নির্মল ভালোবাসার বহু সুখের সংসার। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ،

১৭৮. মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৪
১৭৯. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৫২৪৯

فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ

"ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান-সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, 'হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ!)"[১৮০]

(ঙ) মৃত্যুর সময়ও শয়তান পিছন ছাড়ে না

সব ভালো তার, শেষ ভালো যার। তাই শয়তান চায়, শেষকালে যদি মুসলিমকে বিভ্রান্ত করতে পারে, তাহলে তার দলে একটি লোক বৃদ্ধি পাবে। তাই মরণকালে তার কাছে এসে শয়তানী স্পর্শ করে, যাতে সে কষ্ট পেয়ে কোন খারাপ কথা বলে এবং তার ফলে তার জীবনের গতিবিধি পাল্টে যায়! এ জন্যই নবী ﷺ মহান প্রতিপালকের নিকট দু'আ করে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَالْهَدَمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِراً، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغاً

অর্থঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পড়ে যাওয়া, ভেঙ্গে (চাপা) পড়া, ডুবে ও পুড়ে যাওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মৃত্যুকালে শয়তানের স্পর্শ থেকে, তোমার পথে (জিহাদে) পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে মরা থেকে এবং সর্পদষ্ট হয়ে মরা থেকেও আমি তোমার নিকট পানাহ চাচ্ছি।[১৮১]

(চ) জন্মের সময় সদ্যোজাত শিশুকে স্পর্শ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শয়তান প্রত্যেক শিশুকে স্পর্শ করে এবং খোঁচা

১৮০. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮৪
১৮১. আবূ দাঊদ আলএ. হা/১৫৫২, নাসাঈ মাপ্র. হা/৫৫৩১

দিয়ে কষ্ট দেয়। নবী ﷺ বলেছেন,

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا

"মারয়্যাম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত প্রত্যেক আদম-সন্তান (শিশু)কে তার মা যেদিন ভূমিষ্ঠ করে, সেদিন শয়তান তাকে স্পর্শ করে।"[১৮২] অন্য এক বর্ণনায় আছে,

كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ

"প্রত্যেক আদম-সন্তানের জন্মের সময় তার দুই পাঁজরে শয়তান নিজ আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। তবে ঈসা বিন মারয়্যামকে মারেনি। তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়ে সে পর্দায় খোঁচা মেরেছিল।"[১৮৩] আর এক বর্ণনায় আছে,

مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا

"এমন কোন নব জাতক আদম-সন্তান নেই, যাকে তার জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। সে সময় সে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। তবে মারয়্যাম ও তাঁর সন্তানের কথা স্বতন্ত্র।" এর কারণ উম্মে মারয়্যাম বলেছিলেন,

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"(হে আমার প্রতিপালক!) অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার পানাহ দিচ্ছি।"[১৮৪]

উম্মে মারয়্যামের উক্ত দু'আ মহান প্রতিপালক কবুল করেছিলেন, তাই শয়তান তাঁর শিশুকন্যা এবং সেই কন্যার সন্তানকে স্পর্শ করতে ও কষ্ট দিতে পারেনি।

হাদীসে আছে, "মহান আল্লাহ তাঁর নবীর জবানে আম্মার বিন ইয়াসির

---

১৮২. মুসলিম মাশা. হা/৬২৮৪
১৮৩. বুখারী ইফা. হা/৩০৫৩, আপ্র. হা/৩০৪৪, তাও. হা/৩২৮৬
১৮৪. সূরা আলে ইমরান-৩:৩৬, বুখারী তাও. হা/৩৪৩১

ﷺ কে শয়তান থেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।"[১৮৫]

(ছ) প্লেগ রোগ আসে জ্বিনদের কারণে

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَخزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الجِنِّ وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ

"আমার উম্মতের ধ্বংস রয়েছে যুদ্ধ ও প্লেগ রোগে; আর তা হল জ্বিন জাতির তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর উভয়ের মধ্যেই রয়েছে শহীদের মর্যাদা।"[১৮৬]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "প্লেগ রোগ হল জ্বিন জাতির তোমাদের দুশমনদের খোঁচা। আর তা হল তোমাদের জন্য শহীদী মরণ।"[১৮৭]

আল্লাহর নবী আইয়ূব এর যে ব্যাধি হয়েছিল, তা আসলে ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

"স্মরণ কর, আমার দাস আইয়ুবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে।"[১৮৮]

(জ) মহিলাদের অতিরিক্ত রক্তঃক্ষরণ

মহিলাদের মাসিক যথানিয়মে প্রত্যেক মাসে একবার করে আসে। কিন্তু কোন কোন সময় তা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে এবং অতিরিক্ত খুন আসতে থাকে। শরয়ী পরিভাষায় একে 'ইস্তিহাযাহ' বলে। এটা একটা স্ত্রীরোগ। এ রোগ সৃষ্টি করে শয়তান। নবী ﷺ হামনা বিনতে জাহ্‌শকে বলেছিলেন,

إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ من رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ

"এ হল আসলে শয়তানের (লাথি) পদাঘাতের পরিণাম।"[১৮৯]

---

১৮৫. বুখারী ইফা. হা/৩০৫৪, আপ্র. হা/৩০৪৫, তাও. হা/৩২৮৭
১৮৬. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১৯৫২৮, ত্বাবারানী
১৮৭. হাকেম, মাশা. হা/১৫৮
১৮৮. সূরা সোয়া-দ-৩৮৪১
১৮৯. আবূ দাঊদ আলএ. হা/২৮৭, তিরমিযী, হা/১২৮, মিশকাত, হা/৫৬১

(ঝ) মানুষের বাসা ও পানাহারে শয়তানের অংশগ্রহণ

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যে সব ক্ষেত্রে শয়তান হস্তক্ষেপ করে কষ্টদান করে, তার মধ্যে একটি এই যে, সে তাদের খাদ্য ও পানীয়তে শরীক হয় এবং বাসস্থানে বাসা বাঁধে। অবশ্য এটা মানুষই নিজেদের দোষে শয়তানকে সে সুযোগ করে দেয়। যখন তারা শরীয়তের নিয়ম-নীতিকে অবজ্ঞা করে এবং মহান প্রতিপালকের যিক্‌র বিস্মৃত হয়। বলা বাহুল্য, মুসলিম যদি শরয়ী বিধিনিয়ম মেনে চলে এবং যথাসময়ে মহান আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে শয়তান তার ধন-সম্পদ, বাসস্থান ও পানাহারে শরীক হওয়ার কোন সুযোগ লাভে সক্ষম হয় না।

শয়তান মানুষের বিশাল ভয়ানক শত্রু, কিন্তু তাকে ঘায়েল করা অতি সহজ। মহান প্রতিপালকের যিক্‌র-বাণের আঘাতে সহসায় সে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে।

সে মানুষের পানাহারে শরীক হয়। কিন্তু মানুষ যদি পানাহারের শুরুতে আল্লাহর নাম নেয়, তাহলে সে খাদ্য ও পানীয় শয়তানের জন্য হারাম হয়ে যায়। তা খেতে সে সক্ষম হয় না।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, আমরা যখন আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে আহারে বসতাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাবারে হাত রেখে শুরু না করা পর্যন্ত আমরা তাতে হাত রাখতাম না (এবং আহার শুরু করতাম না)। একদা আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে খাবারে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি বাচ্চা মেয়ে এমনভাবে এল, যেন তাকে (পিছন থেকে) ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল এবং সে নিজ হাত খাবারে দিতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও (তদ্রূপ দ্রুত বেগে) এল, যেন তাকে ধাক্কা মারা হচ্ছিল (সেও খাবারে হাত রাখতে উদ্যত হলে) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাতও ধরে নিলেন এবং বললেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا

"যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, অবশ্যই শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। আর এ মেয়েটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে, যাতে ওর বদৌলতে নিজের জন্য খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি তার হাত ধরে ফেললাম। তারপর সে বেদুঈনকে নিয়ে এল, যাতে ওর দ্বারা খাদ্য হালাল করতে পারে। কিন্তু আমি ওর হাতও ধরে নিলাম। সেই মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু'জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে (ধরা পড়েছিল)।" অতঃপর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে আহার করলেন।[১৯০]

রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন রাত্রে আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ির দরজা বন্ধ করে, খাদ্য ও পানপাত্র ঢেকে বা বন্ধ রেখে আমাদের ধন-সম্পদ ও খাদ্যাদি শয়তানের ভোগ-দখল থেকে রক্ষা করি। তিনি বলেছেন,

إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ ـ أَوْ أَمْسَيْتُمْ ـ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ ـ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا

"সন্ধ্যা হলে শিশুদেরকে বাইরে ছেড়ো না। কারণ ঐ সময় শয়তানদল ছড়িয়ে পরে। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। (শয়নকালে) সমস্ত দরজা অর্গলবদ্ধ কর এবং (সেই সাথে) আল্লাহর নামের স্মরণ নাও। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না।"[১৯১]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "পাত্র আবৃত কর, মশক বেঁধে দাও, দরজা বন্ধ করে দাও, বাতি নিভিয়ে দাও। যেহেতু শয়তান ('বিসমিল্লাহ' বলে) বাঁধা মশক খোলে না, বন্ধ দরজা খোলে না এবং ঢাকা পাত্রও খোলে না।"[১৯২]

দাঁড়িয়ে পানি পান করলে, সে পানে শয়তান অংশী হয়! নবী ﷺ এক

১৯০. মুসলিম মাশা. হা/৫৩৭৮
১৯১. বুখারী ইফা. হা/৩০৪৭, আপ্র. হা/৩০৩৮, তাও. হা/৩২৮০, মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৮
১৯২. মুসলিম মাশা. হা/৫৩৬৪

ব্যক্তিকে দেখলেন, সে দাঁড়িয়ে পান করছে। তিনি তাঁকে বললেন, "বমি করে ফেলো।" সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, "তুমি কি এতে খুশী হবে যে, তোমার সাথে বিড়ালও পান করুক?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন,

فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ

"কিন্তু তোমার সাথে এমন কেউ পান করেছে, যে বিড়াল থেকেও নিকৃষ্ট, শয়তান।"[১৯৩]

বলা বাহুল্য, যদি চান যে, শয়তান আপনার বাসস্থান ও পানাহারে আপনার সঙ্গী না হোক, তাহলে যথাসময়ে আল্লাহর নাম নিন, শয়তান আপনার সঙ্গ পাবে না। নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدْرَكْتُم المَبِيتَ وَالعَشَاءَ

"কোন ব্যক্তি যখন নিজ বাড়ি প্রবেশের সময় ও আহারের সময় আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে; অর্থাৎ, ('বিসমিল্লাহ' বলে) তখন শয়তান তার অনুচরদেরকে বলে, 'আজ না তোমরা এ ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে, আর না খাবার পাবে।' অন্যথা যখন সে প্রবেশ কালে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহ' বলে না), তখন শয়তান বলে, 'তোমরা রাত্রি যাপন করার স্থান পেলে।' আর যখন আহার কালেও আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে না (অর্থাৎ, 'বিসমিল্লা-হ' বলে না), তখন সে তার চেলাদেরকে বলে, 'তোমরা রাত্রিযাপন স্থল ও নৈশভোজ উভয়ই পেয়ে গেলে।"[১৯৪]

(ঞ) জ্বিন স্পর্শ বা জ্বিন পাওয়া

আয়েম্মায়ে আহলে সুন্নাহ এ বিষয়ে একমত যে, জ্বিন মানুষের দেহে-মনে প্রবিষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

১৯৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৮০০৩, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/১৭৫
১৯৪. মুসলিম মাশা. হা/৫৩৮১

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মতো দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে।"[১৯৫] আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "শয়তান মানুষের রক্তশিরায় পরিভ্রমণ করে।"[১৯৬]

আব্দুল্লাহ বিন ইমাম আহমাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, আমি পিতাকে (ইমাম আহমাদকে) বললাম, 'বহু লোক বলে থাকে যে, জ্বিন মানুষের দেহে প্রবেশ করে না?' তিনি বললেন, 'বেটা ওরা মিথ্যা বলছে। (জ্বিন প্রবিষ্ট হয় এবং) মানুষের জিভে কথা বলে।'

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, 'তিনি (ইমাম আহমাদ) যা বলেছেন তাই প্রসিদ্ধ। কারণ, মানুষ জ্বিন আকৃষ্ট হয়ে কখনো এমন ভাষা বলে, যার অর্থ বুঝা যায় না। তার দেহে এত বেশী আঘাত করা হয় যে, যদি সে আঘাত কোন উটের উপর করা যায়, তো উট কষ্ট পায়। অথচ আকৃষ্ট ব্যক্তি সে আঘাতের কিছুও অনুভব করে না।'[১৯৭]

আবার অনেক সময় এমন ক্ষমতা প্রদর্শন করে, যে ক্ষমতা সেই আকৃষ্ট মানুষের নয়। কখনো বা কুরআন পড়ে, যে আরবী অক্ষর পর্যন্ত চেনে না। তিনি আরো বলেন, 'আয়েম্মায়ে মুসলেমীনদের কেউই মানুষের দেহে জ্বিন প্রবেশকে অস্বীকার করে না। যে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে এবং দাবী করে যে, শরীয়ত তা মিথ্যা মনে করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সেই শরীয়তের উপর মিথ্যা বলে। আর শরীয়তে এমন কোন দলীল নেই, যা জ্বিন আকৃষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করে বা দেহে জ্বিন প্রবেশকে অসম্ভব মনে করে।'[১৯৮] আর তিনি *(১৯/১২তে)* আরো উল্লেখ করেন যে, 'এ কথা মু'তাযিলার এক সম্প্রদায় অস্বীকার করে থাকে।' তদনুরূপ বিজ্ঞান ও বাস্তববাদীরাও এসব কিছুকে অলীক ধারণা মনে করে।

নবী করীম ﷺ হতে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে; যাতে বুঝা যায় যে,

১৯৫. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২৭৫
১৯৬. বুখারী ইফা. হা/৩০৫৬, আপ্র. হা/৩০৪৭, তাও. হা/৩২৮৯, মুসলিম মাশা. হা/২৯৭৪
১৯৭. মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/২৭৬
১৯৮. মাজমূ' ফাতাওয়া ২৪/২৭৭

জ্বিন মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। যারে' নামক জনৈক সাহাবী তাঁর এক উন্মাদ ছেলে অথবা ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে রসূল ﷺ এর নিকট এলেন এবং তার জন্য তাঁকে দু'আ করার আবেদন জানালেন। তিনি ছেলেটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন এবং বললেন, 'ওর পিঠের দিকটা আমার নিকট কর।' তারপর তিনি ছেলেটির কাপড়ে ধরে পিঠে আঘাত করতে করতে বললেন, 'বের হ' আল্লাহর দুশমন, বের হ' আল্লাহর দুশমন'। সাথে সাথে ছেলেটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তিনি পানি দ্বারা তার মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।[১৯৯]

অনুরূপভাবে অপর এক ঘটনায় তিনি এক শিশুর মুখে থুথু দিয়ে জ্বিন বিতাড়িত করেছেন।[২০০]

শয়তান-জগৎ ও মনুষ্য-জগতের মাঝে যুদ্ধের সেনাপতি

ইবলীসই হল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের সেনাপতি। সেই হল শয়তানদের মহান নেতা। সেই বিভিন্ন অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করে, সেই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়। পরিশেষে নিজ সিংহাসনে বসে সৈন্যদের নিকট থেকে অভিযানের ফলাফল ও জয়-পরাজয়ের রিপোর্ট সংগ্রহ করে। প্রত্যেকের কাজের হিসাব নেয় এবং যে সবচেয়ে ভালো কাজ (তার মানে সবচেয়ে জঘন্য কাজ) করতে পারে, সে সম্মানপ্রাপ্ত হয়। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ

"ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন রেখে (ফিতনা ও পাপের) অভিযান-সৈন্য পাঠায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তার নৈকট্য লাভ

---

১৯৯. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৫৪৮, মাজমাইয যাওয়ায়িদ ৯/২
২০০. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৪/১৭০-১৭১

করে সে, যে সবচেয়ে বড় ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। অতঃপর প্রত্যেকে কাজের হিসাব দেয়; বলে, 'আমি এই করেছি।' সে বলে, 'তুমি কিছুই করনি।' একজন এসে বলে, 'আমি এক দম্পতির মাঝে ঢুকে পরস্পর কলহ বাধিয়ে পরিশেষে তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি।' তখন শয়তান সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, 'হ্যাঁ। (তুমিই কাজের মতো কাজ করেছ!)"[২০১]

শয়তানের সিংহাসন সমুদ্রের উপর। সেখান থেকে সারা পৃথিবীতে অভিযান চালায়। সুদক্ষ সেনাপতি, অভিজ্ঞতায় প্রাচীন ও পরিপক্ব। পরিকল্পনায় নির্ভুল ও নিখুঁত। জাল বিস্তার করা, ফাঁদ পাতা, অতর্কিতে আক্রমণের জন্য ওঁৎ পেতে থাকার ঘাঁটি স্থাপন করার ব্যাপারে সে সুনিপুণ কারিগর। সমস্ত রণকৌশল তার নখদর্পণে। এ ব্যাপারে সে সর্বশক্তিমানের কাছে শক্তি চেয়ে নিয়েছে, তিনি বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য তা তাকে দানও করেছেন।

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ - قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ - إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

"সে (ইবলীস) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।"[২০২]

বাস্! সে কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের অভিযান চালিয়ে যাবে। সে প্রতিজ্ঞা করে মহান প্রতিপালককে বলেছে,

وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ

"আপনার ইয্যতের কসম হে রব! আমি আপনার বান্দাদিগকে অবিরামভাবে ভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহের মধ্যে তাদের প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে।"

---

২০১. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮৪
২০২. সূরা আল হিজ্‌র -১৫:৩৬-৩৮

তবে বান্দাগণের প্রতি মহান করুণাময় প্রতিপালকের মহা করুণা এই যে, তিনি বলেছেন,

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي

"আর আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম! আমি অবিরাম তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"[২০৩]

জ্বিন ও ইনসান থেকে শয়তানের সিপাই

সমরাভিযানে শয়তানের দুই শ্রেণীর সিপাই আছে ঃ এক শ্রেণী জ্বিন জাতিভুক্ত এবং অন্য শ্রেণী মনুষ্য জাতিভুক্ত। জ্বিন জাতিভুক্ত সিপাই প্রেরণ করে সিংহাসনে বসে হিসাব নেওয়ার হাদীস ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। আর মহান আল্লাহ তাকে অভিযান চালানোর ব্যাপারে এখতিয়ার ও অনুমতি দিয়েছেন। তিনি তাকে বিতাড়িত করার সময়ই বলেছিলেন,

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

"তোমার আওয়াজ দ্বারা তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।"[২০৪] সুতরাং তার অভিযানে আছে অশ্বারোহী-বাহিনী ও পদাতিক-বাহিনী। মানুষের প্রতি তা প্রেরণ করে প্রত্যহ অসংখ্য মানুষকে বন্দী করে। কাফেরদের প্রতিও তার অভিযান চলে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের জন্য শয়তানদেরকে

---

২০৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১১২৩৭, হাকেম, মাশা. হা/৭৬৭২
২০৪. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬৪

ছেড়ে রেখেছি; তারা তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে।"[২০৫]

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আছে শয়তান সঙ্গী

প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে যেমন ফিরিশ্‌তা থাকেন, তেমনি সর্বক্ষণের জন্য একটি শয়তান জ্বিন সঙ্গীও থাকে। এই সঙ্গী সর্বদা তাকে মন্দের দিকে ধাবিত করতে থাকে।

একদা রাত্রি বেলায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সতীনদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করলে নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "আয়েশা! তোমাকে তোমার শয়তান ধরেছে।" আয়েশা বললেন, 'আপনার কি শয়তান নেই?' তিনি বললেন,

مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلاَّ لَهُ شَيْطَانٌ

অর্থাৎ, এমন কোন আদম-সন্তান (আদমী বা মানুষ) নেই, যার শয়তান নেই।

আয়েশা বললেন, 'আর আপনি হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আর আমিও। তবে আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, তাই আমি নিরাপদ থাকি।"[২০৬] রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ

"তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে তার সঙ্গী জ্বিন ও সঙ্গী ফিরিশ্‌তা নিযুক্ত নেই।" লোকেরা বলল, 'আর আপনার সাথেও কি আছে, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "আমার সাথেও আছে। তবে আল্লাহ তার (জ্বিন সঙ্গীর) বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেন বলে আমি নিরাপদে থাকি। সুতরাং আমাকে সে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ দিতে পারে না।"[২০৭] মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

---

২০৫. সূরা মারইয়াম-১৯:৮৩

২০৬. বাইহাক্বী ২৫৫২, হাকেম, মাশা. হা/৮৩২, ইবনে হিব্বান ১৯৩৩, সহীহ ইবনে খুযাইমাহ, মাশা. হা/৬৫৪

২০৭. মুসলিম মাশা. হা/৭২৮৬-৭২৮৭

“যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর।”[২০৮]

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

“আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল। ওদের ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।”[২০৯]

শয়তানের বন্ধু-বান্ধব

শয়তানের প্রচুর মানুষ বন্ধু আছে, যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। তারা তার পথে চলে, তার ইশারা ও ইঙ্গিতে উঠা-বসা করে। তার মতে মত দেয়। অথচ সে তাদের এমন শত্রু, যে সর্বদা তাদের অকল্যাণ ও ধ্বংস কামনা করে। আর সে মানুষ কত বোকা, যে নিজ শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন,

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا

“তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে; অথচ তারা তোমাদের শত্রু? সীমালংঘনকারীদের পরিবর্ত কত নিকৃষ্ট!”[২১০]

প্রতিপালকের এ সতর্কবাণী অমান্য করে যে শত্রু শয়তানকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

“যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয়

২০৮. সূরা আয যুখরুফ-৪৩:৩৬
২০৯. সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪১:২৫
২১০. সূরা আল কাহাফ-১৮:৫০

সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[২১১]

শয়তানের বন্ধুরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যেহেতু শয়তান তাদের হৃদয়কে মরুভূমি বানিয়ে দেবে, তাদেরকে হিদায়াতের আলো থেকে বঞ্চিত করবে এবং ভ্রষ্টতা ও সংশয়ের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত (শয়তান সহ অন্যান্য উপাস্য)। এরা তাদেরকে (ঈমানের) আলোক থেকে (কুফরীর) অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[২১২]

তারা ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ তাদের বন্ধু তাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

"সে তো তার দলবলকে এ জন্যই আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।"[২১৩]

শয়তানের বন্ধু-বান্ধবরা তার তাবেদারি করে, তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে, তার আশা ও ইচ্ছা পূরণ করে। তারা আসলে শয়তানের বাহন, শয়তানের সৈন্য।

শয়তান বিশ্বাসঘাতক বন্ধু

শয়তান এমন বন্ধু, যে তার বন্ধুদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। নানা প্রলোভন দিয়ে অবশেষে উপকারের জায়গায় অপকার করে। নানা আশা দিয়ে অবশেষে বঞ্চিত ও নিরাশ করে। গাছে তুলে মই কেড়ে নেয়। 'সঙ্গে আছি' বলে হঠাৎ সঙ্গ ছেড়ে দেয়। সাহায্যের স্থলে সাহায্য করে না। বিপদের সময় দাঁড়িয়ে দেখে। অসহায় অবস্থায় নিজে হাসে ও দুশমন

২১১. সূরা আন নিসা-৪:১১৯
২১২. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২৫৭
২১৩. সূরা ফাত্বির-৩৫:৬

হাসায়। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপকার্যে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করে।

বিজয়ের আশা দিয়ে পরাজয়ের শিকারে পরিণত করে। বদর যুদ্ধের সময় সে তার মুশরিক বন্ধুদের সাথে এমনই আচরণ করেছিল। সুরাকা বিন মালেকের রূপ ধারণ করে এসে তাদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের আশা দিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।' অতঃপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।' আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।"[২১৪]

সে এ কথা বলেছিল, যখন দেখেছিল ফিরিশ্‌তাবর্গ মু'মিনদেরকে সাহায্য করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। অতঃপর সে পিট্‌টান দিয়েছিল। কবি হাস্‌সান বিন সাবেত বলেছেন,

دَلاهُمْ بغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْثَ لِمَنْ وَالَاهُ غَرارُ

অর্থাৎ, সে তাদেরকে প্রতারণামূলক আশা দিয়েছিল অতঃপর তাদেরকে অসহায় ছেড়ে দিল। নিশ্চয় খবীস তার বন্ধুর জন্য একজন প্রতারক।

অনুরূপ আচরণ করেছিল এক পাদরীর সাথে। সে তাকে প্ররোচিত করে এক মহিলার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। অতঃপর তাকে হত্যা করায়। অতঃপর তার পরিবারের কাছে সে খবর পৌঁছে দেয়। তাকে তাদের হাতে ধরিয়ে দেয় এবং নিজেকে সিজদা করতে আদেশ করে।

---

২১৪. সূরা আল আনফাল-৮:৪৮

অতঃপর পাদরী তাকে সিজদা করে। অতঃপর তাকে অসহায় বর্জন করে চম্পট দেয়। পরবর্তীতে এ ঘটনা সবিস্তার উল্লিখিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

আর কিয়ামতের দিন সে নিজ বন্ধুদেরকে নিরাশ করবে। যখন হিসাব-বিচার ও জান্নাত-জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে যাবে এবং সে ও তার সকল বন্ধুবান্ধবেরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَاْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"যখন সব কিছুর ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা তোমাদের নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে আমাকে (আল্লাহর) শরীক করেছিলে সে কথা তো আমি মানিই না।' অত্যাচারীদের জন্য তো বেদনাদায়ক শাস্তি আছে।"[২১৫] তখন তারা বুঝতে পারবে এই সত্যতা,

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا - يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

"যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং

---

২১৫. সূরা ইবরাহীম-১৪:২২

Contents

তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।”[২১৬] কিন্তু তখনকার বুঝ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

শয়তানের খিদমতে ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার মানুষ বন্ধুরা

এ দুনিয়ার মানুষ দুই শ্রেণীর ঃ রহমানের বন্ধুবান্ধব ও শয়তানের বন্ধুবান্ধব।

শয়তানের বন্ধুবান্ধব সকল শ্রেণীর কাফেররা। মহান আল্লাহ বলেটেছন,

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ

“যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।”[২১৭]

শয়তান তার সকল বন্ধুবান্ধবকে নিয়োজিত করেছে মু'মিনদেরকে নানা সন্দেহ ও সংশয়ে ফেলে ভ্রষ্ট করার জন্য। এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক (অংশীবাদী) হয়ে যাবে।”[২১৮] বর্তমানে প্রাচ্যবিদ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন অমুসলিম ও নাস্তিক লেখক-লেখিকারা মুসলিম ও ইসলামের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে তাদের সুপ্রিয় বন্ধুর সুন্দর খিদমত পেশ করছে। এ কথা সচেতন কোন মুসলিমের অবিদিত নয়।

---

২১৬. সূরা আন নিসা-৪:১১৯-১২০

২১৭. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২৭

২১৮. সূরা আল আন'আম-৬:১২১

শয়তান তার বন্ধুবান্ধবকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করে, যাতে তারা মু'মিনদেরকে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

"এই গোপন পরামর্শ তো শয়তানেরই প্ররোচনা, যাতে বিশ্বাসীরা দুঃখ পায়। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত শয়তান তাদের সামান্যতমও ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়। আর বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর উপরই নির্ভর করা।" [২১৯]

তার বন্ধুবান্ধবদের গোপন পরামর্শ, গোপন বৈঠক ও সভা-সমাবেশ মুসলিমদেরকে চিন্তিত ও দুঃখিত করে। বরং সে চায় তার বন্ধুবান্ধবরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক। সুতরাং তাদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। যুদ্ধ বাধিয়েও দেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

"যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।"[২২০] সে সর্বদা মু'মিনদেরকে তার বন্ধুবান্ধবের ভয় দেখায়। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা, পার্থিব আয়-উন্নতি ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ভয় দেখায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।"[২২১]

---

২১৯. সূরা আল মুজাদালাহ-৫৮:১০
২২০. সূরা আন নিসা-৪:৭৬
২২১. সূরা আলে ইমরান-৩:১৭৫

তার বন্ধুবান্ধবদের সংখ্যা অবশ্যই কম নয়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদেরই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল।”[২২২]

মানুষকে ভ্রষ্ট করার শয়তানের পদ্ধতিসমূহ

শয়তান সরাসরি মানুষের কাছে এসে বলে না, ‘অমুক অমুক ভালো কাজ করো না, অমুক অমুক মন্দ কাজ কর, যাতে তুমি ইহ-পরকালে কষ্ট পাও।’ কারণ তাহলে তো কেউ তার আনুগত্যই করত না। বরং সে প্রত্যক্ষ পথ বর্জন করে পরোক্ষ নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর তাতে মানুষকে সে অনায়াসে নিজের জালে ফাসাতে পারে। যেমন -

♦ ১। বাতিলকে সুশোভিত করে প্রদর্শন

মানুষকে ভ্রষ্ট করার শয়তানের একটি সুন্দর উপায়, তার সামনে বাতিলকে সুশোভিত করে প্রদর্শন করা। সুতরাং সে বাতিলকে হক এবং হককে বাতিলরূপে সুসজ্জিত করে। বাতিলকে সুন্দর করে উপস্থাপিত করে এবং হককে অসুন্দর করে অপ্রিয় করে তোলে। আর তার ফলে মানুষ বাতিল ও অসৎ কর্মের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং হক ও সৎকর্ম হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর এমন পদ্ধতিতে ভ্রষ্ট করার প্রতিজ্ঞা সে আদিকালেই মহান আল্লাহর নিকট প্রকাশ করেছিল। সে বলেছিল,

رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ - إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

“হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী করে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।”[২২৩]

---

২২২. সূরা সাবা-৩৪:২০
২২৩. সূরা আল হিজ্বর -১৫:৩৯-৪০

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন, "শয়তানের কুচক্রান্তসমূহের একটি এই যে, সে সর্বদা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে যাদু করে। যাতে তাকে তার চক্রান্তে আবদ্ধ করতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তার সে যাদুর প্রতিক্রিয়া থেকে কেউ রেহাই পায় না। সুতরাং সে মানুষের কাছে সেই জিনিসকে সুন্দর রূপে প্রদর্শন করে, যা তার জন্য ক্ষতিকর। সে তার কাছে এমন ধারণা প্রক্ষেপ করে যে, সে ভাবে ঐ জিনিস তার জন্য সবচেয়ে বড় উপকারী। আর যে কাজ তার জন্য সবচেয়ে বড় উপকারী, সে জিনিসকে তার নিকট অপ্রিয় করে তোলে। এমনকি তাকে এই ধারণা দেয় যে, তা তার জন্য অতীব অনিষ্টকর।

সুতরাং 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ'! শয়তান তার এই যাদু দিয়ে কত মানুষকে ফিতনাগ্রস্ত করেছে! তার মাধ্যমে কত মানুষের মনে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান থেকে অন্তরাল সৃষ্টি করেছে! কত বাতিলকে সে চমৎকার রূপে পেশ করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে! কত হককে সে কুৎসিতরূপে পেশ করে মানুষের নিকট ঘৃণ্য ও অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে! কত নকল মুদ্রা মুদ্রা-পরিক্ষকের নিকটেও সে আসল বলে চালিয়ে দেয়! কত ভেজালকে সে খাঁটি বলে অভিজ্ঞদের মাঝেও প্রচলিত করে!

সে-ই তো মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে যাদুগ্রস্ত করে নানা কুপ্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করে এবং বহুধাবিভক্ত মত ও পথে দ্বিধাগ্রস্ত করে। প্রত্যেক ভ্রষ্ট পথে মানুষকে পরিচালিত করে। একের পর এক নানা মরণ-ফাঁদে তাকে নিক্ষেপ করে। তার সুশোভন করার ফলে মানুষ মূর্তিপূজাতে লিপ্ত হয়, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, কন্যা জীবন্ত-প্রোথিত করে, মাতৃতুল্য মহিলার সাথে ব্যভিচার করে।

মহান আল্লাহ সৃষ্টির সর্বোর্ধ্বে আছেন, তিনি কথা বলেন, সকল আসমানী কিতাবের বাণী তাঁরই, কিন্তু শয়তান মহান আল্লাহকে মানবীয় গুণ থেকে পবিত্র ঘোষণার কাঠামোতে ঢেলে মানুষকে তা অস্বীকার করতে শিখিয়েছে এবং এমন কুফরী করাতে তাদেরকে জান্নাতের ওয়াদা প্রদান করেছে!

মানুষকে ভালোবাসার নামে, (পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা করার নামে,) মানুষের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহারের নামে সৎকার্যে আদেশ ও মন্দ কার্যে বাধাদান বর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে শয়তান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[২২৪]

শয়তান মানুষকে এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর আমল করতে শিখিয়েছে, ফলে তারা সৎকার্যে আদেশ ও মন্দ কার্যে বাধাদান বর্জন করেছে।

তাকলীদের ছাঁচে ফেলে রসূল ﷺ থেকে বর্ণিত সুন্নাহ থেকে মানুষকে বৈমুখ করেছে শয়তান। ফলে তারা তাদের বুযুর্গদের উক্তিকে যথেষ্ট মনে করেছে। মনুষ্য সমাজে সহাবস্থান ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে আল্লাহর দ্বীনে তোষামদ ও কপটতার প্রচলন করেছে শয়তান।[২২৫]

এই বাতিলকে সুশোভন করার পদ্ধতিতেই অভিশপ্ত শয়তান আমাদের আদি পিতাকে বেহেশ্তে প্রতারিত করেছে। যে বৃক্ষ ভক্ষণকে মহান আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেই বৃক্ষকেই শয়তান অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ বলে সুশোভিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى - فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?' অতঃপর তারা তা হতে ভক্ষণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে

২২৪. সূরা সূরা মায়িদাহ-৫:১০৫
২২৫. ইগাষাতুল লাহ্ফান ১/১৩০

আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল; ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।"[২২৬] তিনি অন্যত্র বলেন,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ -وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ - فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَآنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।' সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।' এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তা আমি কি তোমাদেরকে বলিনি?"[২২৭]

সুতরাং শয়তানের চক্রান্তে তাঁরা সুখময় জান্নাত থেকে দুঃখময় পৃথিবীতে নেমে এলেন।

বর্তমানের শয়তান ও তার বন্ধুবান্ধবকে লক্ষ্য করুন, মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য কীভাবে তারা একই পদ্ধতি ব্যবহার করে চলেছে।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দকে সুশোভিত করে ধর্মহীনতার প্রচার চালাচ্ছে।

'রক্ষণশীলতা' শব্দকে সুসজ্জিত করে ইসলামী মূল্যবোধকে ঘৃণ্য করে

২২৬. সূরা ত্বহা-২০:১২০-১২১
২২৭. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২০-২২

তুলছে।

'মৌলবাদ' শব্দের আড়ালে খাঁটি মুসলিম হওয়াকে দূষণীয় প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

'বাক্- স্বাধীনতা' শব্দের অন্তরালে আল্লাহ, রসূল ও দ্বীন সম্বন্ধে কুফরী বাক্যকে বৈধতা দিয়ে চলেছে।

'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' নাম দিয়ে ইসলাম থেকে মুর্তাদ হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

'নারী-স্বাধীনতা' শব্দের আড়ালে 'জরায়ু-স্বাধীনতা' তথা পর্দাহীনতাকে ব্যাপক করতে চাচ্ছে।

'মানবাধিকার' নাম নিয়ে অপরাধীর পৃ'পোষকতা ও দুষ্টের লালন করে চলেছে।

'সাম্যবাদ' নাম দিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদের ভোগদখল বৈধ করেছে।

'লভ্যাংশ' লেবেল লাগিয়ে 'সূদ'কে বৈধ করে চলেছে।

'সংস্কৃতি' নাম দিয়ে অশ্লীলতা তথা যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামিশার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

লোভনীয় নাম দিয়ে মদকে সভ্য সমাজের পানীয় বলে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আরো কত কি। এ সবই হল শয়তানী পদ্ধতি, হককে বাতিল ও বাতিলকে হক করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতেই অসভ্যতা সুসভ্যতার মানপ্রাপ্ত হচ্ছে, অসম্মানীকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, সম্মানীকে অপমানিত করা হচ্ছে, অযোগ্য লোককে নেতা করা হচ্ছে এবং যোগ্য লোককে কোণঠাসা করা হচ্ছে! মহান আল্লাহ বলেছেন,

تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য মর্মন্তুদ

শাস্তি।"[২২৮]

শয়তান ও তার বন্ধুবান্ধবদের এ পদ্ধতি নিশ্চয় মানবতার জন্য বড় বিপজ্জনক, মহান আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়তের জন্য বড় ভয়ঙ্কর। যেহেতু বাতিল এমনিতেই মানুষের কাছে লোভনীয়, তার উপর তাকে যদি 'হক' বলে শোভনীয় করা হয়, তাহলে তা আরো আকর্ষণীয় হয়। সেই কাজ করতে মানুষ বেশি উৎসাহিত হয়। এমন পদ্ধতিতে বিদআতীরা বিদআতকে 'দ্বীন' মনে করে সোৎসাহে পালন করে। বাহ্যতঃ পরিশ্রম ও ব্যয় তো করে অনেক, কিন্তু তা বরবাদ যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا - الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।[২২৯]

উক্ত রীতিতে তারা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধাপ্রাপ্ত করে এবং আল্লাহর আওলিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। অথচ তারা ধারণা করে, তারাই সঠিক পথের পথিক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"শয়তানেরাই মানুষকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর মানুষ মনে করে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত।" [২৩০]

এই রীতি অবলম্বন করে এবং শয়তানী সংমিশ্রণ পদ্ধতির অনুসরণ করে কাফেররা দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় এবং আখেরাতকে দৃষ্টিচ্যুত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

---

২২৮. সূরা নাহল-১৬:৬৩
২২৯. সূরা আল কাহাফ-১৮:১০৩-১০৪
২৩০. সূরা আয যুখরুফ-৪৩:৩৭

"আমি ওদের সঙ্গী দিয়েছিলাম, যারা ওদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছিল। ওদের ব্যাপারে ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন এবং মানুষদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। নিশ্চয় ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।"[২৩১]

ওই সঙ্গীরা ছিল শয়তানদল। যারা তাদের অতীত ও বর্তমান পার্থিব জীবনকে সুশোভিত করে প্রদর্শন করেছিল, ফলে তারা তাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। আর তারা ভবিষ্যৎ ও আখেরাতকে মিথ্যা প্রতীয়মান করেছিল এবং তা এমন শোভনীয়তার সাথে উপস্থাপন করেছিল যে, তারা পুনরুত্থান, হিসাব ও জান্নাত-জাহান্নামকেই অবিশ্বাস করে বসেছিল।

সুশোভন শয়তানী পদ্ধতিতে রয়েছে হারাম জিনিসের সুন্দর ও আকর্ষণীয় নামকরণ। যার মাধ্যমে শয়তান শরীয়তে হারাম জিনিসকে হালাল করতে পারে এবং মানুষ প্রতারিত হয়ে তা ব্যবহার করে, যার ব্যবহারকে আল্লাহ অবৈধ করেছেন। যেমন শয়তান নিষিদ্ধ বৃক্ষের না দিয়েছিল 'অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ।' তার বন্ধুরা 'রুহানী শারাব'-সহ মদের আরো আকর্ষণীয় নাম দিয়ে থাকে। সূদের নাম 'ইন্টারেস্ট' দিয়ে হারামের ঘৃণা মন থেকে মোচন করে। বেশ্যা ও সমকামীর নাম 'যৌনকর্মী' দিয়ে অশ্রদ্ধার মানসিকতা মুছে ফেলার অপচেষ্টা করে। অবাধ মেলামিশা ও অবৈধ যৌনসংসর্গের নাম 'ভালোবাসা' দিয়ে সভ্য সমাজে এমন অপরাধকে স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয় করে তোলে। জোর-জুলুম করে আদায় করা অর্থকে 'চাঁদা' বা 'তোলা' বলে তার উপর থেকে হারামের লেবেল তুলে ফেলে! নাচ-গানকে সংস্কৃতি এবং ছবি অঙ্কন ও মূর্তি নির্মাণকে শিল্প নাম দিয়ে হারামকে মানব-মনে হালাল ও কৃতিত্ব বলে প্রতীয়মান করে।

◆ ২। অতিরঞ্জন ও অবহেলা সৃষ্টি

ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্লার প্রত্যেক আদেশ-নির্দেশের পশ্চাতে শয়তানের দুটি (বিপরীতমুখী) আকর্ষণ আছে। হয় সে তাতে অবজ্ঞা ও অবহেলা সৃষ্টি করে, না হয় অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি। সুতরাং মানুষের মধ্যে যে কোনর একটি পেলে সে কৃতার্থ

---

২৩১. সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪১:২৫

হয়। সে বান্দার হৃদয়কে পরীক্ষা করে, অতঃপর যদি দেখে তাতে শৈথিল্য, আলস্য বা হেলাফেলা রয়েছে, তাহলে সে সেই সুযোগ গ্রহণ করে তার মনে নিরুৎসাহ, ও কর্মবিমুখতা সৃষ্টি করে। কুঁড়েমি, গয়ংগচ্ছ, দীর্ঘসূত্রতা প্রক্ষেপ করে। আর কর্ম না করার নানা ওজর-অজুহাত ও অপব্যাখ্যার দরজা খুলে দেয় এবং তার মনে আশার বাসা তৈরি করে। পরিশেষে বান্দা হয়তো-বা নির্দেশিত কর্ম বিলকুল ত্যাগ করে বসে।

পক্ষান্তরে যদি সে বান্দার হৃদয়ে সতর্কতা, স্ফূর্তি, আগ্রহ, উৎসাহ, স্পৃহা, প্রচেষ্টা ইত্যাদি লক্ষ্য করে, তাহলে সে এই সুযোগ গ্রহণ করে তাকে অতিরিক্ত চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করে। সে তাকে বলে, 'এতটুক করা যথেষ্ট নয়। তোমার হিম্মত আরো বেশি। তোমাকে সবার চাইতে বেশি আমল করা উচিত। ওরা ঘুমালে তুমি ঘুমায়ো না, ওরা রোযা ছাড়লে তুমি ছেড়ো না, ওরা শৈথিল্য করলে তুমি করো না, ওরা (উযূতে) তিনবার মুখ-হাত ধুলে তুমি সাতবার ধোও, ওরা স্বলাতের জন্য উযূ করলে তুমি তার জন্য গোসল কর।' ইত্যাদি।

এইভাবে সে নানাবিধ অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি সৃষ্টি করে তার আমলে। ফলে সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়, কর্মের সীমা লংঘন করে। যেমন প্রথমজনকে এর বিপরীতভাবে আমলে অবজ্ঞা, অবহেলা ও আমল বর্জনে বাধ্য করে। তার উদ্দেশ্য, দুজনেই যেন 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' থেকে দূর চলে যায়। এ যেন তার কাছে না আসে, নিকটবর্তী না হয় এবং ও যেন তা লংঘন করে এবং অতিক্রম করে যায়।

অধিকাংশ মানুষ এই ফিতনায় পতিত। এ থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র সুগভীর ইল্‌ম, সুদৃঢ় ঈমান, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধশক্তি এবং আমলে মধ্যপন্থা। আর আল্লাহই সাহায্যস্থল।"[২৩২]

◆ ৩। আমলে শিথিলতা, দীর্ঘসূত্রতা ও অলসতা সৃষ্টি

এই কাজেও তার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন- নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَلاَثَ عُقَدٍ ،

২৩২. আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব ১৯পৃ.

يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انحَلَّت عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلّت عُقدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّت عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ

"যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, 'তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও।' অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্‌র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।"[২৩৩]

তিনি আরো বলেছেন,

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ

"তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে উযূ করে, সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে। কেননা শয়তান তার নাকের খুব ভিতরে রাত্রিযাপন করে।"[২৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, এমন একটি লোকের কথা নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট উল্লেখ করা হল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করে। তিনি বললেন,

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيطَانُ فِي أُذُنَيْهِ

"এ এমন এক মানুষ, যার দু' কানে শয়তান প্রস্রাব করে দিয়েছে।"[২৩৫]

এ হল শয়তানের নিজ কর্ম দ্বারা মানব-মনে আমল-বিমুখতা সৃষ্টি। সে তার কুমন্ত্রণা দ্বারাও অনুরূপ কাজ করে থাকে। সুতরাং তার মনে আলস্য-প্রিয়তার কুমন্ত্রণা দেয়, আমলের সময় 'করছি-করব'-এর দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি

---

২৩৩. বুখারী ইফা. হা/১০৭৬, আপ্র. হা/১০৭১, তাও. হা/১১৪২, মুসলিম মাশা. হা/১৮৫৫
২৩৪. বুখারী ইফা. হা/৩০৬২, আপ্র. হা/৩০৫৩, তাও. হা/৩২৯৫, মুসলিম মাশা. হা/৫৮৭
২৩৫. বুখারী তাও. হা/১১৪৪, মুসলিম মাশা. হা/১৮৫৩

করে। এর সাথে সুদীর্ঘ আশাকে সুবিন্যস্ত করে।

এ প্রসঙ্গে ইবনুল জাওযী (রঃ) বলেছেন, "কত ইয়াহুদী-খ্রিস্টানের মনে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা জাগরিত হয়। কিন্তু শয়তান তাদেরকে প্রতিহত করে। বলে, 'তাড়াহুড়া করো না, ভালোভাবে ভেবে-চিন্তে দেখো।' সুতরাং এইভাবে তাদের মাঝে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে, ফলে কাফের অবস্থাতেই তাদের মরণ হয়।

এমনিভাবে পাপীকে তওবার ব্যাপারে পিছিয়ে দেয়। তার ইন্দ্রিয়-বাসনা পূরণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে, কিন্তু তওবার ব্যাপারে কেবল আশা দেয়। কবি বলেছেন,

لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل التوبة من قابل

অর্থাৎ, আগামীতে তওবার আশা রেখে চাহিদামতো পাপে শীঘ্রতা করো না।

কত প্রকৃত কাজের দৃঢ় সংকল্পের লোককে শয়তান দীর্ঘসূত্রতা দ্বারা পিছিয়ে দিয়েছে। কত উচ্চ মর্যাদা-অভিলাষী ব্যক্তিকে প্রতিহত করেছে। যখনই ফকীহ তার দর্সসমূহের পুনরালোচনা করতে চায়, তখনই সে বলে, 'একটু আরাম কর।' অথবা যখনই কোন আবেদ তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে চায়, তখনই সে বলে, 'এখনও অনেক সময় আছে।' এইভাবে সে মানুষের মনে আলস্যকে প্রিয় করে তোলে এবং আমলকে দীর্ঘসূত্রতার মাধ্যমে পিছিয়ে দেয়। আর এর সাথে সুদীর্ঘ আশাকে সুবিন্যস্ত করে।

সুতরাং বুদ্ধিমানের উচিত, বুদ্ধি করে আমল করা। আর বুদ্ধি হল, সময়ের সদ্ব্যবহার করা, দীর্ঘসূত্রতা ত্যাগ করা এবং দুরাশা বর্জন করা। যেহেতু ভয়ানক জায়গা নিরাপদ নয় এবং মৃত (কিয়ামতের আগে) পুনরুত্থিত হবে না। প্রত্যেক ত্রুটি ও অবহেলা এবং মন্দ-প্রবণতার কারণ হল দীর্ঘ দুরাশা। কেননা মানুষ মনে মনে করতে থাকে, এবারে সে মন্দকাজ বর্জন করে ভালো কাজে ব্রতী হবে। কিন্তু সে কেবল নিজের মনকে প্রতিশ্রুতি দেয়। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আশা করে যে, সে দিনে চলবে, তার যাত্রা হবে শিথিল। আর যে সকাল হওয়ার আশা করবে, সে রাত্রে দুর্বল আমল করবে। আর যে মৃত্যুকে দ্রুত বলে কল্পনা করবে, সে সত্যই যথার্থরূপে পথ চলবে।

কোন কোন সলফ বলেছেন, আমি তোমাদেরকে দীর্ঘসূত্রতা থেকে সতর্ক করছি। কারণ তা ইবলীসের সবচেয়ে বড় সৈন্য। একজন বিচক্ষণ লোক ও একজন দুরাশাবাদী লোকের উপমা সফরে একটি কাফেলার মতো, যারা একটি জনপদে প্রবেশ করল। অতঃপর বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখান হতে তার সফরের পরিপূরক সামগ্রী ক্রয় করল এবং যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত থাকল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন বলল, 'প্রস্তুতি নেব। এখনো হয়তো সফরের এক মাস বাকী।' অতঃপর যথাসময়ে কুচ করে যাওয়ার বাঁশি বেজে উঠল। সুতরাং বিচক্ষণ লোকটি ঈর্ষাযোগ্য হল এবং দুরাশাবাদী হল আফসোসের সাথে দিশাহারা। অনুরূপই হল দুনিয়ার মানুষের উপমা। তাদের মধ্যে কেউ আছে সদা প্রস্তুত ও সজাগ। সুতরাং যে কোন সময়ে তার নিকট 'মালাকুল মাওত' এসে গেলে সে অনুতপ্ত হয় না।

পক্ষান্তরে অন্য কেউ আছে প্রতারিত গয়ংগচ্ছকারী। সে সফরের সময় অনুতাপের তিক্ত-শরবত কষ্টের সাথে পান করতে থাকে।

সুতরাং প্রকৃতিতে শৈথিলতা ও দীর্ঘ দুরাশা থাকে, অতঃপর ইবলীস এসে তাকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে সে সময় মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে যে আত্মসচেতন হয় এবং বুঝতে পারে যে, সে আছে যুদ্ধের সৈন্য-সারিতে এবং তার শত্রু তার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য করবে না। আর যদিও সে বাহ্যতঃ শৈথিল্য প্রদর্শন করে, অভ্যন্তরে সে কোন চক্রান্ত চালাবে এবং তার জন্য অতর্কিতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে থাকার ঘাঁটি পেতে রাখবে।"[২৩৬]

পূর্ণ গতির আমলের ঘূর্ণমান চাকাকে থমকে দেয় শয়তান। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটাক্ষ, সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ভালো কাজের কাজীকে কাজ ছাড়তে রাজি করে ফেলে। এর ফলে পর্দানশীন পর্দা ছাড়ে, দাড়ি-ওয়ালা দাড়ি কাটে, মসজিদ-মাদ্রাসার দায়িত্বশীল দায়িত্ব ছাড়ে, বহু মুস্বল্লী নামায ছাড়ে, নিঃস্বার্থ সমাজসেবী সমাজসেবা ছাড়ে ইত্যাদি। মানবরূপী এমন দানবদের সমালোচনা ও কটাক্ষে থমকে যায় নেক আমলের প্রবহমান স্রোত।

---

২৩৬. তালবীসু ইবলীস ৪৫৮পৃ.

নাজমুদ্দীন বিন মিনফাখ বলেন, "শুনেছি যে, শয়তান জ্বিনরা চুরি করে ঊর্ধ্ব জগতের কোন খবর শুনতে গেলে তাদেরকে উল্কা ছুঁড়ে মারা হয়। কিন্তু আমি যখন বড় হয়ে তারকা হলাম, তখন বড় বড় শয়তান আমাকে আঘাত করতে লাগল!"

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে সে শয়তানদেরকেও আল্লাহ অভাবের উল্কা মেরে তাদের স্বভাব পরিবর্তন করেন।

♦ ৪। প্রতিশ্রুতি ও আশাদান

শয়তান মানুষকে মিথ্যা ওয়াদা দেয় এবং মধুমাখা আশা সঞ্চারিত করে ভ্রষ্টতার পঙ্কে নিপাতিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا

"সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।"[২৩৭]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাফেরদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের আশা ও প্রতিশ্রুতি দেয়। অতঃপর গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়। যেমন করেছিল বদর যুদ্ধের দিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।' অতঃপর দু'দল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"[২৩৮]

কাফের ধনীদেরকে পরকালেও ধনী থাকার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের অনেকে বলে,

وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا

---

২৩৭. সূরা আন নিসা-৪:১২০
২৩৮. সূরা আল আনফাল-৮:৪৮

“আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হই-ই, তাহলে আমি অবশ্যই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।”[২৩৯]

وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ

‘আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তাহলে তাঁর নিকট তো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।’

মহান আল্লাহ বলেন, “আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং ওদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন শাস্তি।” [২৪০]

অনেক সময় শয়তান মানুষকে মধুময় বাসনায় বিভোল রাখে, যা বাস্তব জীবনে পূরণ হবার নয়। কিন্তু সে তার মাধ্যমে তাকে ফলপ্রদ উচিত আমল থেকে বিরত রাখে। তখন সে কেবল কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তুষ্ট থাকে এবং কোন কাজ করে না।

♦ ৫। মানুষের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ

শয়তান মানুষকে পাপাচরণের দিকে আহবান করে। কিন্তু বাহ্যতঃ সে প্রকাশ করে, সে তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী। যেমন আমাদের আদি পিতামাতার জন্য সে কসম করে হিতাকাঙ্ক্ষিতা প্রকাশ করেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

“সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, ‘আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।”[২৪১]

এ মর্মে অহাব বিন মুনাব্বিহ আহলে কিতাবদের একটি মজার গল্প বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে তা উল্লেখ করছি, যাতে বুঝতে পারি, শয়তান কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। যাতে পাঠক এমন শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ গ্রহণ না করে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

তিনি বলেন, বানী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন আবেদ লোক ছিল। সে

---

২৩৯. সূরা আল কাহাফ-১৮:৩৬

২৪০. সূরা হা-মীম সাজদাহ-৪১:৫০

২৪১. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২১

ছিল সে যুগের সবচেয়ে বড় আবেদ। তার সমসাময়িক কালে তিন ভাই ছিল, তাদের ছিল একটি কুমারী বোন। একদা রাজার পক্ষ থেকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তাদের নাম এল। ফলে তারা দুশ্চিন্তায় পড়ল, তারা তাদের বোনকে কার কাছে রেখে যাবে, কে তার দেখাশোনা করবে এবং কে হবে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল?

পরিশেষে তারা একমত হল যে, বানী ইস্রাঈলের আবেদের কাছে তাকে রেখে যাবে। যেহেতু সে ছিল তাদের কাছে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং তারা তার কাছে এসে আবেদন রাখল যে, তারা তাদের বোনকে তার কাছে রেখে যাবে এবং যুদ্ধ থেকে ফেরা অবধি সে তার হিফাযত ও দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু সে তরুণীকে তার কাছে রাখতে অস্বীকার করল এবং তাদের থেকে ও তাদের বোন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। কিন্তু পরবর্তীতে বারবার অনুরোধ করার পর আবেদ রাজী হল। সে তাদেরকে বলল, 'আমার গীর্জার সামনের ঘরে তাকে রেখে যাও।' সুতরাং তারা তাই করল এবং সকল ব্যবস্থা করে দিয়ে যুদ্ধে বের হয়ে গেল।

তরুণী গীর্জার পাশে তপস্বীর প্রতিবেশিনী হয়ে দিন কাটাতে লাগল। সে নিজের ভজনালয়ের দরজার বাইরে খাবার রেখে দিত অতঃপর নিজ জায়গায় প্রবেশ পূর্বক দরজা বন্ধ করে দিয়ে তরুণীকে আওয়াজ দিত, সে তার ঘর থেকে বের হয়ে খাবার নিয়ে যেত। শয়তান যেন আবেদের প্রতি সদয় হল। সে তার মনে অতিরিক্ত কল্যাণকামিতার আগ্রহ সৃষ্টি করল। তার মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করল, এইভাবে দিনে-রাতে তরুণীর একাকিনী বের হওয়া সঙ্গত নয়। কেউ দেখে ফেললে তার পিছনে লেগে যেতে পারে। সুতরাং সে যদি নিজে গিয়ে তার দরজার পাশে খাবার রেখে আসে, তাহলে আরো বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।

সুতরাং এক সময় থেকে সে তাই করতে লাগল এবং খাবার নিয়ে গিয়ে তার দরজায় রেখে আসতে লাগল। সে দরজায় করাঘাত করে খাবারের কথা জানিয়ে দিত, কিন্তু তার সাথে কোন কথা বলত না।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। অতঃপর ইবলীস এসে তাকে আরো বেশি সওয়াব অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করল। সুতরাং সে ভাবল, তার

ঘরের ভিতরে খাবার পৌঁছে দেওয়া আরো বড় সওয়াবের কাজ।

কিছুদিন আরো অতিবাহিত হল। শয়তান আবার তাকে বলল, 'একটা মানুষ একাকী বাস করছে, তার কত কষ্ট হয়? তার সাথে মাঝে-মধ্যে দু-চারটি ভালো কথা বলতে দোষ কী? তাতে তার মনটাও ফ্রি হবে এবং তার জন্য তোমার অনেক সওয়াব হবে।' সুতরাং সে তার সাথে সান্ত্বনামূলক কথা বলতে শুরু করল।

কিছুদিন পর আবার ইবলীস এসে কুমন্ত্রণা দিল, 'তুমি যদি তার পাশে বসে কথা বলতে, তাহলে তার মনটা আরো খোশ হতো এবং তুমিও বেশি সওয়াব পেতে।' সুতরাং সে তাই করল।

তারপর আবার এসে তাকে ফুসমন্ত্র দিল, যদি তার ঘরে গিয়ে তার সাথে কথা বল, তাহলে আরো ভালো হবে। সুতরাং সে তাই করল। অতঃপর শয়তান তরুণীকে তার চোখে সুশোভিতা করে তুললে সে তাকে চুম্বন করে বসল এবং এক সময় তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল।

কিছু দিনের ভিতরেই তরুণীর গর্ভে সন্তান এসে গেল। এক সময় সে একটি সন্তানও প্রসব করল।

অতঃপর ইবলীস আবেদের কাছে এসে বলল, 'তুমি তো মেয়েটিকে ছেলের মা বানিয়ে দিলে, এখন তার ভাইরা ফিরে এলে কী করবে? তাদেরকে কী জওয়াব দেবে? তুমি তো লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। তুমি বরং একটা কাজ কর, ছেলেটিকে হত্যা করে ফেল। তাহলে তোমার সমস্ত কীর্তি ঢাকা যাবে।' সুতরাং সে শিশুটিকে হত্যা করে ঘরের পাশে একটি গর্তে ফেলে দিল।

তারপর ইবলীস এসে আবার তাকে বলল, 'তুমি কি মনে কর, মেয়েটির ভাইরা এলে সে তাদের কাছে তোমার আচরণের কথা গোপন রাখবে? তোমার ব্যভিচার ও সন্তান হত্যার কথা সে তো তাদেরকে বলে দেবে। তাতে তুমি লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারবে না। বরং তুমি মেয়েটিকেও খুন করে গায়েব করে ফেল।' অতএব সে তাই করল এবং তাকে জবাই করে সেই গর্তে ফেলে দিল। তারপর নিজের উপাসনালয়ে উপাসনায় মন দিল।

কিছুদিন পর মেয়েটির ভাইগণ যুদ্ধ থেকে ফিরে এল। তারা প্রথমেই আবেদের কাছে এসে তাদের বোনের কথা জিজ্ঞাসা করল। সে তার মৃত্যুর খবর শুনিয়ে দু'আ করে কাঁদতে লাগল। সে তাদেরকে বলল, 'সে খুব ভালো মেয়ে ছিল। এই হল তার কবর।' কবরস্থানের একটি কাঁচা কবরের দিকে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিল।

তিন ভাই মিলে তার কবরের কাছে এসে কেঁদে কেঁদে দু'আ করতে লাগল। সেখানে তারা কিছু সময় কাটিয়ে নিজেদের বাড়ি ফিরে গেল।

রাত্রে শুয়ে যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন শয়তান তাদের স্বপ্নে এক মুসাফিরের বেশে এসে বলল, 'তোমাদের বোন মারা যায়নি, তার সাথে আবেদ ব্যভিচার করলে তার সন্তান হয়েছিল। অতঃপর সে ঐ সন্তান ও তোমার বোনকে হত্যা করে ঘরের পাশে একটি গর্তে ফেলে দিয়েছে। তোমরা গিয়ে দেখতে পার।'

তিন ভাইই একই রাতে একই স্বপ্ন দেখল। তারা সকলেই দারুণ অবাক হল। কেউ বলল, 'এটা অর্থহীন স্বপ্ন। এতে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়।' ছোট ভাইটি বলল, 'পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কী?'

সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে দেখল, ঘটনা সত্য। গলা কাটা অবস্থায় দু'টি লাশ পড়ে আছে। সুতরাং তারা রাজার দরবারে আবেদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। রাজার সিপাই তাকে গ্রেফতার করে বিচারে শূলি দেওয়ার রায় হল।

সুতরাং যখন তাকে শূলিকাষ্ঠে বাঁধা হল, তখন শয়তান তার কাছে এসে বলল, 'তুমি কি বুঝতে পেরেছ? আমিই তোমার সেই সঙ্গী, যার পরামর্শে তুমি মেয়েটির সাথে ব্যভিচার করলে, তাকে সন্তানের মা বানালে অতঃপর তার সন্তান ও পরে তাকে খুন করলে। আজ যদি তুমি আমার পরামর্শ নাও, তাহলে আমি তোমাকে তোমার এ বিপদ থেকে রক্ষা করব। তুমি আল্লাহকে অস্বীকার কর এবং আমাকে সিজদা কর।' সুতরাং সন্ত্রস্ত অবস্থায় সে কাফের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান অদৃশ্য হয়ে গেল।

যথাসময়ে আবেদের শূলি হয়ে গেল।[২৪২]

এই গল্পটি সাধারণতঃ মুফাস্‌সিরগণ নিম্নোল্লিখিত আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, (ওরা) শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে, 'কুফরী কর।' অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।'[২৪৩] তাঁরা বলেন, আয়াতে উদ্দেশ্য হল উক্ত আবেদের মতো লোকেরা, যারা শয়তানের চক্রান্তে পড়ে ঐভাবে কাফের হয়ে যায়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

♦ ৬। ভ্রষ্টকরণে ক্রমান্বয় অবলম্বন

পূর্বোক্ত ঘটনায় আমরা জানতে পেরেছি, শয়তান মানুষকে সরাসরি এক বারেই বিভ্রান্ত করে না, বরং সে ক্রমে-ক্রমে ধাপে-ধাপে মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। তাতে সে কোন প্রকার তাড়াহুড়া করে না, ক্লান্তি ও বিরক্তিবোধ করে না। একটি পাপে ফেলতে পারলে পরবর্তীতে তুলনামূলক আরো বড় পাপে ফেলতে চেষ্টা করে। পরিশেষে সবচেয়ে বড় পাপে আলিপ্ত করে তাকে ধ্বংসগহ্বরে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপ করে। আর এ হল বান্দাগণের মাঝে মহান স্রষ্টার একটি রীতি। যখনই তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করে, তখনই তাদের উপর শয়তানকে আধিপত্য দেন এবং তাদের হৃদয়কে বাঁকা করে দেন। তিনি মূসা নবী (আলায়হিস্‌ সালাম) এর সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বলেছেন,

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত

---

২৪২. তালবীসু ইবলীস, ৩৯পৃ.
২৪৩. সূরা হাশর-৫৯:১৬

করেন না।"[২৪৪]

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না।"[২৪৫]

♦ ৭। মানুষকে তার উপকারী জিনিস ভুলিয়ে দেওয়া

শয়তানের এটি একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সে আদম-সন্তানের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করে থাকে। কুমন্ত্রণার এমন প্রলেপ মানুষের মন ও মস্তিষ্কে লাগিয়ে থাকে, যার ফলে অনেক উপকারী জিনিস সে বিস্মৃত হয়।

আদি পিতা আদম (আলায়হিস সালাম) এর সাথে সে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। তার ফলে তিনি প্রতিপালকের নির্দেশ ভুলে গিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

"আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি।"[২৪৬]

মূসা (আলায়হিস সালাম) ইল্‌ম অনুসন্ধানের সফর-সঙ্গী জরুরী কথা তাঁকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তার পিছনে ছিল ঐ শয়তান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا - قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا

"যখন তারা আরো অগ্রসর হল, তখন মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের নাশ্তা আনো, আমরা তো আমাদের এই সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' সে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই

---

২৪৪. সূরা আস-স্বফ-৬১:৫
২৪৫. সূরা মুনাফিক্বুন-৬৩:৩
২৪৬. সূরা ত্বহা-২০:১১৫

ওর কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল।"[২৪৭]

ইউসুফ নবী (আলায়হিস সালাম) কারাগারে ছিলেন। তাঁর কারাসঙ্গীদ্বয়ের একজন মুক্তি পেয়ে বাদশার খিদমত করবেন জানতে পেরে তিনি তাকে তাঁর কথা বাদশার কাছে উল্লেখ করতে বলেছিলেন। কিন্তু সে মুক্তি পেয়ে তাঁর কথা বলতেই ভুলে গেলেন। ফলে তিনি আরো অনেক বছর কারাগারেই থেকে গেলেন। এই বিস্মৃতির মূলে ছিল শয়তানের হাত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

"(ইউসুফ) তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং (ইউসুফ) কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেল।"[২৪৮]

মহান আল্লাহর নির্দেশ ভুলিয়ে দেয় শয়তান। শরীয়তের নির্দেশ ভুলে যায় মানুষ। তার পশ্চাতেও শয়তানের হাত থাকে।মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।"[২৪৯]

পরন্তু শয়তান যখন কোন মানুষের মন ও মস্তিষ্কে পুরোপুরি আধিপত্য কায়েম করে নেয়, তখন সেখান হতে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের স্মরণও মুছে ফেলে। মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

---

২৪৭. সূরা আল কাহাফ-১৮:৬২-৬৩

২৪৮. সূরা ইউসুফ-১২:৪২

২৪৯. সূরা আল আন'আম-৬:৬৮

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।"[২৫০]

বিস্মৃতির ওষুধ হল স্মরণ হওয়ামাত্র আল্লাহর যিক্‌র করা। তিনি বলেছেন,

وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

"যখন ভুলে যাও, তখন তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করো।"[২৫১]

♦ ৮। মু'মিনদেরকে তার বন্ধুবান্ধবের ভীতি-প্রদর্শন

শয়তানের বিভ্রান্ত করার একটি অসীলা হল, সে মু'মিনদেরকে তার বন্ধুবান্ধবের ভয় দেখায়। ফলে মু'মিনরা তাদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম করে না, তাদেরকে কোন সৎকার্যের আদেশ দেয় না এবং অসৎকার্যে নিষেধ করে না। হক কথা বলে না, সত্যের সমর্থন ও সাহায্য করে না। আর এ হল ঈমানদারদের প্রতি তার বিশাল চক্রান্ত। মহান আল্লাহ এ বিষয়ে মু'মিনদেরকে সতর্ক করে বলেছেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"ঐ তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।"[২৫২]

অর্থাৎ, সে তার বন্ধুবান্ধবদের দ্বারা ভয় দেখায়। কাতাদাহ বলেছেন, 'সে তার বন্ধুবান্ধবকে তোমাদের হৃদয়ে বড় করে দেখায়। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো

২৫০. সূরা আল মুজাদালাহ-৫৮:১৯
২৫১. সূরা আল কাহাফ-১৮:২৪
২৫২. সূরা আলে ইমরান-৩:১৭৫

না, বরং আমাকেই ভয় কর।”

বলা বাহুল্য, বান্দার ঈমান যত শক্তিশালী হবে, তত তার বুক থেকে শয়তানের বন্ধুবান্ধবদের ভয় দূর হবে। আর তার ঈমান যত দুর্বল হবে, তাদের ভয় তত সবল হবে।

♦ ৯। বান্দার মনে শয়তান সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, যাতে তার প্রীতি ও প্রবৃত্তি আছে

এ মর্মে ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, “শয়তান আদম সন্তানের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়। পরিশেষে তার মনে উপস্থিত হয়ে তাতে মিলিত হয় এবং তা কী ভালোবাসে ও প্রাধান্য দেয়, সে কথা জেনে নেয়। অতঃপর যদি সে জানতে পারে, তাহলে বান্দার বিরুদ্ধে তার সাহায্য নেয়। তার অভ্যন্তরে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। অনুরূপই সে তার মানুষরূপী ভাই-বন্ধুদেরকে শিখিয়ে দেয়। তাই যখন তারা একে অন্যের নিকট কোন অসৎ অভিপ্রায় হাসিল করতে চায়, তাহলে সে তার সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করে, যাতে সে দুর্বল, যা সে অত্যধিক ভালোবাসে এবং যাতে তার নেশা আছে। কারণ সেটা এমন এক দরজা, যা দিয়ে কেউ প্রবেশ করলে নিজের প্রয়োজন অপূরণ থাকে না। পক্ষান্তরে যে অন্য দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, সে তা বন্ধ পাবে এবং অভীষ্টলাভে ব্যর্থ হবে।”[২৫৩]

এই দরজা দিয়েই শয়তান আদি পিতামাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, ‘পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই

২৫৩. ইগাষাতুল লাহ্ফান ১/১৩২

Contents

তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।”[২৫৪]

ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেন, “আল্লাহর দুশমন পিতামাতার গতিবিধি লক্ষ্য করল এবং অনুভব করল যে, তাঁদের মধ্যে জান্নাতের গৃহে অনন্ত সুখসামগ্রীতে আকর্ষণ ও প্রীতি রয়েছে। তাই সে জেনে নিল যে, ঐ দরজাই তার একমাত্র প্রবেশপথ। সুতরাং সে তাঁদেরকে কসম খেয়ে বলল, সে তাঁদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। অতঃপর বলল, ‘পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।’

◆ ১০। সন্দেহ ও সংশয় প্রক্ষেপ

শয়তানের বিভ্রান্তকারী পদ্ধতিসমূহের একটি এই যে, সে মানুষের মনে নানা সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে এবং তাকে আকীদা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তোলে। আর আকীদা হল মানুষের প্রধান বিষয়, যা নষ্ট হলে তার আমল-আখলাকও বিফল।

নবী ﷺ এই শ্রেণীর শয়তানী সন্দেহ থেকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ

“তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, ‘এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?’ পরিশেষে সে তাকে বলে, ‘তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?’ সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।”[২৫৫]

সাহাবা رضي الله عنهم গণও এমন সন্দেহ ও সংশয় থেকে রেহাই পাননি। তাঁদের অনেকেই এই শ্রেণীর সংশয়ের অভিযোগ নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে

২৫৪. সূরা আল আ’রা-ফ-৭:২০

২৫৫. বুখারী ইফা. হা/৩০৪৩, আপ্র. হা/৩০৩৪, তাও. হা/৩২৭৬, মুসলিম মাশা. হা/৩৬২

এসেছেন। তাঁরা বলেছেন, 'আমরা আমাদের মনে এমন কথা অনুভব করি, যা আমাদের কেউ তা মুখে উচ্চারণ করতে বিশাল মনে করে! তিনি বললেন, "তোমরা কি সত্যই তা অনুভব কর?" তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন,

ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ "এটা তো স্পষ্ট ঈমান।"[২৫৬]

অর্থাৎ, তাদের শয়তানী কুমন্ত্রণা প্রতিহত করা এবং তা মনে বিশাল জানাই হল স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ ঈমানের পরিচায়ক।

অনুরূপ এক সাহাবী এসে অভিযোগ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার মনে এমন জঘন্য কল্পনা পায়, যা মুখে উচ্চারণ করার চাইতে কয়লা হয়ে যাওয়া তার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' তিনি বললেন,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ للهِ الَّذِى رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তার (শয়তানের) চক্রান্তকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করে প্রতিহত করেছেন।"[২৫৭]

এই শ্রেণীর সংশয় প্রক্ষেপ নবীদের মনেও ঘটেছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা প্রতিহত করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

---

২৫৬. মুসলিম মাশা. হা/৩৫৭

২৫৭. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৫১১৪

"আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষাণ-হৃদয়। নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে। আর এ জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন।"[২৫৮]

এখানে আকাঙ্ক্ষা বলতে মনের কথা। উদ্দেশ্য, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মনে মনে কোন কথা বলতেন, তখন শয়তান ছলনার সাথে তাঁর কথায় কিছু প্রক্ষেপ করত। যেমন, 'যদি আল্লাহর কাছে চাইতে, তিনি তোমাকে গনীমতের মাল দান করতেন, ফলে মুসলিমরা সচ্ছল হতো।' অথবা 'যদি পৃথিবীর সকল লোক ঈমান আনয়ন করত।' কিন্তু শয়তান কুমন্ত্রণা দ্বারা যা তাঁর আকাঙ্ক্ষায় প্রক্ষিপ্ত করত, মহান আল্লাহ তাঁকে হকের প্রতি সতর্ক করে এবং নিজ উদ্দেশ্যের প্রতি অবহিত করে তা বিদূরিত করতেন।

পক্ষান্তরে যারা বলেছে যে, শয়তান কুরআনের মধ্যে তা ভরে দিয়েছে, যা তার অংশ নয়, তারা সত্য ও বাস্তবতা থেকে বহু দূরে। সে ধারণা খন্ডন করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর অহীর প্রচারে নির্ভুল ছিলেন।

মানুষের মনে শয়তান কোন্ শ্রেণীর সংশয় প্রক্ষেপ করে, তার ব্যাপারে শাক্বীক্ব বালখী বলেছেন, 'প্রত্যহ সকালে শয়তান আমার জন্য চারটি ঘাঁটিতে বসে থাকে; আমার সামনে, পিছনে, ডানে ও বামে।

সুতরাং সে যখন আমার সামনের দিকে এসে বলে, 'ভয় করো না। আল্লাহ তো মহা ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।' তখন আমি পড়ি,

---

২৫৮. সূরা হাজ্জ-২২: ৫২-৫৪

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তার জন্য বড় ক্ষমাশীল যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকাজ করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে।[২৫৯]

সে যখন আমার পিছন দিক থেকে এসে আমার ছেড়ে যাওয়া পরিবার-পরিজনের (না খেতে পেয়ে) নষ্ট হওয়ার ভয় দেখায়, তখন আমি পড়ি,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ, আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই।[২৬০]

সে যখন আমার ডান দিকে এসে নারী (অথবা সুনাম)এর মাধ্যমে ফিতনায় ফেলতে চায়, তখন আমি পড়ি,

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, পরহেযগারদের জন্যই তো শুভ পরিণাম!'[২৬১]

আর সে যখন আমার বাম দিকে এসে ইন্দ্রিয় বাসনার মাধ্যমে আমার পদস্খলন ঘটাতে চায়, তখন আমি পড়ি,

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

অর্থাৎ, এদের এবং এদের কামনার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে।[২৬২]

♦ ১১। মদ

♦ ১২। জুয়া

♦ ১৩। মূর্তিপূজার বেদী

♦ ১৪। ভাগ্য-নির্ণায়ক শর

মানুষকে ভ্রষ্ট করার শয়তানের অসীলাসমূহের মধ্যে উক্ত চারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ খবর দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেছেন,

---

২৫৯. সূরা ত্বহা-২০:৮২
২৬০. সূরা হুদ-১১:৬
২৬১. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:১২৮
২৬২. সূরা সাবা-৩৪:৫৪, ইগাষাতুল লাহ্ফান ১/১০৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

"হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না?"[২৬৩]

✡ **মদ** ঃ প্রত্যেক মাদকদ্রব্য, যার ব্যবহারে মাদকতা ও নেশা সৃষ্টি হয়।

✡ **জুয়া** ঃ বাজি, যাতে এক পক্ষের লাভ ও অপর পক্ষের ক্ষতি থাকে।

মূর্তিপূজার বেদী ঃ সে মূর্তি মাটির উপরে থাক অথবা ভিতরে। যা আল্লাহ ব্যতিরেকে তার ইবাদত, উপাসনা বা পূজার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে; চাহে তা পাথর হোক অথবা গাছ, প্রতিমা, কবর বা পতাকা।

ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঃ যে তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা হয়; ফালকাঠি, ফালনামা ইত্যাদি।

শয়তান উক্ত চার প্রকার জিনিসের মাধ্যমে মানুষকে ভ্রষ্ট করে থাকে। পরন্তু এ জিনিসগুলি এমনিতেই ভ্রষ্টকারী। যেহেতু এগুলির পরিণাম বড় অশুভ ও ক্ষতিকর, এগুলির প্রভাব বড় মন্দ।

মাদকদ্রব্য সেবন করলে মানুষ জ্ঞানশূন্য হয়। আর জ্ঞানশূন্য হলে মহাপাপ ঘটে, নিষিদ্ধ কর্ম কৃত হয়, সৎকর্ম বর্জিত হয় এবং আল্লাহর বান্দাগণকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ কথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ

"মাদকদ্রব্য সকল জঘন্য কর্মের মা।"[২৬৪]

---

২৬৩. সূরা মায়িদাহ-৫:৯০-৯১

২৬৪. ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩৬৬৭, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/৩৩৪৪

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।"[২৬৫]

উষমান বিন আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "তোমরা মদ থেকে দূরে থাকো। কারণ তা হল সকল নোংরা কাজের প্রধান। তোমাদের পূর্বযুগে একটি লোক ছিল, যে সর্বদা আল্লাহর ইবাদত করত এবং লোকজন থেকে দূরে থাকত। এক ভ্রষ্ট মেয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলল। সে এক সময় তার দাসী দ্বারা কোন ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার নাম করে তাকে ডেকে পাঠাল। সে দাসীর সাথে এসে তার বাড়িতে প্রবেশ করল। এক একটা দরজা পার হতে তা বন্ধ করা হল। অবশেষে এক সুন্দরী মহিলার নিকট পৌঁছল। তার সাথে ছিল একটি কিশোর ও মদের পাত্র।

মেয়েটি বলল, 'আমি আসলে তোমাকে কোন সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি। আমি তোমাকে ডেকেছি আমার সাথে মিলন করার জন্য অথবা এই কিশোরকে খুন করার জন্য অথবা এই মদ পান করার জন্য। তাতে যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে আমি চিৎকার করে তোমার নামে অপবাদ দিয়ে তোমাকে লাঞ্ছিত করব।'

সুতরাং সে যখন নিরুপায় অবস্থা দেখল, তখন মদপানকে হাল্কা মনে করল। বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে এক গ্লাস মদ দাও।' সে তা পান করল। কিন্তু সে দ্বিতীয় গ্লাস চাইল। অতঃপর নেশায় চুর হলে সে মেয়েটির সাথে ব্যভিচার করল এবং সবশেষে কিশোরটিকেও খুন করে বসল।

সুতরাং তোমরা মদপান থেকে দূরে থাকো। যেহেতু বান্দার মধ্যে মদ ও ঈমান কখনই একত্র হতে পারে না। আর হলে অদূর ভবিষ্যতে একটি তার সঙ্গীকে বহিষ্কার করে দেয়।"[২৬৬]

এক আনসারী কিছু সাহাবীর জন্য খাবার প্রস্তুত করলেন। মদ হারাম হওয়ার আগে তাদেরকে মদও খেতে দিলেন। সুতরাং তাঁরা মদ খেয়ে আপোসে গর্ব করতে লাগলেন। পরিশেষে মারামারিও শুরু হয়ে গেল।

২৬৫. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩০৪৩, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩২৫৯
২৬৬. নাসাঈ মাপ্র. হা/৫৬৬৬, বাইহাক্বী ১৭১১৬

তাঁদের একজন সা'দ বিন আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন।[২৬৭]

এক সাহাবী মদ হারাম হওয়ার পূর্বে মদ পান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ইমামতি করছিলেন। সূরা পড়ার সময় পড়লেন,

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

অর্থাৎ, বল হে কাফেরদল! আমি তার পূজা করি, যার পূজা তোমরা কর!

এরই প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় স্বলাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার।"[২৬৮]

ব্যক্তি, সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে মদের অপকারিতা কারো অজানা নয়। শয়তানের কারসাজিতেই তার বাজার বড় রমরমা। ছোটলোক থেকে ভদ্রলোক পর্যন্ত নারী-পুরুষ তার বাজারে ভিড় জমিয়ে থাকে।

জুয়াও মদের মতো নেশাদার কর্ম। তাতে একবার কেউ নেশাগ্রস্ত হলে তাকে ছাড়ানো দুষ্কর। তাতে মানুষের সময় ও অর্থ লুঠ হয়। সৃষ্টি হয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি।

শয়তান গায়রুল্লাহ পূজার বেদী তৈরি করতে বড় আগ্রহী। কারণ সেখানে শির্কের আখড়া গড়ে ওঠে, হয়ে ওঠে ঈমান লুটার সুন্দর ঘাঁটি। সে ঘাঁটিতে বসে সে আরাম-সে শিকার ঘায়েল করতে পারে। তাই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে গায়রুল্লাহর পূজাপাঠের ব্যবস্থা করে।

নূহ (আলায়হিস সালাম) এর সম্প্রদায় বুযুর্গ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা তাদের লোকেদেরকে বলেছিল,

لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

অর্থাৎ, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ্, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াঊ'ক ও নাস্‌রকে।[২৬৯]

২৬৭. আদ-দুর্রুল মানসূর ৩/১৫৮
২৬৮. সূরা আন নিসা-৪:৪৩
২৬৯. সূরা নূহ-৭১:২৩

এঁরা ছিলেন নূহ (আলায়হিস সালাম) এর জাতির সেই লোক যাঁদের তারা ইবাদত করত। এঁরা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আরবেও তাঁদের পূজা শুরু হয়েছিল। তাই وَدّ (অদ্দ) 'দূমাতুল জানদাল'এর কাল্ব গোত্রের, سُوَاع (সুআ) সমুদ্র উপকূলবর্তী গোত্র 'হুযায়েল'-এর, يَغُوْث (য়্যাগূস) ইয়ামানের সাবার সন্নিকটে 'জুরুফ' নামক স্থানের 'মুরাদ' এবং 'বানী গুত্বাইফ' গোত্রের, يَعُوْق (য়্যাঊক্ব) হামদান গোত্রের এবং نَسْر (নাস্র) হিম্য়্যার জাতির 'যুল কিলাআ' গোত্রের উপাস্য ছিলেন।[২৭০]

এই পাঁচটিই হল নূহ (আলায়হিস সালাম) এর জাতির নেক লোকদের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁদের কবর যিয়ারত করত এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করত। তাঁদের কবরের তা'যীম করত। অতঃপর শয়তান তাঁদের ভক্তদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এঁদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা সর্বদা তোমাদের স্মরণে থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এঁদের পূজা করত, যাঁদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।[২৭১] আর পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম মূর্তিপূজা।

একটা প্রসিদ্ধ গল্প প্রচলিত আছে। গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সাপ্তাহিক হাট। সেখানে এক পান-ওয়ালা পান বিক্রি করত। এক হাটের দিন সকালে যাওয়ার পথে এক বিশাল বটগাছের নিচে মাথা থেকে পানের ঝুড়ি নামিয়ে বিশ্রাম নিল। পুনরায় ঝুড়ি মাথায় তুলে নিতে যাওয়ার সময় ভর্তি ঝুড়ি থেকে কয়েকটি পান পড়ে গেল। ঝুড়ি নামিয়ে পানগুলিকে তুলে নিতে গিয়ে দেখে শেষ পানটির নিচে শিয়ালের গু রয়েছে। আমানতদার পান-ব্যবসায়ী ভাবল, গু-লাগা পান মানুষকে বিক্রি করা

২৭০. ইবনে কাষীর, ফাতহুল ক্বাদীর
২৭১. বুখারী তাও. হা/৪৯২০

অন্যায় হবে। সুতরাং তা ফেলে রেখে হাটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আলু-ওয়ালা সেই পথে হাটে যাচ্ছিল। সে এই সাত সকালে বটগাছের নিচে পান পড়ে থাকতে দেখে অবাক হল। এই গাছের নিচে কেন এই টাটকা পানের পাতা পড়ে আছে? ধাঁ করে তার মনে অস্বাভাবিকতার অন্ধবিশ্বাস দানা বাঁধল। শয়তান তার মনে ফুসমন্ত্র দিল, পানটা কি এমনিই পড়ে আছে? নিশ্চয় কোন কারণ আছে। যে পানটা দিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় কোন উপকার বুঝে দিয়ে গেছে। তুইও যদি দু'টো আলু রেখে যাস, তাহলে তোরও উপকার হবে, ব্যবসায় লাভ বেশি হবে। যেমনি ভাবা, অমনি কাজ। ঝুড়ি থেকে দু'টো আলু নিয়ে পানের পাশে রেখে দিয়ে হাটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর পিঁয়াজ-ওয়ালাও তাই করল। বেগুন-ওয়ালাই বা বাদ যায় কেন? সেও দু'টো বেগুন রেখে হাটে গেল। যারা হাট করতে যাচ্ছিল, তাদের অনেকেই সেখানে পান, আলু, পিঁয়াজ, বেগুন ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখে ভাবতে লাগল কারণের কথা। শয়তান একই ভাবে তাদের মনে ফুসমন্ত্র দিল। তারাও কোন মঙ্গলের আশায় সেখানে টাকা-পয়সা রেখে হাটে যেতে লাগল।

দুপুরের দিকে পান-ওয়ালা ফিরার পথে নিজের ফেলে যাওয়া পানটির দিকে লক্ষ্য করতেই আজব কান্ড দেখতে পেল। ঝুড়ি নামিয়ে সাথে সাথে সেসব কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেও ভাবতে লাগল, সে পানে গু লেগেছিল বলে পান ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু তার পাশে আলু, পিঁয়াজ, বেগুন, পয়সা ইত্যাদি পড়ে কেন?

শয়তান তার মনে ফুসমন্ত্র দিল, 'দ্যাখ্! এটা সুবর্ণ সুযোগ। আর পানের ঝুড়ি মাথায় বয়ে মাথায় টাক ফেলতে হবে না। ওখানে একটা আস্তানা বানিয়ে বসে যা, আপ-সে রোজগার হবে।'

যেই চিন্তা, সেই পরিকল্পনা। সন্ধ্যার দিকে কিছু ইট-সিমেন্ট নিয়ে রাতারাতি বটগাছের নিচেটা বাঁধিয়ে দিল এবং তার উপরে একটা কঞ্চির ডগায় সবুজ কাপড় বেঁধে পতাকা গেড়ে দিল। আর তার নিচে পান রেখে দিয়ে তার 'কারামত-ব্যবসা' শুরু করে দিল। ফল ভালই হতে লাগল।

পথ বেয়ে যে পথিকই পার হয়ে যায়, সেই তার সাথে থাকা কিছু না কিছু প্রণামি দিয়ে যায়।

ধীরে-ধীরে আয় বাড়তে লাগল। আয় আরো বৃদ্ধির জন্য একটি সাইনবোর্ড ঝুলানোর ব্যবস্থা করল, যাতে লোকমাঝে আস্তানাটি স্বনামে প্রসিদ্ধ হয়।

কিন্তু তার নাম কী দেওয়া যায়? বড় ভাবনা-চিন্তার পর সে নাম আবিষ্কার করল। আস্তানাটির মূল সূত্র যখন শিয়ালের গু থেকে, তখন তার নাম হল 'পীরে-কেবলা আল্লামা শিয়াল-গাযী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাযার'।

আয় বৃদ্ধি পেল। সেই আয় দ্বারা পাশে বিল্ডিং হল, মাযার হল। বার্ষিক মেলা ও উরস অনুষ্ঠান হতে লাগল। নযর-নিয়ায, সেলামি-উপঢৌকন সহ আরো কত কীসের অর্থ-আমদানি হতে লাগল। সরকারী সহযোগিতা ও নিরাপত্তা লাভ করল। যেমন মুশরিক সরকারও অর্থ-আয়ের একটা উৎস খুঁজে পেল।

পাকা রাস্তা বা রেল-লাইনের ধারে ধারে এই শ্রেণীর কত মাযার আছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ তারই অসীলায় উদরপূর্তি ও অর্থোপার্জন করে। শয়তানী সহায়তায় শির্কের আখড়া সমৃদ্ধি লাভ করে। সরল মুসলিম তারই আকর্ষণে ফেঁসে গিয়ে মুশরিক হয়ে যায়।

আসলে শয়তান হয় তার বিজ্ঞাপক। তার জন্য 'কারামত' সৃষ্টি করা কাজ তারই। আল্লাহর তকদীর অনুযায়ী কিছু লোকের আশা পূরণ হয় সেখানে। ফলে ঝড়ে কাক মরে, আর শিয়াল-গাযীর কেরামতি বাড়ে।

এক দম্পতির সন্তান হয় না। ডাক্তার দেখিয়েও লাভ হল না। এক বুড়ির রূপে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, খাসি মানত কর, সন্তান হবে।'

এক লোকের রোগ ভাল হয় না। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজি কোন ওষুধ কাজে লাগল না। এক বুড়োর বেশে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, মুরগী মানত কর, রোগ ভাল হবে।'

একজনের ব্যবসায় নোকসান আর নোকসান যায়। এক শুভানুধ্যায়ীর

বেশে শয়তান বলে, ‘শিয়াল-গাযীর মাযার যা, হাজার টাকা মানত কর, ব্যবসায় লাভ হবে।’

একজনের মামলা চলছে, মামলায় জিততে হবে। এক হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে শয়তান বলে, ‘শিয়াল-গাযীর মাযার যা, সিন্নী মানত কর, মামলায় জিত হবে।’

শয়তান সেই আখড়ায় বাসা বাঁধে। সেখানে অবস্থান করে পূজা নিতে থাকে। কোন কোন সময় তার ভক্তদেরকে অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করে তাদের ভ্রষ্ট ঈমান পাকা ও মজবুত করে। কখনো গায়বী আওয়াজ শোনায়। কখনো আশা নিয়ে আগত ভক্তদের আশা পূরণ করে। কখনো কাকতালীয়ভাবে সেখানে তাদের আশা পূরণ হয়। তাই তারা সেখানে তাদের প্রয়োজনের কথা জানায়। বিপদে আহবান করে। যুদ্ধের (ও ভোটের) সময় সেখানে বিজয় প্রার্থনা করে। নজর ও নিয়ায নিবেদন করে। সেখানে পশু বলিদান করে। নাচে-গানে-কাওয়ালীতে সরগরম করে। মহা সমারোহে তার জন্য মেলা ও উরস অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। এই (মাটির নিচের ও উপরের) মূর্তির মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ ভ্রষ্ট হয়েছে। যার জন্য ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করে বলেছিলেন,

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ - رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

“হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ কর এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হতে দূরে রাখ। হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।”[২৭২]

ভাগ্যনির্ণায়ক শর ব্যবহার দ্বারা শয়তান মানুষকে শির্কে আপতিত করে। কারণ অদৃশ্য ও ভাগ্য বিষয়ক জ্ঞান কেবল মহান প্রতিপালকের নিকটেই। কোন সংশয়যুক্ত কাজে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শরীয়তে আমাদের জন্য

২৭২. সূরা ইবরাহীম-১৪:৩৫-৩৬

'ইস্তিখারাহ' বিধেয় আছে। কিন্তু তা ছেড়ে মানুষ শর বা তীর দ্বারা, ফালকাঠি ও ফালনামা দ্বারা, লিখিত বর্ণমালা বা পাখি ব্যবহার দ্বারা নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জানতে চায়। অথচ তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না, জানতে পারে না। আগামীর সফর মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল, অমুক জায়গায় বিয়ে শুভ হবে, না অশুভ, অমুক ব্যবসায় লাভ হবে, নাকি ক্ষতি হবে এবং আরো অনেক ভাগ্য-ভবিষ্যতের খবর জানতে মানুষ আগ্রহী ও উদ্‌গ্রীব হয়, তাএই সুযোগ গ্রহণ করে শয়তান মানুষকে শির্কে লিপ্ত করে।

♦ ১৫। যাদু

শয়তানের বিভ্রান্ত করার অন্যতম অসীলা যাদু। এর দ্বারা সে মানুষকে শির্কে ফেলে, কষ্ট দেয় ও সংসার নষ্ট করে। কোথাও অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করে আবার কোথাও বৈধ প্রেমের শিশমহল ভেঙ্গে চুরমার করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি; বরং শয়তানেরাই কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত)

কাউকেও শিক্ষা দিত না। তবু এ দুজন হতে তারা এমন বিষয় শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত!"[২৭৩]

যাদুর প্রকৃতত্ব

যাদুর কি প্রকৃতত্ব আছে, নাকি তা কেবল মানসিক খেয়াল। এ নিয়ে উলামাদের দুটি মত আছে। অনেকে বলেছেন, তা হল মনের খেয়াল। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ

"মুসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' সুতরাং ওদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হল, ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো যেন ছুটাছুটি করছে।"[২৭৪]

অন্য অনেকে বলেন, যাদুর প্রকৃতত্ব ও বাস্তব প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন সূরা বাক্বারার উপরোক্ত আয়াতে তা স্পষ্ট হয়েছে।

সঠিক হল, যাদু দুই প্রকার। প্রথম হল খেয়াল, যা বাহ্যতঃ মানুষের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে দেখানো হয়। আর দ্বিতীয়, যার প্রকৃতত্ব ও বাস্তব প্রতিক্রিয়া আছে। যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা যায় এবং মানুষকে রোগগ্রস্ত করে কষ্ট দেওয়া যায়।

নবী ﷺ কে যাদু করা হয়েছিল। তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি অমুক কাজ করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। অতঃপর জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম) ফালাক ও নাস এই দুই সূরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে,

২৭৩. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১০২
২৭৪. সূরা ত্বহা-২০:৬৬

এক ইয়াহুদী (লাবীদ বিন আ'সাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম) এর নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সূরা থেকে এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন।[২৭৫]

নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে যাদু করা হয়েছিল এবং সে যাদু তাঁর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল বলে এ ধারণা করা ঠিক নয় যে, তার ফলে নবুঅত ও রিসালতও প্রভাবান্বিত হয়েছে। কারণ সে যাদু তাতে পৌঁছতে সক্ষম ছিল না। কেননা, তা মহান আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণে সুরক্ষিত। তিনি বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।”[২৭৬]

◆ ১৬। মানুষের দুর্বলতা

শয়তানের এটি একটি মাধ্যম। মানব-মনে বহু দুর্বলতা আছে। আসলে সেগুলি এক-একটি রোগ। এই রোগসমূহকে মানব-মনে বৃদ্ধি করে এবং তার মাঝে তাকে ভ্রষ্ট করার উন্মুক্ত দরজা লাভ করে। এমন রোগ যেমন ঃ অক্ষমতা, নিরাশা, হতাশা, গর্ব, গর্বযুক্ত আনন্দ, আত্মমুগ্ধতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, অহংকার, অত্যাচার, বিদ্রোহ, অস্বীকার, অকৃতজ্ঞতা, শীঘ্রতা, আবেগ, কার্পণ্য, বিতর্ক-প্রিয়তা, সন্দেহ, সংশয়, অজ্ঞতা, উদাসীনতা, প্রতারণা, মিথ্যা দাবী, ভীরুতা, ত্রাস, ধৈর্যহীনতা, সীমা লংঘন, বিষয়াসক্তি, অর্থলোলুপতা ইত্যাদি।

ইসলাম মানুষকে আত্মার সংশুদ্ধির প্রতি আহবান করে, মন পরিষ্কার ও

২৭৫. বুখারী ইফা. হা/৩০৩৭, আপ্র. হা/৩০২৭, তাও. হা/৩২৬৮, মুসলিম মাশা. হা/২১৮৯
২৭৬. সূরা হিজ্‌র-১৫:৯

বিশুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার সকল রোগকে নির্মূল করতে উৎসাহিত করে। আর এ কাজে প্রয়োজন আছে শ্রম ও চেষ্টা ব্যয়ের। যেমন প্রয়োজন আছে সে পথের কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করা।

পক্ষান্তরে কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ এবং মন্দপ্রবণ মনের আনুগত্য বাধাহীন পথের দুর্বার গতি।

প্রথম কাজটি হল ভারী পাথর মাথায় উঁচু পাহাড়ে চড়ার মতো কঠিন এবং দ্বিতীয় কাজটি হল উঁচু পাহাড় থেকে নিচের দিকে নামার মতো সহজ। এই জন্য শয়তানের আহবানে সাড়া পড়ে বেশি। পক্ষান্তরে হকের দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার লোক অতি নগণ্য, তাতে সাড়া দেওয়া বড় কঠিন।

এ অবসরে আমরা পাঠকের খিদমতে সলফদের কতিপয় উক্তি উদ্ধৃত করব, যার মাধ্যমে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে, শয়তান কীভাবে মানুষের দুর্বলতাসমূহের সুযোগ নিয়ে তাকে পথভ্রষ্ট করে।

মু'তামির বিন সুলাইমান বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, 'আমাকে বর্ণিত করা হয়েছে যে, কুমন্ত্রণাদাতা শয়তান আদম সন্তানের দুঃখ ও আনন্দের সময় তার হৃদয়ে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর আল্লাহর যিক্র করা হলে আত্মগোপন করে।'[২৭৭]

ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেছেন, 'এক পাদরীর নিকট শয়তান প্রকাশ পেলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আদম সন্তানের কোন্ কোন্ চরিত্র তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য বেশি সহায়ক?" সে বলল, "উগ্রতা। বান্দা উগ্র হলে আমরা তাকে উলট-পালট করি, যেমন শিশুরা বলকে উলট-পালট করে।"'[২৭৮]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, একদা নূহ (আলায়হিস সালাম) শয়তানকে সেই চরিত্রাবলী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, যার দ্বারা সে মানুষকে সর্বনাশগ্রস্ত করতে পারে। শয়তান বলল, 'হিংসা ও লোভ।'

২৭৭. তাফসীর ইবনে কাষীর ৮/৪৫০
২৭৮. তালবীসু ইবলীস ৪২পৃ.

Contents

কুরআনের সে ইতিহাস কারো অজানা নয়, যাতে শয়তান হিংসার দরজা দিয়ে প্রবেশ করে ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মাঝে কেমন শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল এবং তারা তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। পরিশেষে এক সময় তিনি মহান প্রতিপালকের প্রশংসা করে বলেছিলেন,

وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করে এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ,প্রজ্ঞাময়।”[২৭৯]

♦ ১৭। নারী

ভালো মানুষকে খারাপ ও সৎকে পথভ্রষ্ট করার শয়তানের একটি অসীলা হল নষ্ট-ভ্রষ্ট নারী। এ ব্যাপারে নবী ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

“আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক অন্য কোন ফিত্‌না ছাড়লাম না।”[২৮০]

ললনার ছলনার চাইতে বেশি বড় ফিতনার কারণ হল তার দেহ-সৌন্দর্য। এই জন্য ইসলাম পর পুরুষের কাছে তাকে পর্দার নির্দেশ দিয়েছে এবং তার দেহ-সৌন্দর্যকে গোপন করতে আদেশ করেছে। পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে চক্ষু অবনত করতে এবং নিষেধ করেছে চোখ তুলে নারী-সৌন্দর্যের দিকে তাকাতে। কারণ শয়তান তাকে অসীলা বানিয়ে পুরুষকে বিপথগামী করে। নবী ﷺ বলেছেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়,

২৭৯. সূরা ইউসুফ-১২:১০০

২৮০. বুখারী ইফা. হা/৪৭২৫, আপ্র. হা/৪৭২৩, তাও. হা/৫০৯৬, মুসলিম মাশা. হা/৭১২১

তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে।”[২৮১]

ইসলাম নিষেধ করেছে নারী-পুরুষের একাকিত্ব বা নির্জনতা অবলম্বন করতে। কারণ শয়তান তাতে সুযোগ গ্রহণ করে। নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

“যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী হয়।”[২৮২]

“তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।” আমরা বললাম, ‘আর আপনারও রক্ত-শিরায়?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, আমারও রক্ত-শিরায়। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সহায়তা করেন বলেই আমি নিরাপদে থাকি।”[২৮৩]

আধুনিক যুগে নারীদেহ বড় সুলভ ও সহজলভ্য। না চাইলেও দেখা যায়। আর ছবিতে ও প্রচার মাধ্যমে তো নারীকে নিয়ে পুরুষের সর্বশেষ কামনা চরিতার্থ করতেও দেখা যায়! প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শয়তানের ভাই-বন্ধুরা নগ্ন নারীদেহ দ্বারা ভালো মানুষকে যেভাবে ভ্রষ্ট করছে, তাদের কাছে খোদ শয়তানও হার মানবে।

◆ ১৮। বিষয়াসক্তি

বিষয়াসক্তি, দুনিয়া-প্রীতি, গদির লোভ ও ধনলোভ শয়তানের একটি হাতিয়ার। এটি প্রত্যেক পাপের মূল। এর কারণে কত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, কত নারী বিধবা হচ্ছে, কত শিশু অনাথ হচ্ছে, কত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হচ্ছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

◆ ১৯। গান-বাজনা

গান-বাজনার তীর দ্বারা শয়তান কত মানুষের হৃদয়কে শিকার করে এবং কত ভালো মনকে খারাপ করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, “আল্লাহর দুশমনের জাল ও ফাঁদসমূহের একটি হল

---

২৮১. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/১১৭৩, মিশকাত হাএ. হা/৩১০৯
২৮২. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৯৩৪
২৮৩ .ইবনে মাজাহ তাও. হা/১৭৭৯, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৯৩৫

তাই, যা দিয়ে সে স্বল্প বুদ্ধি, ইল্‌ম ও দ্বীনের মানুষদেরকে প্রতারিত করেছে এবং অজ্ঞ ও অকমর্ণ্য লোকেদের হৃদয়কে শিকার করেছে, আর তা হল শিস ও হাততালি শোনা, নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের সাথে গাওয়া গান শোনা। যার দ্বারা শয়তান কুরআন থেকে হৃদয়সমূহকে ফিরিয়ে নেয় এবং ফাসেকী ও পাপাচরণে আবদ্ধ রাখে। বলা বাহুল্য, তা হল শয়তানী কুরআন এবং রহমান ও হৃদয়ের মাঝে মোটা পর্দা। তা হল ব্যভিচার ও সমকামের মন্ত্র। এর মাধ্যমে শয়তান বহু অকেজো মনকে প্রতারিত করেছে। চক্রান্ত ও প্রতারণা করে তার কাছে তা সুশোভিত করেছে। বাতিল সন্দেহ অহী করে তার কাছে হালাল প্রতীয়মান করেছে। আর সে তার অহীকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং তার ফলে আল্লাহর অহী কুরআনকে বর্জন করেছে!”[২৮৪]

আজব ব্যাপার এই যে, বহু মানুষ আছে, যারা গান-বাজনার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করে, হেলে-দুলে, নেচে-গেয়ে তাদের ধারণা মতে আল্লাহকে খোশ করে! রহমানী কথামালা বর্জন করে শয়তানী কথামালা দ্বারা রহমানকে তুষ্ট করবে মনে করে!

এই শয়তানী কথামালা বা অবৈধ গানকে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম অনেক নাম দিয়েছেন। যেমন ঃ অসার বাক্য, তামাশা বাক্য, বাতিল বাক্য, ঝুটা বাক্য, ব্যভিচারের মন্ত্র, শয়তানী কুরআন, মুনাফিকী উৎপাদক বাক্য, আহমকের শব্দ, পাপময় শব্দ, শয়তানী শব্দ, শয়তানের বাঁশী, শয়তানী সুর ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর অশ্লীল, কুফরী, শির্কী, বিদআতী ও অর্থহীন অসার কবিতা দ্বারাও শয়তান বহু মানব-মনকে শিকার করে। যেহেতু মানুষ যে ব্যাপারে দুর্বল সেই দরজা দিয়ে তার মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করে। নবী ﷺ বলেছেন,

---

২৮৪. ইগাষাতুল লাহফান ১/২৪২

مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُو فِي مَسِيرِهِ بِاللهِ وَذِكْرِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ مَلَكٌ وَلاَ يَخْلُو بِشِعْرٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ كَانَ رِدْفَهُ شَيْطَانٌ

"যে মুসাফির আল্লাহ ও তাঁর যিক্র নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, ফিরিশ্তা তার সঙ্গী হন। আর যে কাব্য-চিন্তা নিয়ে একান্ততা অবলম্বন করে, শয়তান তার সঙ্গী হয়।"[২৮৫] মহান আল্লাহ 'কবিগণ' সূরায় সেই কথার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন,

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ - تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ - يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ - وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে জানাব কি, কার নিকট শয়তান অবতীর্ণ হয়? ওরা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের নিকট। ওরা কান পেতে থাকে এবং ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। আর কবিদের অনুসরণ করে বিভ্রান্ত লোকেরা। তুমি কি দেখ না, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে? এবং তা বলে, যা করে না।[২৮৬]

ঘুঙুর বা ঘন্টি শয়তানের বাঁশী

নবী ﷺ বলেছেন,

الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ

"ঘন্টি হল শয়তানের বাঁশী।"[২৮৭]

এই জন্য ফিরিশ্তা সে কাফেলার সঙ্গী হন না, যার সাথে ঘন্টি থাকে। নবী ﷺ বলেছেন,

لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ

"সেই কাফেলার সঙ্গে (রহমতের) ফিরিশতা থাকেন না, যাতে কুকুর

---

২৮৫. ত্বাবারানীর কাবীর হা/৮৯৫, সহীহুল জামে' মাশা. হা/৫৭০৬
২৮৬. সূরা শুআরা-২৬:২২১-২২৬
২৮৭. মুসলিম মাশা. হা/৫৬৭০

কিংবা ঘুঙুর থাকে।”[২৮৮] অনুমেয় যে, সে ঘুঙুর যদি কিশোরী বা যুবতীর পায়ে থাকে, তাহলে শয়তানী জালের প্রসার কত হবে? আবার তা যদি কোন নর্তকীর পায়ে থাকে, তার প্রভাব কত হবে?

ঘন্টি যদি শয়তানের বাঁশী হয়, তাহলে নানা শ্রেণীর মিউজিক কার বাঁশী হতে পারে? সুতরাং সেসব শোনা এবং নিজের কোন যন্ত্রে রিং-টন হিসাবে ইউজ করা কী রহমানের বান্দাগণের জন্য শোভনীয় হতে পারে?

♦২০। আনুগত্যে মুসলিমদের অবহেলা

শয়তানের এটি একটি ভ্রষ্ট করার অসীলা, মুসলিমদের মাঝে প্রবেশ করার ছিদ্রপথ। মুসলিমরা যদি ইসলামের সঠিক অনুসারী হতো, তাহলে কোনভাবেই শয়তান তাদেরকে ভ্রষ্ট করতে অথবা তাদেরকে নিয়ে আজব খেলা খেলতে সুযোগ পেত না। কিন্তু যখনই সে ইসলামী নির্দেশ পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তখনই সুযোগ বুঝে শয়তান তাকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।”[২৮৯]

বলা বাহুল্য, ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ মানেই শয়তান থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা। নচেৎ কিছু পরিমাণও বাড়ির বাইরে থাকলে যেমন ঝড়-তুফান থেকে কেউ নিস্তার পায় না, তেমনি কোন মুসলিম ইসলাম-গৃহের বাইরে থাকলে শয়তান থেকে নিরাপত্তা পায় না।

স্বলাতের কাতারে ঘন হয়ে দাঁড়াতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখা নিষেধ। কিন্তু এ নির্দেশ পালন না করে মুসল্লীরা দাঁড়ালে সেই ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে। হয়তো-বা সেই সুযোগে পাশাপাশি দুই মুস্বল্লীর মনেও ফাঁক ও

২৮৮. মুসলিম মাশা. হা/৫৬৬৮
২৮৯. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২০৮

ফারাক সৃষ্টি করে দেয়। তাই নবী ﷺ বলেছেন,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ لاَ يَتَخَلَّلُكُمْ الشَّيَاطِينُ كَأَوْلاَدِ الْحَذَفِ

"তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। (ঘন হয়ে দাঁড়াও) তোমাদের মাঝে ছাগলের কালো ছানার মতো যেন শয়তানরা প্রবেশ না করে।"[২৯০] তিনি আরো বলেছেন, মুসনাদে আহমাদ

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وتَراصُّوا فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لأَرَى الشَّيَاطِينَ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ كأنّها غَنَمٌ عُفْرٌ

"তোমরা কাতার সোজা কর এবং ঘন হয়ে দাঁড়াও। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! আমি শয়তানদেরকে তোমাদের কাতারসমূহের মাঝে মেটে রঙের ছাগলের মতো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি।"[২৯১]

শয়তানের কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা

শয়তান অনায়াসে মানুষের মনে প্রবেশ করে কীভাবে মানুষের চিন্তা ও মর্মমূলে পৌঁছতে সক্ষম হয় এবং নানা কথা প্রক্ষিপ্ত করে, তা আমরা বুঝতে পারি না। এ ব্যাপারে শয়তানের সৃষ্টিগত প্রকৃতিই তার সহযোগী। একেই আমরা 'অসঅসাহ' বা কুমন্ত্রণা বলি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন। তিনি তাকে বলেছেন, 'আল-অসওয়া-সুল খান্নাস', অর্থাৎ, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা।

শয়তান মানুষের পিছনে লেগে থাকে, আদম-সন্তানের মর্মমূলে বাসা বেঁধে থাকে। অতঃপর সে যখন ভুলে যায় অথবা উদাস হয়, তখন শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। তারপর যখন সে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান সরে পড়ে, আত্মগোপন করে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ

অর্থাৎ, শয়তান আদম সন্তানের রক্তশিরায় প্রবাহিত হয়।"[২৯২] এই

---

২৯০. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১৮৬১৮, হাকেম, মাশা. হা/৭৮৬

২৯১. ত্বায়ালিসী, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১১৯৪

২৯২. বুখারী ইফা. হা/১৯০৭, আপ্র. হা/১৮৯৫, তাও. হা/২০৩৮, মুসলিম মাশা. হা/৫৮০৭

কুমন্ত্রণা দ্বারাই হিংসুটে শয়তান আদমকে ভ্রষ্ট করেছিল এবং বেহেশ্‌তের বৃক্ষ ভক্ষণ করতে প্ররোচিত করেছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?"[২৯৩]

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

"অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল, তা প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।"[২৯৪]

শয়তান ইচ্ছারূপ ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং সে কোন মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের সাথে কথা বলতে পারে, কথা শুনাতে পারে, কোন আদেশ করতে পারে, কোন নিষেধ করতে পারে---যেমন তার ইচ্ছা।

শয়তানের আকৃতিধারণ

অনেক সময় মানুষের কাছে শয়তান আসে গোপনে মনে কুমন্ত্রণা দেওয়ার ছলে নয়, বরং তাকে মানুষের আকারে দেখা যায়, কখনো নেপথ্যে তার আওয়াজ শোনা যায় এবং তার দেহ দেখা যায় না। কখনো অদ্ভুত আকারে দেখা যায়। কখনো এমন আকারে আসে, দেখলেই মনে হয় তা জ্বিন।

অনেক সময় সে মিথ্যা বলে এবং ধারণা দেয় যে সে ফিরিশ্‌তা অথবা সে কোন গায়বী ব্যক্তি অথবা কোন মৃত মানুষের আত্মা। আর এ সকল ক্ষেত্রে সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলে অথবা কোন আধিদৈবিক বা ভৌতিক ওঝার মাধ্যমে অথবা কোন জ্বিন-আকৃষ্ট রোগীর জিভের মাধ্যমে

২৯৩. সূরা ত্বহা-২০:১২০
২৯৪. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২০

অথবা লেখার মাধ্যমে মত-বিনিময় হতে পারে।

এর চাইতে আরো বেশি কিছু ঘটতে পারে, কোন মানুষকে উড়িয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় চাইলে শয়তান অনেক কিছু এনে দিতে পারে। অবশ্য এ কাজ সাধারণতঃ ভ্রষ্ট মানুষদের আদেশেই করে, যারা আল্লাহর প্রতি কুফরী করে অথবা এমন কিছু করে যা শির্ক বা গর্হিত ও ঘৃণ্য।

এমন লোকেরা হয়তো-বা বাহ্যতঃ পরহেযগারী দেখিয়ে থাকে। কিন্তু অভ্যন্তরে তারা বেশ ভ্রষ্ট ও নোংরা হয়।

এ ব্যাপারে আমাদের প্রাচীন উলামা ও মুহাদ্দিসগণ অনেক খবর উল্লেখ করেছেন, যা মিথ্যাজ্ঞান বা যার সমালোচনা করার উপায় নেই, যেহেতু তা বহুধাসূত্রে প্রমাণিত।[২৯৫]

জ্বিনকে তুষ্ট করে জ্বিনের খিদমত নেওয়া

যারা জ্বিনের খিদমত নেয়, তারা আসলে তাকে তুষ্ট করে। শির্ক ও কুফরী করার মাধ্যমে তুষ্ট হয়ে জ্বিন মানুষের খিদমত করে। যেমন যাদুকরকে তার যাদু প্রদর্শনে সহযোগিতা করে, বাউলিয়াকে তার তথাকথিত 'কারামত' প্রদর্শনে সাহায্য করে এবং অনেক ফকীরবাবা ও দৈবজ্ঞকে অলৌকিক প্রদর্শনে মদদ যুগিয়ে থাকে।

তারা কিন্তু আসলে জ্বিনের জন্য এমন কিছু করে, যার ফলে তার নৈকট্য পাওয়া যায় এবং তার ফলে তুষ্ট হয়ে তাদের খিদমত আঞ্জাম দেয়। কখনো এমন কাজ তার জন্য তারা করে, যা শরীয়তে শির্ক বা কুফরী। যেমন অনেকে নোংরা জিনিস দিয়ে কুরআনের আয়াত লেখে, উল্টা করে কুরআনী আয়াত লেখে, তাদের নামে বলিদান দেয় ইত্যাদি। অতঃপর শয়তান তুষ্ট হয়ে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করে। তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, কোন দূরবর্তী জায়গা থেকে কিছু এনে দেয়, এমন লোকের নিকট থেকে খাদ্য বা অর্থ চুরি করে আনে, যারা আল্লাহর যিক্‌র ব্যবহার করে না। আরো কত কী করে!

২৯৫. এ ব্যাপারে ভৌতিক কাহিনী দ্রঃ জামেউর রাসাইল, ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ ১৯০-১৯৪পৃ.

গায়বী ব্যক্তি

ত্বাহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যাকার বলেন, “কিছু শয়তান আছে, লোকেরা তাদেরকে ‘গায়বী ব্যক্তি’ বলে থাকে। কিছু লোক তাদের সাথে কথা বলে। তাদের মাধ্যমে কিছু অলৌকিক কর্মকান্ড ঘটে থাকে, যার কারণে লোকেরা তাদেরকে আল্লাহর আওলিয়া ধারণা করে থাকে। ওদের কেউ কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করে থাকে। বলে, রসূল তাকে মুশরিকদের সপক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ দিয়েছেন। কারণ মুসলিমরা অবাধ্য হয়ে পড়েছে।”

অতঃপর উক্ত ব্যাখ্যাতা আরো বলেন, “প্রকৃতপক্ষে ওরা হল মুশরিকদের ভাই।”

আসলে যা দেখা যায়, তা হল শয়তানের চেলাচামুন্ডা। গায়বী ব্যক্তি যাদেরকে ধারণা করা হয়, তারা হল জ্বিন। ওরা ওদেরকে ‘রিজালুল গায়ব’ (অদৃশ্য পুরুষ) বলে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

“কতিপয় পুরুষ মানুষ কতক পুরুষ জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।”[২৯৬]

আসলে অধিকাংশ মানুষের নিকট কিতাব ও সুন্নাহর সে নিক্তি নেই, যার দ্বারা আওলিয়াউর রাহমান ও আওলিয়াউশ শায়তানের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। এই জন্য তারা শয়তানী কোন কর্মকাণ্ড দেখলেও তা আওলিয়ার কারামত মনে করে বসে, যাদুকে কারামত ধারণা করে।

অথচ মুসলিমের উচিত, শরীয়তের মানদণ্ডে বিচার করে কোন কিছু বিশ্বাস করা, কাউকে আল্লাহর অলী বলে স্বীকার করে নেওয়ার আগে বারবার যাচাই করে দেখা। উর্দু-কবি বলেছেন,

‘উড়তে আগার হুয়ে হাওয়া পর ফকীর জী,

---

২৯৬. সূরা জ্বিন-৭২:৬

ঘুস্‌তে হো আগ মেঁ তো না জালতা হো উন্‌ভী।
দরিয়া কো পায়েরতে তো পা তর্‌ না হো কভী,
সুন্নাত কে হ্যায় খেলাপ তো সম্‌ঝো উন্‌হে গাবী।'

কোন দরবেশ যদি বাতাসে উড়তে পারে, আগুনে প্রবেশ করলে তার একটা পশমও না পোড়ে, নদীর উপরে হেঁটে গেলেও যদি তার পা না ভেজে, তবুও সে যদি সুন্নাতের খিলাপ হয়, তাহলে বুঝবে, সে হল ভ্রষ্ট।

ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, "যে ব্যক্তি রাহমানী ও নাফসানী অবস্থার মাঝে পার্থক্য করতে পারবে না, তার কাছে হক ও বাতিল তালগোল খেয়ে যাবে। আল্লাহ যার হৃদয়কে ঈমানের প্রকৃতত্ব ও কুরআনের আনুগত্য দ্বারা আলোকিত করেননি, সে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর মাঝে সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবে না। তার নিকট ঘটনা ও অবস্থা গোলমেলে হয়ে যাবে। যেমন বহু লোকের নিকট য়্যামামার মিথ্যুক নবী মুসাইলিমার ও আরো অনেকের ব্যাপার গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল, যাদের দাবী ছিল, তারা নবী; অথচ তারা ছিল ডাহা মিথ্যাবাদী।"[২৯৭]

এ ব্যাপারে অধিক পথনির্দেশনা পেতে তাঁর গ্রন্থ 'আল-ফুরক্বান বাইনা আওলিয়াইর রাহমানি অআউলিয়াইশ শাইত্বান' পঠনীয়।

জ্বিন বশ করা কি সম্ভব?

আল্লাহর নবী সুলাইমান (আলায়হিস্ সালাম) এর পর আর কারো জন্য জ্বিনকে তার অধীনস্থ করে দেওয়া হয়নি। যেহেতু মহান প্রতিপালক তাঁর জন্য জ্বিনকে তাবে করে দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন এক রাজ্য দান কর, যার অধিকারী আমার পরে অন্য কেউ হতে পারবে না। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।'[২৯৮]

মহান আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। সুতরাং তাঁর মতো আর

---

২৯৭. জামেউর রাসাইল ১৯৭ পৃ
২৯৮. সূরা সোয়া-দ-৩৮:৩৫

কারো জন্য জ্বিনকে বশীভূত করা সম্ভব নয়। অবশ্য কোন জ্বিন যদি স্বেচ্ছায় কোন মানুষের অনুগত হয়, তাহলে তাকে 'বশ করা' বলা হয় না। অনেক সময় এই আনুগত্যের জন্য মানুষ কোন বিনিময় প্রদান করে। কিন্তু তা কি বৈধ? জ্বিনকে অনুগত করা কি বৈধ?

যদি কেউ তার অনুগত জিনকে আল্লাহর ইবাদত শিক্ষা দেয় এবং তাকে জিন ও ইনসানের মাঝে দ্বীনের তবলীগে ব্যবহার করে, তবে তা শ্রেষ্ঠ অলীর কাজ।

আবার কেউ যদি তাকে কোন বৈধ সাংসারিক কাজে ব্যবহার করে এবং এই আনুগত্যের বিনিময়ে জিন যদি ইনসানের কাছে কোন হারাম মূল্য (যেমন, তার জন্য সেজদা, কুরবানী বা পশুবলিদান ইত্যাদি) না চায়,তবে তা জায়েয।

কিন্তু যদি কেউ জিনকে অবৈধ কাজে যেমন, শির্ক, হত্যা, চুরি ইত্যাদিতে, নিজেকে অলী বা বুযুর্গ জাহির করার উদ্দেশ্যে তার সাহায্যে কেরামতি প্রদর্শন, শত্রুতা করে কিংবা পয়সা কামাবার লোভে কাউকে অসুখে ফেলা, কোন নারী হাত করা ইত্যাদিতে ব্যবহার করে, তবে তা সুনিশ্চিতভাবে হারাম।[২৯৯]

রূহ হাজির করা

যে মানুষ মারা যায়, দেহত্যাগ করে বারযাখী বা কবর জগতে চলে যায়, সে আর ইহ জগতে ফিরে আসে না, কেউ তাকে আনতে বা হাজির করতে পারে না। মরণের পর কয়েক দিন বাড়িতে আসা-যাওয়া করে না। শবেবরাতের রাতেও কেউ ফিরে আসে না।'রূহ' একটি গায়বী বস্তু। তার প্রকৃতত্ব মানুষের জ্ঞান-বহির্ভূত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً

"তোমাকে তারা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তুমি বল, 'আত্মা আমার প্রতিপালকের আদেশ বিশেষ; আর তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা

২৯৯. মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷺ ১১/৩০৭, ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/২২৯

হয়েছে।"[৩০০] মহান আল্লাহ মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই রূহসমূহকে আটকে রাখেন।

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"মৃত্যুর সময় আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও চেতনা হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতঃপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চেতনা ফিরিয়ে দেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[৩০১]

অতঃপর ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে তিনি অপরাধী রূহকে আযাব ও অনুগত রূহকে শান্তি দিতে থাকেন। ও থাকে সিজ্জীনে, এ থাকে ইল্লিয়্যীনে। নেক রূহসমূহ থাকে তাদের প্রতিপালকের নিকটে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।"[৩০২] আর সে জীবন তাদের বিশেষ জীবন, এ জীবন থেকে তা অনুভূতির বাইরে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

"যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বল না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।"[৩০৩] আর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ

---

৩০০. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৮৫

৩০১. সূরা যুমার-৩৯:৪২

৩০২. সূরা আলে ইমরান-৩:১৬৯

৩০৩. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১৫৪

حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِى إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ

"তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থান ক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে বেড়ায়। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়।"[৩০৪]

জান্নাতে ইচ্ছামত পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। আওলিয়া ও সালেহীনদের রূহও পাখীর বেশে জান্নাতের গাছে গাছে অবস্থান করে।[৩০৫] এ দুনিয়ায় কোন রূহের ফিরে আসা যে অসম্ভব, সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ - لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

অর্থাৎ, যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) প্রেরণ কর। যাতে আমি আমার ছেড়ে আসা জীবনে সৎকর্ম করতে পারি।' না এটা হবার নয়; এটা তো তার একটা উক্তি মাত্র; তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ।[৩০৬]

সুতরাং সেই জগৎ থেকে এ জগতে কোন রূহ উপস্থিত করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে। যারা দাবী করে, তারা আওলিয়া বা অন্য কোন ভালো বা মন্দ লোকের রূহ হাজির করে, তারা মিথ্যুক।

مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

"এই বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও ছিল না; তাদের মুখনিঃসৃত বাক্য কি সাংঘাতিক! তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে।"[৩০৭]

তাহলে অনেক সময় তথাকথিত উপস্থিত রূহ যে কথা বলে, তা সত্য

---

৩০৪. মুসলিম মাশা. হা/৪৯৯৩
৩০৫. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৩/৪৫৫, ইবনে মাজাহ তাও. হা/১৪৪৯
৩০৬. সূরা মু'মিনূন-২৩:৯৯-১০০
৩০৭. সূরা আল কাহাফ-১৮:৫

হয় কীভাবে?

যদি সত্য হয়, তাহলে তা অনুমানে দু-একটা লেগে যাওয়া সত্য। নচেৎ তা শয়তান জ্বিনের মাধ্যমে অথবা উক্ত রূহের 'ক্বারীন' (আজীবন সঙ্গী) জ্বিন দ্বারা বলানো হয়।

অনেক 'জ্বিন-বাবা' অথবা 'জ্বিন-বিবি' রূহ হাজির করার নামে বাতিল উপায়ে মানুষের অর্থ-সম্পদ লুটে খাচ্ছে। আল্লাহই তাদের হিদায়াতের মালিক।

জ্বিনরা কি গায়েব জানে?

অনেক মানুষের ধারণা এই যে, জ্বিনরা গায়বের খবর বলতে পারে। নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজ দিতে পারে, চুরি যাওয়া জিনিসের চোর ধরে দিতে পারে ইত্যাদি।

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা গায়েব জানে না। দু-এক সময় বলে দিলেও তা দেখা জিনিস বলে, গায়বী বিষয় নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ না জানালে কেউ গায়বী খবর বলতে পারে না; এমনকি ফিরিশ্‌তাও নন, আম্বিয়াও নন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।'[৩০৮]

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর সময়ে জ্বিনদের বিষয়ে এই খবর প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে, জ্বিনরা গায়বের খবর জানে, আল্লাহ তাআলা সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) এর মৃত্যু দ্বারা সেই আক্বীদার ভ্রষ্টতা পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

"যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন উই পোকাই জ্বিনদেরকে

৩০৮. সূরা নামল-২৭:৬৫

Contents

তার মৃত্যু বিষয় জানাল; যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত, তাহলে ওরা এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।"[৩০৯]

তারা গায়বী খবর জানে না বলেই আসমানী খবর চুরি করে শুনতে যায় এবং তাদের প্রতি উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। আর সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

দৈবজ্ঞ ও গণকরা কি গায়েব জানে?

বহু সাধারণ মানুষ এ কথা ধারণা করে যে, তারা গায়বের খবর জানে, ভূত-ভবিষ্যতের খবর বলতে পারে। ফলে তারা তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের ভাগ্য জিজ্ঞাসা করে, চুরি বা অপরাধ সম্পর্কে হদীস খোঁজে, আরো কত কী।

অথচ তাদের এ ধারণা বিশাল ভুল। বাংলা প্রবাদে আছে, 'দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক, তবে কেন মাগে ভিক?'

যেহেতু মহান আল্লাহ ছাড়া এ আকাশ-পৃথিবীর কেউই গায়বের খবর জানে না, বলতে পারে না। তিনি রসূলদের মধ্যে যাঁকে ইচ্ছা, তাঁকে জানান, অতঃপর তিনি বলতে পারেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا - إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا - لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে তিনি রসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন। যাতে তিনি জেনে নেন, তারা তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছে; আর তাদের নিকট যা আছে, তা তাঁর জ্ঞানায়ত্ত এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের সংখ্যা গুনে রেখেছেন।" [৩১০]

---

৩০৯. সূরা সাবা-৩৪:১৪
৩১০. সূরা জ্বিন-৭২:২৬-২৮

বলা বাহুল্য, অমুক অদৃশ্যের খবর বলতে পারে---এই বিশ্বাস ভ্রষ্ট ও পাপময়। এ বিশ্বাস ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। যেহেতু মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে না। উক্ত ভ্রষ্ট আকীদার অপরাধ বর্ণনা করে হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

‘যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।’[৩১১]

এটা শুধু জিজ্ঞাসা করার সাজা। কিন্তু জিজ্ঞাসার পর উত্তরে বিশ্বাস করার সাজা আরো বড়। তিনি বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

“যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ জিনিসের সাথে কুফরী করে।”[৩১২]

অর্থাৎ, কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে বলা হয়েছে, সকল প্রকার ভূত-ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন।

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।[৩১৩]

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

অর্থাৎ, বল, ‘আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে

৩১১. মুসলিম মাশা. হা/৫৯৫৭
৩১২. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২/৪০৮, ৪৭৬, আবূ দাঊদ আলএ. হা/৩৮০৪, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৫২২
৩১৩. সূরা আল আন'আম-৬:৫৯

না।'[৩১৪]

দৈবজ্ঞ বা গণককে কেবল পরীক্ষাছলে অদৃশ্য জিজ্ঞাসা

কোন দৈবজ্ঞ বা গণককে লাঞ্ছিত করার জন্য এবং তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ তাদেরকে কোন অদৃশ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা দূষণীয় নয়। যেহেতু নবী ﷺ ইবনে স্বাইয়াদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কী দেখ?" সে বলল, 'আমার নিকট সত্যবাদী আসে ও মিথ্যাবাদী আসে।' তিনি বললেন, "ব্যাপারটা তোমার কাছে গোলমেলে হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য একটি জিনিস (মনে মনে) গোপন করেছি (সেটা কী বলতে পারবে)?" সে বলল, 'দুখ'। তিনি বললেন,

اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ

"ধুৎ! তুমি কখনই তোমার মর্যাদা অতিক্রম করতে পারবে না।"[৩১৫]

আসলে সেটা ছিল 'দুখান' শব্দ। নবী ﷺ এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাহাবাগণের জন্য প্রমাণ করলেন যে, সে যা দাবী করছে, তা মিথ্যা।

জ্যোতিষ-বিদ্যা

গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি-স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ করা যায় না। পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ঘটনাঘটনের সাথে তাঁর এই সৃষ্টি-বিচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই।

সুতরাং এই বিদ্যা শিক্ষা করা ও দেওয়া ইসলামে বৈধ নয়। যেহেতু তা এক প্রকার যাদু-বিদ্যা। আর যাদু-বিদ্যা ইসলামে হারাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ

৩১৪. সূরা নামল-২৭:৬৫

৩১৫. বুখারী ইফা. হা/১২৭২, আপ্র. হা/১২৬৫, তাও. হা/১৩৫৪, মুসলিম মাশা. হা/৭৫২৯

Contents

"যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।"[৩১৬]

আর এই যাদু-বিদ্যা সকল নবীগণের নিকট অবৈধ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ

অর্থাৎ, 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। 'তোমরা কুফরী করো না'---এ না ব'লে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও (যাদু) শিক্ষা দিত না।[৩১৭] এ ছিল সুলাইমান (আলায়হিস সালাম) এর যুগের কথা। মূসা (আলায়হিস সালাম) এর যুগে বলা হয়েছিল,

وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ

"যাদুকররা সফলকাম হয় না!"[৩১৮] মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً

"তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা জিব্‌ত (শয়তান, শির্ক, যাদু প্রভৃতি) ও তাগূত (বাতিল উপাস্যে) বিশ্বাস করে এবং অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, এদের পথ বিশ্বাসী (মুমিন)দের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।"[৩১৯] উমার বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'জিব্‌ত' মানে যাদু।[৩২০]

গণকের কথা সত্য হয় কেন?

ইসলামে গণক, দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ক বক্তাদের কাজ বৈধ নয়, তাদের বক্তব্য বিশ্বাস্য নয়, তাহলে তা সত্য হয় কেন?

---

৩১৬. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৩৯০৭
৩১৭. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১০২
৩১৮. সূরা ইউনুস-১০:৭৭
৩১৯. সূরা আন নিসা-৪:৫১
৩২০. তাফসীর ইবনে কাষীর

এ কথা বিদিত যে, তাদের বক্তব্যের সবটাই সত্য হয় না। যেটুকু হয়, তা হলঃ

- (ক) তা তাদের অনুমানের তীর কাকতালীয়ভাবে লেগে যাওয়া কথা।
- (খ) পারিপার্শ্বিকতা বুঝে অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান দ্বারা বলা কথা।
- (গ) চাতুর্যপূর্ণ ছল কথা।
- (ঘ) জ্বিনের সাহায্য নিয়ে তার দেখা কথা। অথবা

আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে পৃথিবীর কোন ঘটনার ফায়সালা করেন, ফিরিশতারা সে কথা শুনেন যেন পাথরের উপর শিকল পড়ার শব্দ। তাতে তাঁরা ঘাবড়ে যান বা মূর্ছিত হন। তাঁদের ঘাবড়ানি বা মূর্ছা-অবস্থা দূর হলে একে অপরকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ কী বললেন বা কী ফায়সালা করলেন?' বলেন, 'সত্য।' ফিরিশতাগণের আপোসের আলোচনায় নিম্ন আসমানের ফিরিশতামণ্ডলীও শামিল হন। তার কিছু চুরি-ছুপে শয়তান জ্বিন শুনে নেয় এবং তারাও একে অপরকে আপোসের মধ্যে জানিয়ে থাকে। আকাশের ধারে-পাশে শুনতে গেলে উল্কা ছুটে এসে বাধা দেয়। আল্লাহ পাক আকাশকে অবাধ্য শয়তান হতে হিফাযতে রেখেছেন। ফলে সে ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না।[৩২১]

কিছু শয়তান সেই খবর পৃথিবীতে তাদের সহচর গণকদের মনে পৌঁছে দেয়। গণকরা তাদের অনুমান ও ধারণার আরো শত মিথ্যা জুড়ে বিশদভাবে প্রচার করে। ফলে যা সত্য তা সত্য ঘটে, কিছু আন্দাজও সঠিক হয়ে যায় এবং অধিকতরই মিথ্যা ও অবাস্তব।[৩২২]

আর যারা গায়বী খবর বলে দেয়, যেমন চুরির চোরের নাম বলে দেয় অথবা সাক্ষাৎকারীর নাম-ঠিকানা বলে দেয়, তারা আসলে জ্বিন বা মানুষ শিশ্য ব্যবহার করে অথবা কোন যান্ত্রিক সহযোগিতায় জানা কথা তাকে বলে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সুনিশ্চিত যে, তারা গায়বের খবর অবশ্যই জানে না।

গণক ও দৈবজ্ঞরা শয়তানদের দূত

---

৩২১. সূরা আস স-ফফাত-৩৭:৭-১০

৩২২. বুখারী ইফা. হা/৪৩৪১, আপ্র. হা/৪৩৪১, তাও. হা/৪৭০১

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'গণকগণ শয়তানের দূত। যেহেতু মুশরিকরা তাদের দিকে ছুটে আসে। বড় বড় বিষয়ে তারা তাদের দিকে সশঙ্কচিত্তে দৌড়ে আসে। তাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদের নিকট বিচারপ্রার্থী হয়, তাদের বিচারে সন্তুষ্ট হয়; যেমন রসূলের অনুসারিগণ রসূলের সাথে অনুরূপ আচরণ করে থাকে। ওরা বিশ্বাস করে, গণকরা অদৃশ্যের খবর জানে, গায়বী বিষয়ে তারা খবর দিয়ে থাকে, যা অন্য কেউ জানে না। সুতরাং তারা মুশরিকদের নিকটে রসূলের মর্যাদায়!

প্রকৃতপক্ষে গণকরা শয়তানের দূত। সে তাদেরকে তার নিজ সম্প্রদায় মুশরিকদের নিকট প্রেরণ করেছে এবং তাদেরকে রসূলগণের সাথে তুলনা করেছে, তাই তার সম্প্রদায় তাদের আহবানে সাড়া দিয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর রসূলদের চরিত্র দিয়েছে, যাতে সে তাঁদের ব্যাপারে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করতে পারে। সে নিজ দূতগণকেই আসল সত্যবাদী ও অদৃশ্যজ্ঞে পরিণত করে। সুতরাং যেহেতু দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিশাল বৈপরীত্ব বর্তমান, সেহেতু নবী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি অবতীর্ণ জিনিসের সাথে কুফরী করে।"[৩২৩]

মানুষ দুই শ্রেণীভুক্ত ঃ গায়বী দাবীদার দৈবজ্ঞ (বা পীর-ফকীরবাবা) ইত্যাদির অনুসারী এবং মহান আল্লাহর রসূলগণের অনুসারী। আর এটা কোন মতেই সম্ভব নয় যে, বান্দা এদের অনুসারী হবে এবং ওঁদেরও অনুসারী হবে। বরং সে যত গণকের নিকটবর্তী হবে, তত রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দূরবর্তী হয়ে যাবে। সে যত পরিমাণ গায়বী খবরের দাবীদারকে সত্যায়ন করবে, সে তত রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে মিথ্যায়ন করবে।[৩২৪]

প্রকৃতপ্রস্তাবে যারা নানা জাতির ইতিহাস ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত,

---

৩২৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২/৪০৮, ৪৭৬, আবূ দাউদ আলএ. হা/৩৮০৪, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ তাও. হা/৫২২

৩২৪. ইগাষাতুল লাহ্ফান ১/২৭১

তারা অবশ্যই জানে যে, তাদের গণক ও যাদুকর শ্রেণীর মানুষ ও শয়তানী দূতগণকে তারা নবী ও রসূলগণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। তারা চোখ বন্ধ করে তাদের আনুগত্য করেছে ও করছে। তারা যা হালাল করেছে ও করছে, অনুসারিগণ তাই হালাল মনে করেছে ও করছে। তারা যা হারাম গণ্য করেছে, ভক্তগণ তাই হারাম মনে করেছে ও করছে। তারা ইচ্ছামতো ভক্তদের মাল কুক্ষিগত করেছে ও করছে। এমনকি তাদের অন্তঃপুরবাসিনীদেরকেও উদার মনে সঁপে দিয়েছে ও দিচ্ছে! তারা তাদের মুরীদ ও শিশ্যদের জন্য ইবাদতের এমন আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি নির্বাচন করেছে ও করছে, যাতে শয়তান খোশ হয়েছে ও হচ্ছে। বরং শয়তানের অনুগত মানুষই বেশি। প্রকৃতপক্ষে

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করেছে।"[৩২৫]

তাদের প্রতি উম্মাহর কর্তব্য

উক্ত প্রকার শয়তানী দূত, গণক, দৈবজ্ঞ বা গায়বের দাবীদার পীর-ফকীরবাবাদের প্রতি উম্মাহর কর্তব্য আছে। যারা মানুষের হাত দেখে, ভাগ্য গণনা করে, শনি দূর করে, ভূত-ভবিষ্যতের খবর বলে দেয়, ভালোবাসা বা বিচ্ছেদ, আকর্ষণ বা বিকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যোগ-যাদু-টোনা করে, বাণ মারে, ওষুধ করে, তাবীয করে এবং তারই মাধ্যমে লোকের মাল লুঠে খায়, তাদের প্রতি মুসলিম জাতির করণীয় আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

৩২৫. সূরা সাবা-৩৪:২০

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩২৬]

তাদেরকে বাধা দেওয়া উচিত। সাদা মনের মানুষদের নিকট তাদের প্রচার, পত্র-পত্রিকায়, টিভি ইত্যাদিতে তাদের প্রচার বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তাদের নানা প্রকার অভিচার ক্রিয়া দেখেও চক্ষু অবনত করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা আদৌ বৈধ নয়। নচেৎ বানী ইস্রাঈলের মতো অভিশপ্ত হতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ - كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

"বানী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।"[৩২৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।"[৩২৮]

যদি কেউ তা না করে, তা করা নিজের দায়িত্ব মনে না করে, তাহলে এমন নয় যে সে বেঁচে যাবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

৩২৬. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২০৮
৩২৭. সূরা মায়িদাহ-৫:৭৮-৭৯
৩২৮. মুসলিম মাশা. হা/১৮৬

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ

"যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে (আমভাবে) তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন।" [৩২৯]

শয়তানের বিরুদ্ধে মু'মিনের লড়ার হাতিয়ার

➲ প্রথমতঃ সতর্কতা ও সাবধানতা

শয়তান মানুষের আদি ও চিরশত্রু। কুচক্রী ঐ দুশমন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সতত আগ্রহী। মানুষকে নিজ দলে টানার কাজে নিরলস প্রচেষ্টায় ব্রতী। সে তো আদিকাল থেকেই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করেছে, সে তার পিছু ছাড়বে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী করে ছাড়ব।'[৩৩০]

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

সে বলল, 'তোমার ক্ষমতার শপথ! আমি অবশ্যই ওদের সকলকেই বিভ্রান্ত করব।'[৩৩১]

সুতরাং মুসলিমের উচিত সদা সতর্ক থাকা। দুশমনের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত থাকা, তার ভ্রষ্ট করার নানা অসীলা, মাধ্যম, উপায় ও পথ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করলে বাঁচা সহজ, নচেৎ অসতর্ক ও উদাসীন থাকলে তার ফাঁদে অনায়াসে পা ফেঁসে যাবে। তার হাতে লাগাম আসবে এবং সে তাকে নিয়ে যথা ইচ্ছা প্রস্থান করবে।

---

৩২৯. আবু দাউদ আলএ. হা/৪৩৪০, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২১৬৮

৩৩০. সূরা আল হিজ্র -১৫:৩৯

৩৩১. সূরা সোয়া-দ-৩৮:৮২

শয়তান ও মানুষের মাঝে এই লড়াইয়ের একটি সুন্দর চিত্রাঙ্কন করেছেন ইবনুল জাওযী رحمه الله। তিনি বলেছেন, "জেনে রেখো, হৃদয় হল দুর্গের মতো। এই দুর্গের চারিপাশে আছে প্রাচীর। তার আছে একাধিক দরজা। কোথাও আছে তার ভাঙ্গা অংশ। এই দুর্গের অধিবাসী হল বিবেক-বুদ্ধি। ফিরিশ্‌তা এই দুর্গে যাতায়াত করেন। তার পাশে আছে একটি আখড়া, সেখানে থাকে প্রবৃত্তি। সেই আখড়ায় শয়তানেরা যাওয়া-আসা করে অবাধে অব্যাহতভাবে। দুর্গ ও আখড়ার অধিবাসীদের মাঝে যুদ্ধ বাধে। শয়তানেরা সর্বদা দুর্গের সেই প্রাচীরের চারিপাশে ঘুরে-ফিরে দারোয়ানের অসতর্কতার সুযোগ অনুসন্ধান করে এবং কোন ভাঙ্গা অংশ দিয়ে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করতে চায়।

সুতরাং দারোয়ানের জন্য আবশ্যক, প্রাচীরের সকল দরজা চিনে রাখা, যার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ ভাঙ্গা অংশগুলিও (মেরামত করার চেষ্টায় অব্যাহত থাকা)। পাহারার কাজে নিমেষভরও শৈথিল্য ও ক্লান্তি প্রকাশ না করা। যেহেতু দুশমনের মাঝে কোন শৈথিল্য ও ক্লান্তি নেই।

এক ব্যক্তি হাসান বাসরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'ইবলীস কি ঘুমায়?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সে ঘুমালে তো আমরা স্বস্তি পেতাম।'

উক্ত দুর্গ যিক্‌রের আলো দ্বারা আলোকিত, ঈমানের দীপ্তি দ্বারা উদ্ভাসিত। তাতে আছে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ আয়না, কেউ পার হলেই তাকে তাতে সহজে দেখা যাবে। তাই শয়তান প্রথমে যে কাজটি করে, আখড়ায় বেশি বেশি ধুঁয়া সৃষ্টি করে। তার ফলে দুর্গের দেওয়ালগুলো কালো হতে শুরু করে, আয়নাগুলো অস্বচ্ছ হতে লাগে। কিন্তু পরিপূর্ণ বুদ্ধি ধুঁয়া প্রতিহত করতে থাকে এবং যিক্‌র দ্বারা আয়না পরিষ্কার করতে থাকে।

শত্রুর আছে নানা ধরনের আক্রমণ-কৌশল। কখনো সে আক্রমণ করে দুর্গে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রহরী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাকে প্রতিহত করে এবং দুর্গ থেকে বহিষ্কার করে। কখনো শত্রু প্রবিষ্ট হয়ে তান্ডব চালায়। কখনো প্রহরীর অসতর্কাবস্থায় সেখানে বসবাস শুরু করে। কখনো ধুঁয়া-বিতাড়নকারী বায়ু থেমে যায়, ফলে দুর্গের দেওয়াল কালো

হয়ে যায় এবং আয়নাগুলো অস্বচ্ছ হয়ে যায়। আর তার ফলে শয়তান পার হয়ে গেলেও তাকে দেখা যায় না। কখনো সে প্রহরীকে অসতর্কতার কারণে আহত করে, বন্দী করে নিজের ব্যবহারে লাগায়। সেখানে স্থায়ী হয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও তাতে সহযোগিতা করার উপর নানা ছল-বাহানা খোঁজে।"[৩৩২]

➲ দ্বিতীয়তঃ কিতাব ও সুন্নাহর পথ অবলম্বন

শয়তান থেকে নিজেকে বাঁচাবার সবচেয়ে বড় উপায় হল কিতাব ও সুন্নাহর পথ অবলম্বন করা। কুরআন বুঝে পড়া, তার সহীহ তাফসীর পড়া এবং সহীহ হাদীস জেনে আমল করা। এটাই হচ্ছে সরল পথ। আর শয়তানের পথ হল বাঁকা পথ। সে নিরলস প্রচেষ্টায় আছে, যাতে আমাদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে তার বাঁকা পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন, যেন তোমরা সাবধান হও।[৩৩৩]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন।[৩৩৪]

বলা বাহুল্য, কিতাব ও সুন্নাহতে যে আকীদা, আমল, উক্তি, ইবাদত ও

---

৩৩২. তালবীসু ইবলীস ৪৯পৃ.

৩৩৩. সূরা আনআম-৬:১৫৩

৩৩৪. আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, মিশকাত হাএ. হা/১/৫৯

নিয়ম-নীতি এসেছে, তা গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যা নিষিদ্ধ আছে, তা বর্জন করতে হবে, তবেই বান্দা শয়তান থেকে সুরক্ষা পাবে। এই জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৩৫]

সুতরাং যে ব্যক্তি ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করবে, সে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবেশ করবে, যেখানে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না। পরিপূর্ণরূপে ইসলামের অনুসরণ করলে শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ হবে না। পক্ষান্তরে যে ইসলামের পথে চলবে না, সে স্বভাবতই শয়তানের পথে চলবে। যে যতটা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, সে ততটা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

এই জন্যই মহান আল্লাহর হারামকৃত জিনিসকে হালাল করা, তাঁর হালালকৃত জিনিসকে হারাম করা অথবা কোন হারাম ও অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ করা, আসলে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করার নামান্তর। অথচ মহান আল্লাহ তাতে নিষেধ করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

" হে লোক সকল! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৩৬]

শয়তান মানুষকে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের আদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তা করে, সে আসলে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। অথচ মহান আল্লাহ তাতে নিষেধ করে বলেছেন,

---

৩৩৫. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২০৮
৩৩৬. সূরা আল বাক্বারাহ-২:১৬৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।"[৩৩৭]

কিতাব ও সুন্নাহর আমল শয়তানকে ক্রোধান্বিত করে। মানুষের আমল দেখে সে অনুতপ্ত হয়, দূরে পালায়। নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

"আদম-সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদে ও বলে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! আদম-সন্তান সিজদা করতে আদিষ্ট হয়ে সিজদা করেছে, ফলে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েও তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!"[৩৩৮]

➲ তৃতীয়তঃ আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও রক্ষা চাওয়া

শয়তান ও তার সিপাই-সৈন্য থেকে রক্ষা পেতে উত্তম উপায় হল মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় ও রক্ষা প্রার্থনা করা। 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পাঠ করা। যেহেতু তিনি পানাহ দিলে শয়তান বান্দার কোন ক্ষতি করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ - وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। আর যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা,

---

৩৩৭. সূরা নূর-২৪:২১
৩৩৮. মুসলিম মাশা. হা/২৫৪

সর্বজ্ঞ।”[৩৩৯]

মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ কে আদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন শয়তান ও তার উপস্থিতি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি বলেছেন,

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

“বল, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানদের প্ররোচনা হতে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের (শয়তানদের) উপস্থিতি হতে।”[৩৪০]

শয়তানের প্ররোচনা, কুমন্ত্রণা ও কুচক্রান্ত ইত্যাদি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে মহান আল্লাহর এই নির্দেশ। আর তার মানে শয়তানী শত্রুতার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। সে তাতে কোন প্রকার নমনীয়তা ও ত্যাগ স্বীকার করবে না। যেহেতু সে কেবল আদম-সন্তানের অমঙ্গলই চায়। সে মানুষের চরম শত্রু, প্রকাশ্য শত্রু।

ইবনে কাষীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেছেন, “ইস্তিআযাহ (আশ্রয় প্রার্থনা) হল, প্রত্যেক মন্দকারীর মন্দ হতে মহান আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া, তাঁর দরবারে শরণ নেওয়া।

আর ‘আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম’ মানে এই যে, আমি আল্লাহর সমীপে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাতে সে আমাকে আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে, যা করতে আমি আদিষ্ট, তা করতে যেন সে বাধা দিতে না পারে, যা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, তা করতে যেন সে আমাকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারে। যেহেতু মানুষকে শয়তান থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ বিরত রাখতে সক্ষম নয়। এই জন্য উপকার-উপহার কিছু পেশ করে মনুষ্য শয়তানের সাথে একটু সৌজন্য ব্যবহার ও ত্যাগ স্বীকার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সে বিনিময়ে তার প্রকৃতি তাকে অভ্যাসগত কষ্টদানে বিরত রাখে। আর জ্বিন শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু সে কোন ঘুস গ্রহণ করবে না, কোন উপকার-উপহার তাকে প্রভাবান্বিত

৩৩৯. সূরা আল আ’রা-ফ-৭:১৯৯-২০০
৩৪০. সূরা মু’মিনূন-২৩:৯৭-৯৮

করবে না। কেননা সে প্রকৃতিগত ভাবেই দুষ্ট। আর তোমার নিকট থেকে তাকে একমাত্র তিনিই নিবারণ করতে পারবেন, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন।"[৩৪১]

নবী ﷺ মহান প্রতিপালকের নিকট শয়তান থেকে বহুবার বিভিন্ন বাক্যে পানাহ চাইতেন। নামাযে ইস্তিফতাহ্‌র দু'আ পাঠের পর বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

অর্থাৎ, আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪২]

তিনি আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নিম্নের দু'আ শিখিয়ে ছিলেন, যাতে তিনি সকাল-সন্ধ্যায় ও শয়নকালে পাঠ করেন,

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ

অর্থঃ- হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত পরিজ্ঞাতা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা, প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ও অধিপতি আল্লাহ! আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি আমার আত্মার মন্দ হতে এবং শয়তানের মন্দ ও শির্ক হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪৩]

যেখানে যেখানে শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হয়

✡১। বাথরুম বা প্রস্রাব-পায়খানার জাগায় প্রবেশের আগে

নবী ﷺ প্রকৃতিকর্ম সারার জায়গায় প্রবেশ করলে বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি পুরুষ ও নারী খবিস্ জ্বিন হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪৪] তিনি বলেছেন,

৩৪১. তাফসীর ইবনে কাষীর ১/২৮

৩৪২. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৭৭৫, তিরমিযী, দারাকুত্বনী, হাকেম,ইবনে হিব্বান

৩৪৩. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৫০৬৯, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৩৩৯২

৩৪৪. বুখারী ইফা. হা/৫৭৭০, আপ্র. হা/৫৮৭৭, তাও. হা/৬৩২২, মুসলিম মাশা. হা/৮৫৭

إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

"এই প্রস্রাব-পায়খানার জায়গাসমূহে শয়তান জ্বিন উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সেখানে আসে, তখন সে যেন 'আউযু বিল্লাহি মিনাল খবুষি অলখাবাইষ' বলে।"[৩৪৫]

✡ ২। রাগের সময়

মানুষের রাগ থাকা ভালো। কিন্তু অতি রাগ ভালো নয়। অতিরিক্ত রাগ সৃষ্টি করে শয়তান। তাই রাগের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়।

সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরকে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, "নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে, তাহলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রশমিত হবে।" লোকেরা তাকে বলল, 'নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ, উপরোক্ত বাক্যটি পড়)।'[৩৪৬]

✡ ৩। স্ত্রী-সহবাস করার আগে

নবী (সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করার ইচ্ছা করে, তখন বলে,

৩৪৫. আবূ দাউদ আলএ. হা/৬

৩৪৬. বুখারী ইফা. হা/৩০৪৯, আপ্র. হা/৩০৪০, তাও. হা/৩২৮২, মুসলিম মাশা. হা/৬৮১৩

'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।' তাহলে উক্ত সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[৩৪৭]

✡ ৪। কোন অজানা মঞ্জিলে অথবা উপত্যকায় প্রবেশের সময়

কোন জনশূন্য মাঠ, ময়দান, জঙ্গল, উপত্যকা ইত্যাদিতে প্রবেশের সময় শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয়। জাহেলী যুগের লোকেদের মতো জ্বিন থেকে জ্বিনের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা বৈধ নয়। যেমন তারা বলত, 'এই উপত্যকার সর্দারের নিকট তার সম্প্রদায়ের নির্বোধদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এর ফলে জ্বিনদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হতো এবং বেশি করে তাদেরকে কষ্ট দিত। যেমন মহান আল্লাহ সে কথা তাঁর কিতাবে বলেছেন,

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

"কতিপয় মানুষ কতক জ্বিনদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করত, ফলে তারা জ্বিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত।"[৩৪৮]

কোন মঞ্জিলে অবতরণ করলে কী বলে আশ্রয় প্রার্থনা করব, তা আমাদেরকে নবী ﷺ শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি (সফরের) কোন মঞ্জিলে নেমে এই দু'আ পড়বে, 'আউযু বিকালিমাতিল্লা-হিত্ তা-ম্মাতি মিন শার্রি মা খালাক্ব।' (অর্থাৎ, আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি।) তাহলে সে মঞ্জিল থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[৩৪৯]

---

৩৪৭. বুখারী ইফা. হা/৪৭৮৭, আপ্র. হা/৪৭৮৪, তাও. হা/৫১৬৫, মুসলিম মাশা. হা/৩৬০৬
৩৪৮. সূরা জ্বিন-৭২:৬
৩৪৯. মুসলিম মাশা. হা/৭০৫৩

✡ ৫। গাধার ডাক শোনার সময়

নবী ﷺ বলেছেন,

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا

অর্থাৎ, যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন ফিরিশ্‌তা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার ডাক শুনবে, তখন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ সে কোন শয়তান দেখেছে।[৩৫০]

✡ ৬। কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে মহান আল্লাহর নির্দেশ,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

তিলাওয়াতের শুরুতে শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হয় কেন? ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ এর যৌক্তিকতা বর্ণনা করেছেন ঃ

(ক) কুরআন হল হৃদ্‌রোগের ঔষধ। শয়তানের প্রক্ষিপ্ত কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়লিপ্সা, কুবাসনা ইত্যাদি দূরীভূত করে কুরআন। শয়তান হৃদয়ে যে সকল রোগ সৃষ্টি করে, কুরআন তার নিরাময়-ব্যবস্থা। তাই মহান আল্লাহ বান্দাকে আদেশ করেছেন, যাতে রোগের উপাদান দূরীভূত হয়। হৃদয় সর্বরোগ থেকে শূন্য হয়। অতঃপর তাতে ঔষধ শূন্যস্থানে অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা নিয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেমন আরবী কবি বলেছেন,

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوى فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

অর্থাৎ, আমার কাছে তার প্রেমাসক্তি এসেছে প্রেমাসক্তি চেনার পূর্বেই। সুতরাং অকস্মাৎ শূন্য হৃদয় পেয়ে তা বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

সুতরাং আরোগ্যদানকারী ঐ ঔষধ হৃদয়ে এমন সময় আসে, যখন তাতে তার কোন নিরোধক বা প্রতিরোধক ছাড়াই নিরাময় করে।

(খ) কুরআন হল হৃদয়ের হিদায়াত, ইল্‌ম ও কল্যাণের মূল উপাদান,

৩৫০. বুখারী ইফা. হা/৩০৬৮, আপ্র. হা/৩০৫৯, তাও. হা/৩৩০৩, মুসলিম মাশা. হা/৭০৯৬

যেমন পানি হল উদ্ভিদের মূল উপাদান। পক্ষান্তরে শয়তান হল আগুন, যা উদ্ভিদকে একটার পর একটা জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং যখনই সে হৃদয়ের জমিতে কোন কল্যাণের উদ্ভিদ অনুভব করে, তখনই তা নষ্ট করতে ও পুড়িয়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়। তাই মহান আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, কুরআন তিলাওয়াতকারী যেন আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। যাতে সে কুরআন দ্বারা অর্জিত ফসল নষ্ট না করে ফেলে।

('আঊযু বিল্লাহ' পড়ার) এই যৌক্তিকতা ও পূর্বের যৌক্তিকতার মাঝে পার্থক্য এই যে, প্রথমটা হল কুরআনের উপকারিতা অর্জনের জন্য। আর দ্বিতীয়টা হল সেই উপকারিতা অবশিষ্ট ও সুরক্ষিত রাখার জন্য।

(গ) কুরআন তিলাওয়াতের সময় ফিরিশ্‌তা নিকটবর্তী হন এবং তিলাওয়াত শোনেন। যেমন উসাইদ বিন হুয্বাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর তিলাওয়াত শুনতে ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেছিলেন আলোময় মেঘের মধ্যে। তা দেখে তাঁর ঘোড়া চকিত হয়েছিল। আর শয়তান হল ফিরিশ্‌তার বিরোধী ও শত্রু। সুতরাং তিলাওয়াতকারীকে আদেশ দেওয়া হল, সে যেন আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর শত্রুকে দূরে রাখার জন্য প্রার্থনা করে। যাতে তার নিকট বিশেষ ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। যেহেতু এটা এমন একটি স্থান, যেখানে ফিরিশ্‌তা ও শয়তান একত্রিত হতে পারে না।

(ঘ) কুরআন তিলাওয়াতকারীর বিরুদ্ধে শয়তান তার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রমণ চালায়। যাতে সে কুরআন তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য থেকে তাকে অমনোযোগী করে তোলে। যেহেতু তিলাওয়াতের উদ্দেশ্য হল, তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, হৃদয়ঙ্গম করা, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ইত্যাদি। কিন্তু শয়তান বিরামহীন প্রচেষ্টা চালায়, যাতে সে তিলাওয়াতকারীর হৃদয় ও কুরআনের অর্থ-উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করে। ফলে তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতে কোন উপকার লাভে ধন্য হয় না। তাই শুরুতে শয়তান থেকে পানাহ চাইতে আদিষ্ট হয়েছে তিলাওয়াতকারী।

(ঙ) তিলাওয়াতকারী আল্লাহর বাণী তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাঁরই সাথে মুনাজাত (নির্জনে আলাপ) করে। আর গায়িকা দাসীর প্রভু যেমন তার

গান মনোযোগ দিয়ে শোনে, তার চাইতে মহান আল্লাহ সুকণ্ঠের তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত বেশি কান লাগিয়ে শোনেন। (এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়।[৩৫১]

শয়তানের তিলাওয়াত হল (খারাপ) কবিতা ও গান। তাই মহান আল্লাহর মুনাজাতের সময় এবং তাঁর তিলাওয়াত শোনার সময় তিনি তিলাওয়াতকারীকে 'আঊযু বিল্লাহ---' পাঠের মাধ্যমে শয়তানকে ভাগাতে আদেশ করেছেন।

(চ) মহান আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৩৫২]

সলফদের সকলে এ অর্থে একমত যে, নবী যখনই তিলাওয়াত করেছেন, তখনই শয়তান তাঁর তিলাওয়াতে প্রক্ষিপ্ত করেছেন। সুতরাং এ অবস্থা যদি রসূলগণ (আলাইহিমুস স্বালাত অস্‌সালাম)এর সাথে হয়, তাহলে অন্যদের সাথে কী হতে পারে? তাই দেখা যায়, শয়তান কখনো তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত ভুল করে দেয়, কখনো গোলমাল করে দেয়, কখনো পাঠের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দেয়, কখনো জিহ্বা আড়ষ্ট করে দেয় এবং কখনো তার মন ও মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সুতরাং সে যদি তিলাওয়াতকারীর কাছে উপস্থিত হয়, তাহলে যে কোন একটি অসুবিধা তার করে। হয়তো-বা সব রকমের অসুবিধাই সৃষ্টি করে তার মধ্যে।

(ছ) মানুষ যখন কোন কল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করে, তখন শয়তান বেশি

---

৩৫১. সিলসিলাতুল আহাদীসুস যঈফাহ মাশা. হা/২৯৫১
৩৫২. সূরা হাজ্জ-২২:৫২

আগ্রহী হয়ে তার পিছে লাগে, তার মধ্যে প্রবেশ করে, তাকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে প্রতিহত করে, যাতে সে ঐ কল্যাণ সম্পাদন না করতে পারে। তাই তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াতের শুরুতেই তার সকল প্রকার মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদিষ্ট হয়েছে।[৩৫৩]

✡ ৭। শিশুদেরকে নিরাপত্তা দিতে

মারয়্যামের মা তাঁকে প্রসব করার পর শয়তান থেকে আশ্রয় চেয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وِإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"অতঃপর যখন সে (ইমরানের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি, বস্তুতঃ আল্লাহ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। আর (ঐ কাঙ্ক্ষিত) পুত্র তো (এ) কন্যার মত নয়, আমি তার নাম মারয়্যাম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার পানাহ দিচ্ছি।"[৩৫৪]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাসান-হুসাইনকে এইভাবে দু'আর তাবীয দিতেন।

أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَّمَّةٍ

অর্থ- আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের অসীলায় প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক জন্তু হতে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকারক (বদ) নজর হতে আল্লাহর পানাহ দিচ্ছি। তিনি উভয়কে বলতেন, 'তোমাদের পিতা (ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম) শিশু) ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্য এই দু'আ বলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।[৩৫৫]

সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ

কুরআনী দু'আর তাবীয বা দু'আসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'আ হল সূরা ফালাক্ব ও নাস। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

---

৩৫৩. ইগাষাতুল লাহ্‌ফান ১/১০৯
৩৫৪. সূরা আলে ইমরান-৩:৩৬
৩৫৫. বুখারী ইফা. হা/৩১২৯, আপ্র. হা/৩১২১, তাও. হা/৩৩৭১

أَلاَ أُخبِرُكَ بِأَفضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ و قُلْ أَعُـوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

অর্থাৎ, তাবীয ব্যবহারকারীরা যে সকল দু'আ দিয়ে তাবীয ব্যবহার করে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবীয সম্বন্ধে বলে দেব না কি? সূরা ফালাক্ব ও নাস।[৩৫৬]

উক্ববাহ বিন আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আমাকে বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আঊযু বিরাব্বিন নাস।"[৩৫৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, 'রসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।'[৩৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেন, "সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) এবং 'কুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আঊযু বিরাব্বিন্নাস' তিনবার করে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৩৫৯]

শয়তান পাপকার্যে প্ররোচিত করলে আপনি কী করবেন?

কথিত আছে, সলফদের একজন আলেম তাঁর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শয়তান তোমাকে পাপকার্যে প্ররোচিত করলে তুমি কী করবে?' সে বলেছিল, 'তার বিরুদ্ধে জিহাদ করব।'

তিনি বললেন, 'আবার যদি ফিরে আসে?'

---

৩৫৬. নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/২৫৯৩, ৭৮৩৯
৩৫৭. মুসলিম মাশা. হা/৮১৪, সহীহ আত-তিরমিযী
৩৫৮. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২০৫৮
৩৫৯. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৫০৮৪, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৩৫৭৫

সে বলল, 'আবারও জিহাদ করব।'

তিনি বললেন, 'আবার যদি ফিরে আসে?'

সে বলল, 'আবারও জিহাদ করব।'

তিনি বললেন, 'এভাবে তো ব্যাপারটা লম্বা হয়ে যাবে। আচ্ছা মনে কর, কোন ছাগল-ভেড়ার পালের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছ, সে সময় পালের কুকুর যদি তোমাকে দেখে ভেকাতে শুরু করে অথবা পার হতে বাধা দেয়, তাহলে তুমি কী করবে?'

সে বলল, 'আমি প্রচেষ্টার সাথে তাকে প্রতিহত করব, তাকে হটাবার চেষ্টা করব।'

তিনি বললেন, 'এতেও তোমার সময় লম্বা হবে। তার চাইতে পালের মালিকের সাহায্য নাও, সে তার কুকুর ডেকে নিয়ে তোমার পথ ছেড়ে দেবে।'[৩৬০]

এ হল অভিজ্ঞ আলেমের দূরদর্শী জ্ঞান। সুতরাং শয়তান বিতাড়ন করতে এবং শয়তান থেকে নিরাপদ থাকতে একমাত্র পথ হল তার খালিক ও মালিকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা। এটাই করেছিলেন মারয়্যামের মা, ইব্রাহীম ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)।

আশ্রয় প্রার্থনার পরেও শয়তান ভাগে না কেন?

অনেকেই বলে থাকেন, আমরা শয়তান ভাগাবার চেষ্টায় বহুবার 'আঊযু বিল্লাহ'-সহ আরো অন্যান্য দু'আ-সূরা পড়ি, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুভব করি, যেন শয়তান অসঅসা দিচ্ছে, মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে এবং আমাদের স্বলাতের মনোযোগ কেড়ে নিচ্ছে। এর কারণ কী?

উত্তর ঃ আসলে এই 'ইস্তিআযাহ' বা শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা যোদ্ধার হাতে একটি তরবারির মতো। সুতরাং তার হাত যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে তরবারি দুশমনের সঠিক জায়গায় আঘাত করে। আর হাত শক্তিশালী না হলে আঘাত পড়ে না, যদিও তরবারি চকচকে ধারালো হয়। অনুরূপ 'ইস্তিআযাহ', যদি তা পরহেযগার মু'মিন

---

৩৬০. তালবীসু ইবলীস ৪৮পৃ.

প্রয়োগ করে, তাহলে তা হয় জ্বলন্ত অগ্নিবাণ, শয়তানকে জ্বালিয়ে ভষ্ম করে। পক্ষান্তরে তা যদি কোন দুর্বল ঈমানের লোক প্রয়োগ করে, তাহলে তা দুশমনের ভিতরে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না।

আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "জেনে রেখো যে, পরহেযগার ও অপরহেযগার মুসলিমের সাথে শয়তানের উপমা হল এমন এক ব্যক্তির, যার সামনে আছে খাবার ও গোশ্ত। ইতি মধ্যে তার কাছে একটি কুকুর আসে। সে তাকে 'ভাগ' বললে, সে পালিয়ে যায়। সে তখন অন্য এক ব্যক্তির কাছে যায়, তার সামনেও খাবার ও গোশ্ত আছে। সে যতই তাকে 'ভাগ-ভাগ' বলে তাড়াতে যায়, সে ভাগে না। প্রথম লোকটি পরহেযগার লোকের মতো, তার কাছে যখনই শয়তান উপস্থিত হয়, তাকে ভাগানোর জন্য তার কেবল যিক্রই যথেষ্ট হয়। আর দ্বিতীয় লোকটি অপরহেযগার লোকের মতো, শয়তান তার সাথেই ঘোরাফেরা করে, তার কিছু বদ আমলের মিশ্রণ থাকার জন্য। আমরা আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে পানাহ চাই।"[৩৬১]

বলা বাহুল্য, যে মুসলিম শয়তান ও তার জাল ও ফাঁদসমূহ থেকে রক্ষা পেতে চায়, তার উচিত নিজের ঈমানকে শক্তিশালী ও সবল করা, শয়তান পছন্দ করে এমন আমল থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর শরণ নেওয়া। আর আল্লাহর তওফীক ছাড়া আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই। 'লা হাউলা অলা ক্কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

✡ চতুর্থতঃ আল্লাহর যিক্রে নিরত থাকা

যে সকল বড় বড় উপায় অবলম্বন করলে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটা উপায় হল আল্লাহর যিক্র। আল্লাহর নাম শুনলে শয়তান নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

হাদীসে এসেছে যে, মহান আল্লাহ নবী ইয়াহইয়া (আলায়হিস সালাম) কে আদেশ করেছিলেন যে, তিনি যেন বানী ইস্রাঈলকে পাঁচটি আচরণের নির্দেশ দেন।

---

৩৬১. তালবীসু ইবলীস ৪৮পৃ.

তার মধ্যে একটি হল, "আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা মহান আল্লাহর যিক্র কর। যেহেতু এর উপমা হল সেই ব্যক্তির মতো, যার পশ্চাতে শত্রু ত্রস্তপদে ধাওয়া করেছে। পরিশেষে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে এসে নিজেকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছে। অনুরূপই আল্লাহর যিক্র ছাড়া বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।"[৩৬২]

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যিক্রের মধ্যে যদি এই একটি ছাড়া অন্য কোন উপকারিতা না থাকত, তাহলেও বান্দার জন্য উচিত হতো যে, মহান আল্লাহর যিক্রে তার জিহ্বা কোন শৈথিল্য করত না এবং সর্বদা তাঁর যিক্রে নিজেকে ব্রতী রাখত। যেহেতু যিক্র ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে দুশমন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। অসতর্ক না হলে দুশমন তার মাঝে প্রবেশ করতে পারে না। দুশমন তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখে। সুতরাং যখনই সে একটু উদাস হয়, তখনই দুশমন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার বানিয়ে ফেলে। কিন্তু যদি মহান আল্লাহর যিক্র করে, তাহলে আল্লাহর দুশমন নিবারিত হয় এবং ক্ষুদ্র হয়ে যায়। ছোট পাখী বা মাছির মতো ছোট হয়ে যায়। এই জন্য তাকে 'আল-অসওয়াসুল খান্নাস' (আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতা) বলা হয়েছে। যেহেতু সে মানুষের বুকে কুমন্ত্রণা দেয়। অতঃপর আল্লাহর যিক্র করা হলে সরে পড়ে আত্মগোপন করে।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, 'শয়তান আদম-সন্তানের হৃদয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকে। অতঃপর একটু বিস্মৃত ও উদাস হলে, সে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। অতঃপর সে আল্লাহ তাআলার যিক্র করলে সরে পড়ে।'[৩৬৩]

স্বগৃহে বসবাসরত অবস্থায় আল্লাহর যিক্র বান্দার জন্য দুর্ভেদ্য কেল্লা। বাইরে গেলে আল্লাহর যিক্র তার জন্য মাথার ছাতা, দেহরক্ষক ঢাল। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ قَالَ - يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِهِ - : بِسمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ باللهِ ، يُقالُ لَهُ : هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ

"যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহি

---

৩৬২. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১৭২৪
৩৬৩. আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব ৬০পৃ.

তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।"[৩৬৪]

আবূ দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, "ফলে শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, 'ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কীরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে?" আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ

"লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলা-হুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর।'

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দু'আটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে আলাদা কথা।"[৩৬৫]

---

৩৬৪. আবু দাউদ আলএ. হা/৫০৯৭, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/৩৪২৬, নাসাঈ প্রমুখ

৩৬৫. বুখারী ইফা. হা/৩০৬০, আপ্র. হা/৩০৫১, তাও. হা/৩২৯৩, ৬৪০৩, মুসলিম মাশা. হা/৭০১৮

আবূ খাল্লাদ মিসরী বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে, সে একটি দুর্গে প্রবেশ করে, যে মসজিদে প্রবেশ করে, সে দুটি দুর্গে প্রবেশ করে এবং যে ব্যক্তি এমন হালকায় বসে, যেখানে মহান আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, সে তিনটি দুর্গে প্রবেশ করে।'

সূরা বাক্বারার তিলাওয়াত দ্বারা যিক্‌র হলে শয়তান বাড়ি ছেড়ে পলায়ন করে। নবী [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন,

لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

"তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না (অর্থাৎ কবরে যেমন নামায বা তেলাঅত হয় না তেমনি বিনা নামায ও তেলাঅতে ঘরকেও তার মতো করো না; বরং তাতে নামায ও তেলাঅত করতে থাক।) অবশ্যই শয়তান সেই ঘর হতে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।"[৩৬৬]

তিনি আরো বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ, যে ঘরে ঐ সূরা পাঠ করা হয়, সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।"[৩৬৭] "তিন দিন প্রবেশ করতে পারে না।"[৩৬৮] আয়াতুল কুরসী দ্বারা আল্লাহর যিক্‌র করলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে রমযানের যাকাত (ফিৎরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'তোকে অবশ্যই রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর কাছে পেশ করব।' সে আবেদন করল, 'আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব।' কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর নিকট হাযির হলাম।) রসূলুল্লাহ [সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, "হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব ও

---

৩৬৬. মুসলিম মাশা. হা/১৮৬০
৩৬৭. সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১১৭০
৩৬৮. ইবনে হিব্বান, সহীহ আত-তারগীব লিল আলবানী মাশা. হা/১৪৬২

(অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, 'অবশ্যই তোকে রসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে পেশ করব।' সে বলল, 'আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না।' সুতরাং আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেলাম তখন) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবূ হুরাইরা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কিরূপ আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, "এবারে তোকে নবী ﷺ এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। 'ফিরে আসবো না' বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস।" সে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলি কী?' সে বলল, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ করে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।'

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে গেলাম।) তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বন্দী কী আচরণ

করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে বলল, "আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন।" বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সে শব্দগুলি কী?" আমি বললাম, 'সে আমাকে বলল, "যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা- হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' পড়ে নেবে।" সে আমাকে আরো বলল, "তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসবে না।" (এ কথা শুনে) তিনি বললেন, "শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?" আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, "সে শয়তান ছিল।"[৩৬৯]

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত দ্বারা যিক্র করলেও শয়তান থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায় এবং বাড়ি শয়তানমুক্ত হয়। নবী ﷺ বলেন,

إِن الله كتب كتابا قبل أَن يخلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض بألفي عَام ، أنزل مِنْـهُ آيَتَيْنِ ختم بهما سُورَة الْبَقَرَة وَلَا يقرآن فِي دَار ثَلَاث لَيَال فيقربها شَيْطَان

"আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী ও ধরণী সৃষ্টির দুই সহস্রবৎসর পূর্বে এক গ্রন্থ (লওহে মাহফুয) লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের নিকট অবস্থিত। তিনি ঐ (গ্রন্থ) হতে দুটি আয়াত অবতীর্ণ করেন, যার দ্বারায় সূরা বাক্বারার সমাপ্তি ঘটান। যে গৃহে ঐ আয়াত দুটি তিন দিন পঠিত হবে, শয়তান সে গৃহের নিকটবর্তী হবে না।[৩৭০]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উক্ত আয়াত দুটি কোন বাড়িতে পাঠ করা হলে তিন দিন পর্যন্ত শয়তান সে বাড়ির নিকটবর্তী হয় না।[৩৭১]

যথাসময়ে আল্লাহর যিক্র করা হলে, শয়তান সন্তানের কোন ক্ষতি

৩৬৯. বুখারী ইফা. অনুচ্ছে, ১৪৩৮, তাও. হা/২৩১১
৩৭০. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৪/২৭৪
৩৭১. হাকেম, সহীহ তারগীব, মাশা. হা/১৪৬৭

করতে পারে না। নবী ﷺ বলেছেন,

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন স্ত্রী-সহবাস করার ইচ্ছা করে, তখন বলে, 'বিসমিল্লাহ, হে আল্লাহ! তুমি শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে (সন্তান) দান করবে তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখ।' তাহলে উক্ত সহবাসে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না।[৩৭২]

শয়তান জিন মানুষকে ভয় দেখায়। ভয় পেয়ে আযান দিলে জিন বা শয়তান বা ভূত সব পালিয়ে যায়।

সুহাইল বলেন, একদা আমার আব্বা আমাকে বানী হারেষায় পাঠান। আমার সঙ্গে ছিল এক সঙ্গী। এক বাগান হতে কে যেন নাম ধরে আমার সঙ্গীকে ডাক দিল। আমার সঙ্গী বাগানে খুঁজে দেখল; কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এলে আব্বার নিকট সে কথা উল্লেখ করলাম। আব্বা বললেন, যদি জানতাম যে, তুমি এই দেখতে পাবে, তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না। তবে শোন! যখন (এই ধরনের) কোন শব্দ শুনবে, তখন স্বলাতের মত আযান দিয়ো। কারণ, আমি আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আল্লাহর রসূল ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ

"স্বলাতের আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে পালিয়ে যায়!"[৩৭৩]

কোন বিপদের সময় শয়তানকে গালি দিলে শয়তান গর্বিত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর নাম নিলে সে ছোট হয়ে যায়।

একটি গাধার পিঠে নবী ﷺ এর পিছনে এক সাহাবী সওয়ার-সঙ্গী

---

৩৭২. বুখারী ইফা. হা/৪৭৮৭, আপ্র. হা/৪৭৮৪, তাও. হা/৫১৬৫, মুসলিম মাশা. হা/৩৬০৬

৩৭৩. মুসলিম মাশা. হা/৮৮৩

ছিলেন। চলতে চলতে গাধাটি হোঁচট খেলে সাহাবী বললেন, 'শয়তান ধ্বংস হোক।' তিনি বললেন,

لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ وَيَقُولُ بِقُوَّتِي صَرَعْتُهُ وَلَكِنْ قُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الذُّبَابِ

'শয়তান ধ্বংস হোক' বলো না। যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, 'আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।' বরং তুমি বলো, 'বিসমিল্লাহ।' এ কথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়।

এই জন্য যে, সে তার কাজে কৃতকার্য ও সফল হয়েছে জেনে গর্বিত হয়। গালিও তার পায়ে ফুল হয়ে বর্ষিত হয় সাফল্যের উপহার। শুনেছি, এক যাত্রা-মঞ্চে সংসার ভাঙ্গার প্ররোচনামূলক অভিনয় করছিল এক অভিনেতা। কান-ভাঙ্গানির কথা সে এমন দক্ষতার সাথে বলছিল যে, এক দর্শক বাস্তব মনে করে নিজের পায়ের জুতা খুলে তার মুখে ছুড়ে মেরেছিল। অভিনেতা রাগ না করে মিষ্টি হেসে সেই জুতা তুলে নিয়ে বারবার চুম্বন করেছিল এবং অনেক অনেক আনন্দ প্রকাশ করেছিল। কেন?

যেহেতু তা ছিল তার অভিনয়ের মহা সাফল্যের দলীল ও উপহার।

শয়তানও অনুরূপ গালি শুনে নিজের কাজে সাফল্য লাভের জন্য আনন্দিত ও গর্বিত হয়।

✡ পঞ্চমতঃ মুসলিমদের জামাআতে একতাবদ্ধ থাকা

যে সকল কর্ম মুসলিমকে শয়তান ও তার ফাঁদ থেকে দূরে রাখে, তার মধ্যে একটি হল মুসলিম দেশে বসবাস করা এবং সেখানে কোন বিদ্রোহী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী দলের সাথে সম্পর্ক না রাখা। যেহেতু এক মুসলিম রাষ্ট্রনেতার নেতৃত্বে জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস করাতে শয়তান অশান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ পায় না। ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, একদা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জাবিয়াতে আমাদের মাঝে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দন্ডায়মান হয়েছি, যেমন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মাঝে দন্ডয়ামান হতেন। তিনি যা বলতেন, তার মধ্যে কিছু অংশ এই যে,

عَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة ، وَإِيَّاكُم والفرقة ؛ فَإِن الشَّيْطَان مَعَ الْوَاحِد ، وهُوَ مِن الِاثْنَيْنِ أبعد

"তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকো। কারণ শয়তান থাকে একলা মানুষের সাথে। দুজন থেকে থাকে বেশি দূরে।"[৩৭৪] এমনকি সফরেও জামাআতবদ্ধভাবে যাওয়া ও থাকা উচিত। যেহেতু নবী ﷺ বলেছেন,

الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ

"একজন (সফরকারী) আরোহী একটি শয়তান এবং দু'জন আরোহী দু'টি শয়তান। আর তিনজন আরোহী একটি কাফেলা।"[৩৭৫]

আবূ সা'লাবা খুশানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, সাহাবাগণ সফরে যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ

"তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া আসলে শয়তানের কাজ।"

এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন।[৩৭৬]

জামাআত হল মুসলিমদের জামাআত। আর সে জামাআতের কোন মূল্য নেই, যে জামাআত হকপন্থী নয়। যে জামাআত কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী নয়। যে জামাআত জামাআত-সহকারে স্বলাতের অভ্যাসী নয়। সে জামাআতে শয়তানের আধিপত্য থাকে। নবী ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ

---

৩৭৪. সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২১৬৫

৩৭৫. আবূ দাউদ আলএ. হা/২৬০৯, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/১৬৭৪, নাসাঈ

৩৭৬. আবু দাউদ আলএ. হা/২৬৩০

Contents

“যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।”[৩৭৭]

✡ ষষ্ঠতঃ শয়তানের পরিকল্পনা ও ফাঁদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ

শয়তানের পরিকল্পনা, কৌশল, চক্রান্ত ও তার পাতা নানা ফাঁদ ও জাল সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ করতে পারলে তার হাত থেকে বাঁচা সহজ হয়।

প্রত্যেক মুসলিমেরই তা জানা উচিত। আর জানা সহজ করে দিয়েছে কুরআন ও হাদীস।

আমরা জেনেছি----

কীভাবে শয়তান আমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে চক্রান্ত করেছে এবং তাঁদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করে ছেড়েছে।

কীভাবে শয়তানরা আসমানী খবর চুরি করে শুনে এসে তার বন্ধুদের কানে প্রক্ষিপ্ত করে এবং তারা শত মিথ্যা সংযোজিত করে মানুষের মাঝে প্রচার করে।

কীভাবে শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়, কীভাবে তাদের নামায ও ইবাদত নষ্ট করার চেষ্টা করে।

কীভাবে মানুষের উযূতে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

কীভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে।

কীভাবে নির্জন যুবক-যুবতীর মাঝে কোটনা সেজে আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

কীভাবে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে বলে, ‘এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?’ পরিশেষে বলে, ‘তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?’

যে জানবে, সে নিশ্চয়ই জেনে-শুনে তার ফাঁদে পা দেবে না। জীবন-

---

৩৭৭. আবূ দাঊদ আলএ. হা/৫৪৭, নাসাঈ মাপ্র. হা/৮৪৭, মিশকাত হাএ. হা/১০৬৭

যুদ্ধে শয়তানই সবচেয়ে বড় শত্রু। সুতরাং তার ব্যাপারে সতর্ক থাকা বিজয়াকাঙ্ক্ষীর একান্ত কর্তব্য।

শয়তানের বিরোধিতা

শয়তানের চক্রান্ত জানার পর তার আদেশের বিরোধিতা করা কর্তব্য।

যেমন সে যদি কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর বেশে এসে উপদেশ দেয়, তাহলে নিশ্চয় তার উপদেশ ক্ষতিকর। সুতরাং সে ক্ষেত্রে তাকে বলা উচিত, 'তুমি যদি কারো উপদেষ্টা হতে, তাহলে নিজেকে আগে উপদেশ দিতে। তুমি তো নিজেকেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছ এবং তোমার প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করেছ। তবে আবার অপরকে কী উপদেশ দেবে?

হারেষ বিন কাইস বলেছেন, "নামাযরত অবস্থায় শয়তান যদি তোমার কাছে এসে বলে, 'তুমি লোককে প্রদর্শন করে নামায পড়ছ', তাহলে তোমার নামাযকে আরো লম্বা কর।"[৩৭৮]

যখন আমরা জানব যে, অমুক জিনিস বা কর্মকে শয়তান পছন্দ করে বা ভালোবাসে, তখন আমাদের উচিত তার বৈপরীত্য করা।

যেমন আমরা জানি, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা লেনদেন করে। সুতরাং আমাদের উচিত নয়, বাম হাতে পানাহার না করা, বাম হাত দ্বারা লেনদেন না করা। নবী ﷺ বলেছেন,

لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمالِهِ ، وَيُعْطِي بِشِمالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمالِهِ

---

৩৭৮. তালবীসু ইবলীস ৩৮পৃ.

"তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ ডান হাত দ্বারা আহার করে, ডান হাত দ্বারা পান করে, ডান হাত দ্বারা গ্রহণ করে ও ডান হাত দ্বারা প্রদান করে। কারণ শয়তান নিজ বাম হাত দ্বারা আহার করে, বাম হাত দ্বারা পান করে, বাম হাত দ্বারা প্রদান করে ও বাম হাত দ্বারা গ্রহণ করে।[৩৭৯]

দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয হলেও, ঠিক নয়। কারণ দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পান কাজে শয়তান শরীক হয়। তাই আমাদের উচিত, বসে পানি পান করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে দাঁড়িয়ে পান করছে। তিনি তাঁকে বললেন, "বমি করে ফেলো।" সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, "তুমি কি এতে খুশী হবে যে, তোমার সাথে বিড়ালও পান করুক?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন,

فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ

"কিন্তু তোমার সাথে এমন কেউ পান করেছে, যে বিড়াল থেকেও নিকৃষ্ট, শয়তান।"[৩৮০] শয়তান দুপুরে বিশ্রাম নেয় না। আমাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

قِيلُوا فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لاَ تَقِيلُ

অর্থাৎ, দুপুরে বিশ্রাম নাও। কারণ শয়তানরা দুপুরে বিশ্রাম নেয় না।[৩৮১]
অপচয় করা শয়তানের কাজ। তাই কুরআন আমাদেরকে অপচয় করতে নিষেধ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا- إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"কিছুতেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[৩৮২]

অযথা মাল ব্যয় করা বা অপব্যয় করা বৈধ নয়। বৈধ নয় অপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র রাখা এবং প্রয়োজনের অধিক বিছানা রাখা। যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

৩৭৯. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩২৬৬
৩৮০. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৮০০৩, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/১৭৫
৩৮১. ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/৪৪৩১
৩৮২. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:২৬-২৭

فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ

"একটি বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকটি স্ত্রীর জন্য, আরো একটি মেহমানের জন্য। আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।"[৩৮৩]

এমনকি খেতে খেতে আমাদের হাত হতে যে খাদ্যাংশ মাটিতে পড়ে যায়, তাও পরিষ্কার করে খেতে হবে। নচেৎ তা যাবে শয়তানের পেটে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذىً ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

"শয়তান তোমাদের সমস্ত কাজ কর্মে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়; এমনকি তোমাদের খাবারের সময়েও উপস্থিত হয়। সুতরাং যখন কারো খাবার লুকমা (থালার বাইরে) পড়ে যায়, তখন সে যেন তা তুলে তা থেকে নোংরা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে। আর আহারান্তে আঙ্গুলগুলি চেটে নেয়। কারণ, তার জানা নেই যে, তার কোন্ খাবারে বর্কত নিহিত আছে।[৩৮৪]

শয়তানের বাহন

যে সকল পশু (ঘোড়া, উট) দ্বারা জুয়া খেলা হয়, তা আসলে শয়তানের বাহন। নবী ﷺ বলেছেন,

الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ فِي مِيزَانِه، وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ تَسْتُرُ مِنْ فَقْرٍ

"ঘোড়া হল তিনটিঃ একটি রহমানের জন্য, একটি ইনসানের জন্য এবং

৩৮৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১৪৪৭৫, মুসলিম মাশা. হা/৫৫৭৩, আবূ দাঊদ আলএ. হা/৪১৪২
৩৮৪. মুসলিম মাশা. হা/৫৪২৩

আরেকটি শয়তানের জন্য। সুতরাং যেটি রহমানের জন্য, তা হল সেটি, যেটিকে আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বাঁধা হয়েছে। তার খাদ্য, লাদ ও পেসাব ইত্যাদি তার (মালিকের) মীযানে রাখা হবে। শয়তানের ঘোড়া সেটি, যেটির মাধ্যমে জুয়া খেলা বা বাজি ধরা হয়। আর ইনসানের ঘোড়া সেটি, যেটিকে মানুষ বেঁধে রেখে তার পেটের বাচ্চা অনুসন্ধান করে। সুতরাং সে তাকে দারিদ্র্য থেকে পর্দা করে।"[৩৮৫]

জলদিবাজি শয়তানের কাজ

শয়তান যে সকল কাজকে ভালোবাসে, তার মধ্যে একটি হল জলদিবাজি ও তাড়াহুড়া করা। যেহেতু তাড়ার কাজ বাড়া হয় এবং তাতে ভুল সংঘটিত হয় অনেক। নবী ﷺ বলেছেন,

التَّأَنِّي مِن اللهِ، والعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطانِ

"ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর জলদিবাজি শয়তানের পক্ষ থেকে।"[৩৮৬]

সুতরাং শয়তানের বিপরীত করে আমাদের উচিত, সেই আচরণ গ্রহণ করা, যা রহমান ভালোবাসেন। নবী ﷺ আশাজ্জ আব্দুল কাইসকে বলেছিলেন,

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ : الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ

"নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও চিন্তা-ভাবনা (ধীরে-সুস্থে) করে কাজ করা।"[৩৮৭]

হাই শয়তানের পক্ষ থেকে

হাই তোলা বা মুখ ব্যাদানো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। এটা শয়তান পছন্দ করে এবং আল্লাহ অপছন্দ করেন। আমাদের উচিত আল্লাহর পছন্দকে প্রাধান্য দেওয়া। নবী ﷺ বলেছেন,

---

৩৮৫. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৩৭৫৬
৩৮৬. বাইহাক্বী, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/১৭৯৫
৩৮৭. মুসলিম মাশা. হা/১২৬-১২৭

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى كَانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

"আল্লাহ তাআলা হাঁচি ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচবে এবং 'আলহামদুলিল্লা-হ' পড়বে তখন প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে (আলস্য ও কজ্জান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই তুলবে তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।"[৩৮৮] তিনি আরো বলেছেন,

إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

"যখন তোমাদের কেউ হাই তুলবে, তখন সে যেন আপন হাত দিয়ে নিজ মুখ চেপে ধরে রাখে। কেননা, শয়তান (মুখে) প্রবেশ করে থাকে।"[৩৮৯]

যেহেতু হাই তোলা আলস্যের লক্ষণ। অলস মানুষ কাজে-কর্মে ও ইবাদতে নেহাতই কম। তাই শয়তান তাতে খুশী হয় ও হাসে। নিজের সাফল্য ও দুশমনের ক্ষতি দেখে তো দুশমন হাসবেই।

✡ সপ্তমত: তওবা ও ইস্তিগফার

শয়তানের ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে বান্দার উচিত, শয়তানের চক্রান্তে কোন পাপ ঘটে বসলে সত্বর তওবা ও ইস্তিগফার করা। এ হল মহান আল্লাহর নেক বান্দাগণের রীতি। তিনি বলেছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُوْنَ

"নিশ্চয়ই যারা পরহেযগার হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়,

৩৮৮. বুখারী ইফা. হা/৫৬৮০, আপ্র. হা/৫৭৮৫, তাও. হা/৬২২৬
৩৮৯. মুসলিম মাশা. হা/৭৬৮৩

তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।"[৩৯০]

"শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়" অর্থাৎ, কোন পাপ কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে অথবা পাপ কাজ ঘটিয়ে ফেলে।

"তখন তারা আত্মসচেতন হয়" অর্থাৎ, আল্লাহর কঠিন শাস্তি ও অপরিমিত সওয়াব এবং তিরস্কার ও পুরস্কারের কথা স্মরণ করে। অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাঁর কাছে তওবা করে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং শয়তান থেকে পানাহ চায়।

"তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়" অর্থাৎ, তারা সরল পথে ফিরে আসে, নিষ্ঠাবান হয়, নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

এখান হতে বুঝা যায় যে, শয়তান মানুষকে এমন অন্ধ করে তোলে যে, সে তখন 'হক' দেখতেই পায় না। তার চোখে পর্দা ফেলে দেয়, হৃদয়ে সন্দেহ ও সংশয় ভরে দেয়। কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে ইস্তিগফার তাকে মূল পথে ফিরিয়ে আনে। শয়তানের প্রতিজ্ঞা আছে, সে মানুষকে নানাভাবে ভ্রষ্ট করবে। তবে মহান প্রতিপালকেরও প্রতিশ্রুতি আছে, তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করবেন। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي

"নিশ্চয় শয়তান বলেছে, 'আপনার ইয্যতের কসম হে রব! আমি তোমার বান্দাদিগকে অবিরামভাবে ভ্রষ্ট করতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেহের মধ্যে তাদের প্রাণ অবশিষ্ট থাকবে।'

রব বলেছেন, 'আর আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম! আমি অবিরামভাবে তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব, যতক্ষণ তারা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।'[৩৯১]

অতএব বান্দার উচিত, গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা-ইস্তিগফার

৩৯০. সূরা আল আরা-ফ-৭:২০১
৩৯১. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১১২৩৭, হাকেম, মাশা. হা/৭৬৭২

করে নিজেকে পরিশোধিত করে নেওয়া। এ ব্যাপারে আমাদের উত্তম আদর্শ হলেন, আমাদের আদি পিতামাতা। ভুল করে ভুল স্বীকারপূর্বক মহান প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন,

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।'[৩৯২]

পক্ষান্তরে শয়তানের ভ্রাতা-ভগিনীদের আচরণ বিপরীত। তাদের অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لاَ يُقْصِرُونَ

"যারা শয়তানদের ভাই, শয়তানরা তাদেরকে ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না।"[৩৯৩]

অর্থাৎ, শয়তানদের মানুষ-ভাইদেরকে শয়তানরা ভ্রান্তির দিকে টেনে নেয় এবং এ বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে না। যেমন "যে মানুষরা অপচয় করে, তারা শয়তানের ভাই।"[৩৯৪] তারা শয়তানদের কথা শোনে, তাদের আনুগত্য করে, প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। এতে তারা কোন প্রকারের শৈথিল্য, ক্লান্তিবোধ বা আলস্য করে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

"তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি অবিশ্বাসীদের জন্য শয়তানদেরকে ছেড়ে রেখেছি; তারা তাদেরকে মন্দকর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করে থাকে।"[৩৯৫]

✡ **নবমতঃ যে ছিদ্রপথ দিয়ে শয়তান অনুপ্রবেশ করতে পারে, তা বন্ধ করুন** আপনার ব্যাপারে লোকের মনে শয়তান প্রবেশ করতে পারে, এমন

৩৯২. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২৩
৩৯৩. সূরা আল আ'রা-ফ-৭:২০২
৩৯৪. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:২৭
৩৯৫. সূরা মারইয়াম-১৯:৮৩

কোন ছিদ্রপথ থাকলে তা বন্ধ করুন এবং লোকেদের মন থেকে সন্দেহের শিকড় তুলে ফেলুন। যাতে শয়তান তাদের মনে কোন প্রকার কুধারণা প্রক্ষিপ্ত না করতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার আদর্শ হল নবী ﷺ।

মু'মিন জননী সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ (মসজিদে) ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় তাঁর সাথে রাত্রি বেলায় দেখা করতে গেলাম। তাঁর সাথে কথাবার্তার পর ফিরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সুতরাং তিনিও আমাকে (বাসায়) ফিরিয়ে দেবার জন্য আমার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। (অতঃপর যখন আমরা মসজিদের দরজার কাছে এলাম) তখন আনসারদের দু'জন লোক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) (সেদিক দিয়ে) চলে যাচ্ছিলেন। যখন তাঁরা উভয়েই নবী ﷺ কে দেখতে পেলেন, তখন দ্রুত বেগে চলতে লাগলেন। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "ধীরে চল। এ হল সাফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই।" তাঁরা বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! ইয়া রসূলুল্লাহ! (আপনার ব্যাপারেও কি আমরা কোন সন্দেহ করতে পারি?)' তিনি (তাঁদেরকে) বললেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرّاً

"নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্ত চলাচলের ন্যায় চলাফিরা করে। তাই আমার আশংকা হল যে, সম্ভবতঃ সে তোমাদের অন্তরে মন্দ কোন কিছু (সন্দেহ) প্রক্ষেপ করতে পারে।"[৩৯৬]

খাত্ত্বাবী বলেছেন, 'এ হাদীসে জ্ঞাতব্য রয়েছে যে, সেই সকল বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করা উত্তম, যাতে কুধারণা জন্ম নিতে পারে এবং মনে খটকা সৃষ্টি করতে পারে। উত্তম, সন্দেহ দূর করে লোকের কাছে তাদের মন পরিষ্কার রাখতে আবেদন করা।'

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'নবী ﷺ আশঙ্কা করলেন যে, তাদের উভয়ের হৃদয়ে তাঁর ব্যাপারে কোন (সন্দেহ) প্রক্ষিপ্ত হবে, ফলে তারা কাফের হয়ে যাবে। তিনি ঐ কথা তাদেরকে বললেন নিজের তরফ হতে

৩৯৬. মুসলিম মাশা. হা/৫৮০৮

তাদের প্রতি স্নেহপূর্বক, নিজের ব্যাপারে কোন আশঙ্কার জন্য নয়।'[৩৯৭]

মহান প্রতিপালক আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে আমরা লোককে উত্তম কথা বলি। যাতে শয়তান কোন ধারণাপ্রসূত মন্দ কথার ছিদ্রপথ বেয়ে আমাদের মাঝে ও লোকেদের মাঝে প্রবেশ করে বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি না করে বসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

"আমার দাসদেরকে বল, তারা যেন সেই কথা বলে যা উত্তম। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"[৩৯৮]

এটি এমন একটি নির্দেশ, যার ব্যাপারে বহু মানুষ অবজ্ঞা, অবহেলা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করে থাকে। অনেকে এমন কথা বলে, যা ভালো-মন্দ একাধিক অর্থে বহন করা যায়, ফলে অনেকে কুধারণাবশতঃ মন্দ দিকটা গ্রহণ করে তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মুসলিম ভাইকে অশালীন ভাষা বলে, তাকে মন্দ খেতাব দিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করে। মন্দ অপবাদ দিয়ে মানুষের চোখে ছোট করে। সেই সুযোগে শয়তান তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং ফিতনা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে কৃতকার্য হয়। আত্মীয়-বন্ধুদের মাঝে শত্রুতার বীজ রোপণ করে ছাড়ে। সমাজে পারস্পরিক সম্প্রীতির জায়গায় বিরাজ করে ঘৃণা ও ঈর্ষা। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

শয়তানের সাথে সংঘর্ষের ময়দানে মানুষের মন

এ মর্মে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম একটি চমৎকার চিত্রাঙ্কন করেছেন, যার সারমর্ম নিম্নরূপঃ

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সারা সৃষ্টির সেরা করে তাকে মর্যাদা দিয়েছেন। তার হৃদয়ে স্থাপিত করেছেন ঈমান, তওহীদ, ইখলাস, মহব্বত ও আশা-ভরসা। আবার তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার মাঝে প্রক্ষিপ্ত করেছেন ইন্দ্রিয়-বাসনা, ক্রোধ, ঔদাস্য ইত্যাদি। তার উপর

৩৯৭. তালবীসু ইবলীস ৪৬পৃ.
৩৯৮. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৫৩

আরো পরীক্ষার জন্য চিরশত্রু ইবলীসকে পিছে লাগিয়ে দিয়েছেন, যার কোন ক্লান্তি ও আলস্য নেই।

ইবলীস মানুষের মাঝে প্রবেশ করে সেই সকল দরজা দিয়ে, যেগুলি তার অনুকূল। তাই মানুষের মন তার প্রতি আসক্ত হয়। কারণ সে তাই নিয়ে প্রবেশ করে, যা মানুষ পছন্দ করে। পরিশেষে তা ইবলীসের ইচ্ছা ও মানুষের মন ও প্রবৃত্তি একমত হয়ে যায়। শয়তান, মানুষের মন ও তার প্রবৃত্তি---এই তিনটি মানুষের মাঝে আধিপত্য লাভ করে, মানুষকে আদেশ করে, নির্দেশ দেয়। তার ইন্দ্রিয়সমূহকে উত্তেজিত করে। আর ইন্দ্রিয় হল অনুগত যন্ত্রের মতো। ইন্দ্রিয় ঐ তিনের আনুগত্য করে। যা আদেশ করে, তাই পালন করে।

এ হল মানুষের অবস্থার বাস্তব রূপ। তাই তার করুণাময় মহান প্রতিপালক চাইলেন তাকে অন্য সৈন্য দ্বারা সাহায্য করবেন, অন্য মদদ দিয়ে মদদপুষ্ট করবেন। সেই সৈন্য ঐ সৈন্যের মোকাবেলা করবে, যে তাকে ধ্বংস করতে চায়। সুতরাং তিনি মানুষের প্রতি রসূল প্রেরণ করলেন, তাঁর উপর নিজ কিতাব অবতীর্ণ করলেন এবং তাকে এক সম্মানিত ফিরিশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করলেন, যিনি তার দুশমন শয়তানের মোকাবেলা করবেন। সুতরাং যখনই শয়তান তাকে কোন (মন্দ) আদেশ দেয়, তখনই ফিরিশ্‌তা তাকে নিজ প্রতিপালকের আদেশ দেন এবং শয়তানের আনুগত্যে যে ধ্বংস আছে, সে কথা তাকে জানান। বলা বাহুল্য, সে তাকে একবার চেপে ধরে এবং তিনি তাকে একবার মুক্ত করেন। আর সাহায্যপ্রাপ্ত সেই মানুষই হয়, যাকে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল সাহায্য করেন এবং নিরাপদ সেই ব্যক্তি হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তা দেন।

মহান আল্লাহ মানুষকে নাফ্‌সে আম্মারার মোকাবেলায় নাফ্‌সে মুত্বমাইন্নাহ দান করেছেন। নাফ্‌সে আম্মারাহ যখনই তাকে কোন মন্দ কাজের আদেশ দেয়, নাফ্‌সে মুত্বমাইন্নাহ তখনই তাকে নিবারিত করে। নাফ্‌সে আম্মারাহ যখনই তাকে কোন ভালো কাজ করতে বারণ করে, নাফ্‌সে মুত্বমাইন্নাহ তখনই তাকে সে কাজে আদেশ করে। সুতরাং সে কখনো এর আনুগত্য করে, কখনো ওর। সে উভয়ের উপর বিজয়ী

থাকে। কখনো বা উভয়ের মধ্যে একটি এমন পূর্ণরূপে পরাভূত হয় যে, কখনও তার জন্য সক্রিয় হয় না।

মহান আল্লাহ মানুষকে যেমন নাফ্‌সে আম্মারাহ দিয়েছেন, তেমনি তাকে কুপ্রবৃত্তি দিয়েছেন, যার ফলে সে শয়তানের আনুগত্য করে। কিন্তু তার মোকাবেলায় তাকে দান করেছেন জ্ঞানের আলো ও বিবেক-বুদ্ধি, যা তাকে কুপ্রবৃত্তির আহবানে সাড়া দিতে বাধাদান করে। সুতরাং যখনই সে কুপ্রবৃত্তির আহবানে সাড়া দিতে চায়, তখনই তার জ্ঞান ও বিবেবক-বুদ্ধি তাকে ডেকে বলে, 'সাবধান! সাবধান! তোমার সামনে রয়েছে ধ্বংস ও বিনাশের বধ্যভূমি। এই রাহবারের অনুসরণ করলে তুমি লুটেরা ও রাহাজানের শিকার হবে।'

কিন্তু সে একবার উক্ত উপদেষ্টার আনুগত্য করে, যে তার জন্য সুমতি কামনা ও হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে থাকে। আবার অন্যবার সে কুপ্রবৃত্তির রাহবারের অনুসরণ করে, ফলে রাস্তাতেই তার মাল লুঠ হয়ে যায়, তার লেবাস পর্যন্ত ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

তাকে বলা হয়, 'তুমি কি জানো, তুমি কোন্ পথে আছ?' আজব যে, সে জানে কোন্ পথে চলে তার সব কিছু লুঠ হয়ে গেল। তবুও সে সেই পথেই আবারো চলতে থাকে। যেহেতু তার রাহবার তাকে বশীভূত করে নেয়। তার উপর আধিপত্য কায়েম করে শক্তিশালী অধিপতি হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও সে যদি চাইত, তার বিরোধিতা করে তাকে দুর্বল করতে পারত, সে ডাকলে তাকে ধমক দিতে পারত, লুঠের চেষ্টা করলে সে আত্মরক্ষা করতে পারত, তাহলে ঐ রাহবার তার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু সে নিজে তাকে আনুগত্য দিয়েছে, নিজেই তাকে নিজের উপর আধিপত্য দান করেছে, সুতরাং মুক্তির পথ কোথায়?

তখন সে হয় এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার শত্রুর হাতে হাত রেখে কোলাকুলি করে, অতঃপর সে তাকে অতর্কিতে কঠিন শাস্তি প্রদান করে। আর সেই সময় সে 'বাঁচাও' বলে ডাকলেও কেউ তাকে বাঁচাবার থাকে না। মানুষ এইভাবে শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও নাফ্‌সে আম্মারার হাতে বন্দী হয়ে যায়, অতঃপর মুক্তি পেতে চায়। কিন্ত তখন মুক্তিলাভে অসমর্থ হয়।

বান্দার এমন দুর্দশা আছে বলেই তাকে লোক-লশকর, অস্ত্রশস্ত্র ও দুর্গ দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছে, 'তুমি তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ো ও তাকে পরাস্ত কর। এই লোক-লশকর ও অস্ত্রশস্ত্র থেকে যত ইচ্ছা নিয়ে ব্যবহার কর, এই দুর্গসমূহতে চাইলে তুমি আত্মরক্ষা কর। আমরণ শত্রুর মোকাবেলা কর। বিজয় নিকটবর্তী। মোকাবেলার সময়কাল অতি সামান্য। (এমন সময় আসবে) যেন তুমি মহারাজের লোক। যিনি তোমার নিকট নিজ দূত পাঠিয়েছেন। তারা তোমাকে তাঁর রাজমহলে বহন করে নিয়ে গেছেন। লড়াই থেকে আরাম পেয়েছ। তোমার দুশমন থেকে তুমি পৃথক হয়ে গেছ। সম্মানজনক গৃহে তোমাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে তুমি ইচ্ছামতো স্বচ্ছন্দে আহার-বিহার করছ।

ওদিকে তোমার শত্রুকে সবচেয়ে কঠিন কারাগারে বন্দী রাখা হয়েছে, তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। যে কারাগারে সে তোমাকে বন্দী করতে চেয়েছিল, সেই কারাগারে তাকে বন্দী রাখা হয়েছে এবং তার দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়েছে। অতঃপর সে নিষ্কৃতি ও মুক্তি পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

আর তুমি আছ ইচ্ছাসুখে। সেখানে তোমার চক্ষু শীতল হয়েছে। মোকাবেলার সামান্য সময়ে ধৈর্যধারণের এ হল বিনিময়।

দুনিয়ার এ শত্রু-মোকাবেলার সময়কে যদি সামান্য বলে মন মানতে না চায়, পার্থিব জীবন যে ক্ষণস্থায়ী তা অনুভব করতে মন দুর্বল হয়, তাহলে মহান আল্লাহর এ বাণী অনুধাবন করা উচিত, তিনি বলেছেন,

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ

"তাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।"[৩৯৯]

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

"যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা

৩৯৯. সূরা আহকাফ-৪৬:৩৫

পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে।"[৪০০]

قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ - قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ - قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"তিনি বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম এক দিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, তুমি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে; যদি তোমরা জানতে।"[৪০১]

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا - يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا - نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

"যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন আমি অপরাধীদের (চক্ষু) নীল হয়ে যাওয়া অবস্থায় সমবেত করব। ওরা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে, 'তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে।' ওরা কী বলবে, তা আমি ভাল জানি। ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তম পথের অনুসারী বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।"[৪০২]

নবী ﷺ একদিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন সূর্য পাহাড়ের মাথায় এসে অস্তের কাছাকাছি হল, তখন তিনি বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ

"হে লোক সকল! দুনিয়ার সময় যতটুকু পার হয়ে গেছে, তার মোকাবেলায় কেবল ততটুকু অবশিষ্ট আছে, তোমাদের আজকের দিনের সময় পার হওয়ার মোকাবেলায় যতটুকু অবশিষ্ট আছে।"[৪০৩]

---

৪০০. সূরা নাযিআত-৭৯:৪৬
৪০১. সূরা মু'মিনূন-২৩:১১২-১১৪
৪০২. সূরা ত্বহা-২০:১০২-১০৪
৪০৩. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৬১৭৩

সুতরাং সেই জ্ঞানীর উচিত উক্ত হাদীস নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা, যে নিজের জন্য কল্যাণ কামনা করে। তার জানা উচিত, দুনিয়ার অবশিষ্ট এই সামান্য সময়ে সে কী অর্জন করতে পেরেছে? তার জানা উচিত, সে ছলনাময় এক ভোগ-বিলাসী জীবনে এবং স্বপ্নময় এক বিলাস-নিদ্রায় বিভোর রয়েছে। সে চির সুখ ও স্থায়ী সম্পদকে কানা কড়ির বিনিময়ে বিক্রয় করে দিচ্ছে। অথচ সে যদি আল্লাহর কাছে পরকাল কামনা করত, তাহলে তিনি তাকে পর্যাপ্ত ও পরিপূর্ণরূপে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দান করতেন। যেমন কোন কোন আষারে এসেছে, "হে আদম-সন্তান! তুমি দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি কর, তাহলে তুমি উভয়ই লাভ করবে। আর আখেরাতকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করো না, তাহলে উভয়ই হাতছাড়া হবে।"

কোন কোন সলফ বলেছেন, "হে আদম-সন্তান! তুমি দুনিয়ার কিছু অংশের মুখাপেক্ষী। কিন্তু তুমি আখেরাতের অংশের অধিকতর মুখাপেক্ষী। যদি তুমি দুনিয়ার অংশ অর্জন করতে শুরু কর, তাহলে আখেরাতের অংশ নষ্ট করে ফেলবে। আর দুনিয়ার অংশের ব্যাপারেও তোমার অবস্থান বিপন্ন হবে। পক্ষান্তরে যদি তুমি আখেরাতের অংশ অর্জন করতে শুরু কর, তাহলে তোমার দুনিয়ার অংশ অর্জনে সফল হবে। সুতরাং তুমি তোমার অর্জন-পদ্ধতিকে সুশৃঙ্খলিত কর।"

উমার বিন আব্দিল আযীয رحمه الله তাঁর খুতবায় বলতেন, "হে লোক সকল! তোমরা অকারণে সৃষ্ট হওনি। তোমাদেরকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে না। তোমাদের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে, তাতে বিচার ও ফায়সালার জন্য আল্লাহ আয্যা অজাল্ল তোমাদেরকে সমবেত করবেন। সুতরাং ব্যর্থ ও হতভাগ্য হবে সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল নিজ রহমত থেকে বহিষ্কার করবেন, যে রহমত প্রত্যেক জিনিসে ছেয়ে আছে এবং সেই জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন, যে জান্নাতের প্রস্থ হল আকাশ-পৃথিবীর সমান।

আগামীকাল নিরাপত্তা পাবে সেই ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহর ভয় রাখে, যার পরহেযগারি আছে। সামান্যকে প্রচুরের বিনিময়ে, ক্ষণস্থায়ীকে চিরস্থায়ীর বিনিময়ে, দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

তোমরা কি দেখ না, তোমরা রয়েছ ধ্বংসোন্মুখদের মেরুদণ্ডে, অতঃপর তোমাদের পরবর্তীরা তার স্থলাভিষিক্ত হবে? তোমরা কি দেখ না, তোমরা প্রত্যেক দিন আল্লাহর দিকে যাত্রী মৃতের জানাযায় অংশগ্রহণ করছ? যার কর্তব্য পূরণ হয়ে গেছে এবং আশা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং তাকে তোমরা মাটির ফাটলের উদরে বিনা বালিশ ও বিছানায় স্থাপন করছ। তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, সে সকল প্রিয়জন থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং হিসাবের সম্মুখীন হয়েছে।”

উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল এই সামান্য সময়ের জন্যই বান্দাকে সৈন্য, সাজসরঞ্জাম ও সাহায্য দিয়ে শক্তিশালী করেছেন। তাকে এ কথাও বলে দিয়েছেন, সে কীভাবে নিজের শত্রুর হাত হতে রক্ষা পাবে এবং বন্দী হলে কীভাবে নিজেকে মুক্ত করবে।

ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী হারেষ আশআরী থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা য়্যাহয়্যা বিন যাকারিয়া (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং বানী ইস্রাঈলকে আমল করতে আদেশ দিতে বললেন। অতঃপর তিনি সে ব্যাপারে প্রায় দেরী করে ফেলেছিলেন। সুতরাং ঈসা (আলায়হিস সালাম) তাঁকে বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা আপনাকে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং বানী ইস্রাঈলকে আমল করতে আদেশ দিতে বলেছেন। অতএব আপনি কি তাদেরকে আদেশ করবেন, নাকি আমি তাদেরকে আদেশ করব?’ য়্যাহয়্যা বললেন, ‘আমার ভয় হয়, আপনি আমার আগে বললে আমাকে মাটিতে ধসিয়ে দেওয়া হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে।’

সুতরাং য়্যাহয়্যা বায়তুল মাক্বদিসে লোকেদেরকে জমা করলেন। মসজিদ ভরে গেলে লোকেরা উঁচু জায়গাতেও বসল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে পাঁচটি বাক্য দিয়ে তার উপর আমল করতে এবং তোমাদেরকে আমল করতে আদেশ দিতে বলেছেন।’ উক্ত বাক্যাবলীর পঞ্চম বাক্য ছিল,

وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ ، فَإِنَّ مَثَلَ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا ، حَتّٰى إِذَا أَتٰى عَلٰى حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، كَذٰلِكَ الْعَبْدُ لَا

يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلاَّ بِذِكْرِ اللهِ

“আমি তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর যিক্‌র কর। যেহেতু এর উপমা হল সেই ব্যক্তির মতো, যার পশ্চাতে শত্রু ত্রস্তপদে ধাওয়া করেছে। পরিশেষে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে এসে নিজেকে তাদের হাত হতে রক্ষা করেছে। অনুরূপই আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।”[৪০৪] উক্ত হাদীসেই আছে,

وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ

“আর আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেছেন স্বলাতের। সুতরাং যখন তোমরা নামায পড়বে, তখন অন্যমনস্ক হয়ো না। যেহেতু আল্লাহ নিজের চেহারা নামাযে নিজ বান্দার চেহারার সাথে স্থির রাখেন, যতক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয় না।”

নামাযে অন্যমনস্ক হওয়া, দৃষ্টি বা চেহারা ফিরোনো দুইভাবে হয়ে থাকে:

(এক) আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল থেকে নিজের হৃদয়কে গায়রুল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়া।

(দুই) এদিক-ওদিক দৃষ্টি ফেরানো।

উভয়ই নিষিদ্ধ। আল্লাহ নিজ বান্দার প্রতি আগ্রহী থাকেন, যতক্ষণ বান্দা নিজ নামাযে আগ্রহী থাকে। সুতরাং যখনই সে নিজ হৃদয় বা দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়, তখনই মহান আল্লাহ তার নিকট থেকে আগ্রহ ছিন্ন করেন। আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) রসূলুল্লাহ ﷺ কে এই দৃষ্টি ফিরানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন,

هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ

“এটা এক প্রকার অপহরণ। শয়তান বান্দার নামায থেকে অপহরণ করে।”[৪০৫]

আষারে আছে, আল্লাহ তাআলা (এমন অন্যমনস্ক মুস্বল্লীকে) বলেন, “আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠের দিকে, আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠের দিকে?”

---

৪০৪. আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহুল জামে' লিল আলবানী, মাশা. হা/১৭২৪

৪০৫. বুখারী ইফা. হা/৭১৫, আপ্র. হা/৭০৭, তাও. হা/৭৫১

যে মুস্বল্লী তার নামাযে নিজ দৃষ্টি বা হৃদয় ফিরিয়ে অন্যমনস্ক হয়, তার উপমা সেই ব্যক্তির মতো, যাকে বাদশা ডেকে পাঠিয়ে নিজের সামনে দন্ডায়মান করেছেন। অতঃপর তিনি আগ্রহের সাথে তাকে ডাকছেন ও সম্বোধন করছেন। কিন্তু সে সেই সময় বাদশা থেকে মুখ ফিরিয়ে ডানে-বামে তাকাতাকি করছে। তার হৃদয়ও বাদশা থেকে সরে গেছে। সুতরাং তিনি তাকে কী বলে সম্বোধন করছেন, তা সে বুঝতে পারে না। যেহেতু তার হৃদয় তার সাথে উপস্থিত নয়। তাহলে সে ব্যক্তির ধারণায়, বাদশা তার সাথে কী আচরণ করতে পারেন? তার ব্যাপারে কম-সে-কম এমন শাস্তি কি প্রযোজ্য নয় যে, তিনি তার সামনে থেকে রাগান্বিত অবস্থায় সরে যাবেন, তাকে দূর করে দেবেন এবং সে তাঁর দৃষ্টিতে হীন হয়ে যাবে?

বলা বাহুল্য এ মুস্বল্লী সেই মুস্বল্লীর সমতুল্য নয়, যে মুস্বল্লীর মন তার নামাযে উপস্থিত থাকে, সে আল্লাহ তাআলার প্রতি আগ্রহী থাকে, যার হৃদয় তাঁর বিশালত্ব অনুভব করে, যাঁর সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাঁর ভয়ে তার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে এবং তাঁর জন্য গর্দান অবনত থাকে। অন্যমনস্ক হতে অথবা অন্য কিছুর প্রতি মন ও দৃষ্টি ফিরাতে প্রতিপালকের নিকট লজ্জা করে। উক্ত দুজনের নামাযে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

হাস্সান বিন আত্বিয়্যাহ বলেন, 'দুজন লোক একই নামাযে থাকে, কিন্তু মর্যাদায় উভয়ের মাঝে আসমান-যমীনের তফাৎ। যেহেতু একজন নিজ হৃদয়ের সাথে আল্লাহর প্রতি আগ্রহী থাকে। আর অপরজন থাকে অন্যমনস্ক উদাস। যদি বান্দা তারই মতো কোন সৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়ায় এবং তার মাঝে ও ঐ সৃষ্টির মাঝে পর্দা রাখে, তাহলে তাতে অভিমুখ হয় না এবং নৈকট্যও হয় না। সুতরাং মহান সৃষ্টির্তার সম্মুখে অনুরূপ দাঁড়ালে কী ধারণা হয়?

বান্দা যখন মহান সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হয় এবং তার ও তাঁর মাঝে ইন্দ্রিয়-বাসনা ও কুচিন্তার পর্দা থাকে, মন তাতে বিভোল ও পরিপূর্ণ থাকে, তখন আল্লাহ-অভিমুখ কীভাবে হবে? তখন তো কুচিন্তা ও স্মৃতিচারণ তাকে উদাস করে ফেলে এবং সেখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন শয়তান ঈর্ষান্বিত হয়। যেহেতু সে দন্ডায়মান হয় সবচেয়ে উচ্চ স্থানে, যা আল্লাহর নিকটবর্তী, শয়তানের জন্য ক্ষোভ সৃষ্টিকারী, তার জন্য ভীষণ কঠিন। তাই সে সাগ্রহে প্রচেষ্টা চালায়, যাতে বান্দা সেখানে দন্ডায়মান না থাকে। তার মনের মাঝে এসে নানা ওয়াদা দিতে থাকে, আশা দিতে থাকে, বিস্মৃত করে এবং তার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য দ্বারা তার উপর আক্রমণ চালায়, যাতে তার কাছে স্বলাতের মর্যাদা হ্রাস পায়। সুতরাং সে তাতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, পরিশেষে সে নামাযই ত্যাগ করে বসে!

এতে যদি শয়তান অপারগ হয়, বান্দা তার অবাধ্য হয় এবং সে উক্ত স্থানে দন্ডায়মান হয়, তাহলে আল্লাহর দুশমন তার কাছে এসে তার হৃদয়-মনে নানা চিন্তার উদ্রেক করে, তার নামাযে তাকে এমন কথা স্মরণ করায়, যা সে ভুলে ছিল। এমনকি এমন জিনিসও তার মনে পড়ে যায়, যা বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে ছিল। শয়তান তার স্মৃতিচারণ করে তাকে নামায থেকে বিরত রাখে। মহান আল্লাহর দরবার থেকে তার মনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ফলে সেখানে কেবল তার দেহ পড়ে থাকে, তাতে হৃদয় থাকে না। সুতরাং সে তখন নামাযে মহান আল্লাহর প্রতি একাগ্রতার সে মর্যাদা ও সওয়াব পেয়ে ধন্য হয় না, যা নামাযে একাগ্রতার সাথে হৃদয়-মন নিয়ে উপস্থিত মুস্বল্লী পেয়ে থাকে। সে তখন নামায থেকে সেই অবস্থায় ফিরে আসে, যে অবস্থা ছিল স্বলাতের পূর্বে। তার সকল পাপের বোঝা একই অবস্থায় মাথায় চাপানো থাকে, নামায তার কিছুও হাল্কা করতে পারে না। আসলে নামায তার পাপ মাফ করায়, যে মুস্বল্লী তার স্বলাতের যথার্থ হক আদায় করে, তার মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিনয়ী ও বিনম্র হয় এবং মহান আল্লাহর সামনে কায়মনোবাক্যে দন্ডায়মান হয়।

وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

“নামায কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে যিক্‌রকারীদের জন্য একটি

Contents

যিক্‌রের মাধ্যম।”[৪০৬]

এই মুস্বল্লী যখন নামায থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার মনে হাল্কাভাব অনুভব করে। অনুভব করে, যেন ভারী বোঝা মাথা থেকে নেমে গেছে। মনে হয় সে তার যথার্থ কর্তব্য পালন করতে পেরেছে। সুতরাং সে নিজের মধ্যে স্ফূর্তি, স্বস্তি ও সজীবতা পায়। এমনকি স্বলাতের আকর্ষণে সে আশা করে, যদি সে নামায থেকে বের হয়ে না আসত! যেহেতু নামায তার চক্ষু-শীতলতা, তার আত্মার প্রশান্তি, তার হৃদয়ের বেহেশ্‌ত ও দুনিয়ার বিশ্রামাগার। তাই সে যেন সর্বদা কারাগার ও সংকীর্ণতায় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাতে পুনঃ প্রবেশ করেছে। অতঃপর তাতে প্রবেশ করলে সে তার মাধ্যমে শান্তি ও আরাম পায়। নামায থেকে আরাম পায়---সে কথা নয়। সুতরাং ভক্তগণ বলেন, ‘নামায পড়ি ও স্বলাতের মাধ্যমে আরাম পাই।’ যেমন তাঁদের ইমাম ও আদর্শ নবী ﷺ বলেছিলেন, “হে বেলাল! (ইকামত দাও এবং) স্বলাতের মাধ্যমে আমাদেরকে আরাম দাও।”[৪০৭] এ কথা বলেননি যে, “নামায থেকে আরাম দাও (মুক্তি দাও)।”

নবী ﷺ আরো বলেছেন, “নামাযে আমার চক্ষু-শীতলতা রাখা হয়েছে।”[৪০৮] সুতরাং স্বলাতের মধ্যে যাঁর চক্ষু শীতল হয়, নামায ছাড়া তাঁর চক্ষু শীতল হবে কীভাবে? তা ব্যতিরেকে মনে ধৈর্যই বা থাকবে কীভাবে?

বর্ণিত আছে যে, বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন মহান আল্লাহ বলেন, “পর্দাসমূহ উন্মোচন কর।” অতঃপর যখন সে অন্যমনস্ক হয়, তখন বলেন, “পর্দাসমূহ নিপাতন কর।”

উক্ত অন্যমনস্কতার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর ধ্যান ছেড়ে অন্যের প্রতি হৃদয়ের অন্যমনস্কতা। সুতরাং যখন সে অন্যের প্রতি হৃদয় ফিরিয়ে নেয়, তখন তাঁর ও বান্দার মাঝে পর্দা ফেলা হয়। তখন শয়তান প্রবেশ করে এবং পার্থিব নানা বিষয় তার কাছে পেশ করে। সেসব তাকে আয়নার আকারে প্রদর্শন করে।

---

৪০৬. সূরা হূদ-১১:১১৪
৪০৭. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/২৩০৮৮, আবূ দাঊদ আলএ. হা/৪৯৮৭
৪০৮. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/১৪০৩৭, নাসাঈ মাপ্র. হা/৩৯৪০

পক্ষান্তরে যখন সে আল্লাহর প্রতি নিজ হৃদয় রেখে একাগ্রতা আনে এবং অন্যমনস্ক না হয়, তখন তার মাঝে ও মহান আল্লাহর মাঝে আসতে পারে না। শয়তান তখনই প্রবেশ করে, যখন পর্দা পড়ে যায়। অতঃপর সে যদি আল্লাহর দিকে পলায়ন করে এবং হৃদয়কে উপস্থিত করে, তাহলে শয়তান পিঠটান দেয়। তারপর আবার অন্যমনস্ক হলে, আবারও শয়তান এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং এই হল নামাযে বান্দা ও তার দুশমনের প্রকৃত অবস্থা।

মুস্বল্লী কীভাবে নিজ মনকে নামাযে উপস্থিত রাখবে?

মুস্বল্লী নিজ হৃদয়কে তখনই উপস্থিত রাখতে পারবে এবং মহান প্রতিপালকের সাথে মশগুল রাখতে পারবে, যখন সে নিজের ইন্দ্রিয়-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে। নচেৎ যে হৃদয়কে ইন্দ্রিয়-বাসনা পরাভূত করেছে, কুপ্রবৃত্তি বন্দী করে রেখেছে এবং শয়তান তাতে বসার স্থায়ী আসন করে নিয়েছে, সে হৃদয়কে নানা কুচিন্তা ও স্মৃতিচারণ থেকে মুক্ত করা যায় কীভাবে?

হৃদয় হল তিন প্রকার ঃ

(এক) এমন হৃদয়, যা ঈমান ও সকল প্রকার কল্যাণ থেকে শূন্য। এ হল অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়। এমন হৃদয়ে কুচিন্তা প্রক্ষেপ করা থেকে শয়তান আরামে আছে। যেহেতু সেটা তার ঘর ও দেশ। সে সেখানে ইচ্ছামতো রাজত্ব করে। সেখানে তার স্থায়ী আধিপত্য।

(দুই) এমন হৃদয়, যা ঈমানের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত। তাতে ঈমানের প্রদীপ প্রদীপ্ত। কিন্তু তাতে ইন্দ্রিয়-বাসনার অন্ধকার থেকে গেছে এবং কুপ্রবৃত্তির ঝটিকাও আছে। তাই সেখানে শয়তানের অগ্রযাত্রা ও পশ্চাদপসরণ আছে, আক্রমণ ও বিজয়-লিপ্সা আছে। আর যুদ্ধে কখনো জয় হয়, কখনো পরাজয়।

এই শ্রেণীর হৃদয়ের মানুষরা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কারো কারো জয়ের সময় অধিক। আবার কারো কারো দুশমনের জয়ের সময় অধিক। আবার কেউ কেউ সমান হারে জেতে ও হারে।

(তিন) এমন হৃদয়, যা ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ। ঈমানের আলোকে আলোকিত। ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার সকল পর্দা উঠে গেছে এবং কুপ্রবৃত্তির সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তার বক্ষে রয়েছে সেই আলোর ছটা। সেই ছটার রয়েছে দাহিকাশক্তি। কোন কুচিন্তা তার নিকটবর্তী হলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং সেই হৃদয় হল আকাশের মতো, যাকে উল্কা দ্বারা নিরাপদ রাখা হয়। শয়তান নিকটবর্তী হলে উল্কা উৎক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আর মু'মিন অপেক্ষা আকাশের মর্যাদা বেশি নয়। মহান আল্লাহ আকাশের চাইতে মু'মিনের হিফাযত বেশি করে থাকেন। আকাশ হল ফিরিশ্‌তাবর্গের উপাসনালয়, অহীর অবতীর্ণস্থল এবং সেখানে আছে আনুগত্যের আলোকমালা।

পক্ষান্তরে মু'মিনের হৃদয় তাওহীদ, মহব্বত, মা'রিফাত ও ঈমানের স্থিতিস্থল। সেখানে আছে সে সবের আলোকমালা। আর নিশ্চয় তা দুশমনের দুরভিসন্ধি ও চক্রান্ত থেকে হিফাযতযোগ্য। সুতরাং সেখান হতে অপহরণ ছাড়া কিছু চুরি যাওয়ার উপায় নেই।

উক্ত তিন হৃদয়ের চমৎকার উপমা রয়েছে। তা যেন তিনটি ঘর।

(এক) রাজার ঘর, তাতে আছে রাজার ধনভান্ডার, অর্থালঙ্কার ও মণিমুক্তা ইত্যাদি।

(দুই) দাসের ঘর, তাতে আছে দাসের অর্থালঙ্কার। আর তা রাজার মতো নয়।

(তিন) শূন্য ঘর, তাতে কিছু নেই।

এক চোর এসে চুরি করতে চাইলে কোন্ ঘরে ঢুকে চুরি করবে?

যদি বলেন, 'শূন্য ঘর ঢুকে', তাহলে তা অসম্ভব। কারণ খালি ঘরে চুরি করার মতো কিছুই নেই। ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে বলা হল, 'ইয়াহুদীরা মনে করে, তাদের নামাযে কোন কুচিন্তা আসে না।' তিনি বললেন, 'শয়তান বিধ্বস্ত হৃদয় নিয়ে কী করবে?'

যদি আপনি বলেন, 'রাজার ঘর থেকে চুরি করবে।' তাহলে তাও অসম্ভব। কারণ রাজার ঘরে আছে মজবুত দ্বার ও দ্বাররক্ষী। তার ধারে-কাছেই যেতে পারবে না চোরে। পরন্তু খোদ রাজা যদি নিজেই প্রহরী হয়, তাহলে তো সম্ভাবনার কোন পথই নেই। তাহলে চোরের জন্য একটাই ঘর অবশিষ্ট থাকছে, তা হল দ্বিতীয় ঘর বা দাসের ঘর। সেখানেই তার

চৌর্যবৃত্তির আশা পূরণ হয়।

জ্ঞানীর উচিত, এই উপমাকে অনুধাবন করা এবং হৃদয়সমূহের উপর আরোপ করা। কারণ তা তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এমন হৃদয়, যা সম্পূর্ণরূপে কল্যাণশূন্য, আর তা হল কাফের ও মুনাফিকের হৃদয়, এমন হৃদয় শয়তানের ঘর। শয়তান তা নিজের জন্য বেছে নেয় এবং সেটাকেই নিজের দেশ মনে করে। সেখানেই সে বাসা বাঁধে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সুতরাং সেখান থেকে সে কী চুরি করবে? সেখানে তো তারই ধনভান্ডার, ধনপেটিকা, সংশয় ও সন্দেহ, কুখেয়াল ও কুচিন্তা আছে।

এমন হৃদয়, যা মহান আল্লাহর প্রতাপ, ভক্তি, ভালোবাসা, ভয় ও লজ্জা দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন্ শয়তান এ হৃদয়ে আক্রমণ করার দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করবে? আর সেখান থেকে কিছু চুরি করতে চাইলেও সে কী চুরি করবে? হয়তো বা বান্দার সাময়িক ঔদাস্যের কারণে সে সেখান থেকে কিছু অপহরণ বা ছিনতাই করতে পারে। আর এটা হতেই পারে। কারণ সে তো মানুষ। মানুষের প্রকৃতিতে ঔদাস্য, বিস্মৃতি, ভুল-ভ্রান্তি এবং প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অনেক কিছু থাকা অস্বাভাবিক নয়।

এমন হৃদয়, যাতে আছে মহান আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর ভালোবাসা, মা'রিফাত, তাঁর প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যজ্ঞান এবং তাতে আছে ইন্দ্রিয় বাসনা এবং তারই প্রভাবান্বিত চরিত্র। আর আছে কুপ্রবৃত্তি ও প্রকৃতির চাহিদা পূরণের আরো অনেক উপকরণ।

অন্য এক হৃদয় আছে, এই দুই দূতের মাঝে। সুতরাং কখনো তা আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর মা'রিফাত, মহব্বত ও ইচ্ছার দূতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার কখনো শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও প্রকৃতির চাহিদার দূতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমন হৃদয়ে শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি থাকে। তার সাথে তার সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধে। আর মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিজয় দান করেন।

وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

"বিজয় শুধু পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকেই আসে।"[৪০৯]

এমন হৃদয়ে নিজের অস্ত্র প্রয়োগ ছাড়া শয়তান প্রবেশ করতে সক্ষম হয় না। শয়তান তাতে প্রবেশ করে এবং সেখানে তার অস্ত্র মজুদ পায়। তা নিয়ে সে তারই বিরুদ্ধে লড়াই লড়ে। আর তার অস্ত্র হল, উদগ্র ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা, কুপ্রবৃত্তি, খেয়াল-খুশী, মিথ্যা আশা ইত্যাদি। আর সে সব হৃদয়ের মধ্যেই মজুদ। সুতরাং প্রবেশ করার পর সে সব প্রস্তুত পায়। তা নিয়ে সে হৃদয়ের উপরেই হামলা শুরু করে। অতঃপর বান্দার হৃদয়ে যদি ঈমানী অস্ত্র মজুদ থাকে এবং তা শয়তানী অস্ত্রের মোকাবেলা করে তাকে পরাস্ত করে, তাহলেই মুক্তি। নচেৎ তার উপর ক্ষমতাসীন হবে শয়তান। অলা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। পক্ষান্তরে বান্দা যদি দুশমনকে নিজ মনের গৃহে আসতে অনুমতি দেয়, তার জন্য প্রবেশ-দ্বার খুলে দেয় এবং তাকে অস্ত্র হাতে তুলে দেয়, তাহলে অবশ্যই সে নিন্দিত ও ভর্ৎসিত। আরবী কবি বলেছেন,

فَنَفْسِكَ لُمْ وَلَا تَلُمِ الْمَطَايَا *** وَمُتْ كَمَدًا فَلَيْسَ لَكَ اِعْتِذَارُ

অর্থাৎ, নিজেকে ভর্ৎসনা কর এবং বাহনকে ভর্ৎসনা করো না। আর শোকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ কর, কারণ তোমার কোন ওজুহাত নেই।[৪১০]

জ্বিন পাওয়া রোগীর চিকিৎসা

আমরা পূর্বেই জেনেছি যে, জ্বিন মানুষকে স্পর্শ করে, তার দেহে প্রবেশ করে এবং তাকে নানা কষ্ট দেয়। যাকে সাধারণতঃ 'জ্বিন পাওয়া' বা 'জ্বিনে ধরা' বলে। আমরা এখানে জ্বিন পাওয়ার কারণ ও তার চিকিৎসার কথা আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ।

জ্বিন আকর্ষণ সাধারণতঃ তিন কারণে হয়ে থাকে

➲ ১। জ্বিন মানুষকে তার কোন গুণ বা সৌন্দর্য দেখে ভালোবেসে ফেলে। যেমন ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা মানুষে-মানুষে হয়ে থাকে। ফলে অভিভূত, বিমোহিত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে সর্বদা (বা কোন কোন

৪০৯. সূরা আলে ইমরান-৩:১২৬
৪১০. আল-ওয়াবিলুস স্বাইয়িব

সময়ে) মানুষের কাছে থেকে মনোসুখ ও সঙ্গতৃপ্তি লাভ করে থাকে। কখনো বা ব্যভিচারও করতে চায়। মানুষ সম্মত না হলে তাকে বিভিন্ন ভয় ও কষ্ট দিয়ে থাকে। আবার খবীস না হলে বন্ধুত্বের বেশে তার বহু উপকারও করে থাকে। সে ক্ষেত্রে মানুষের কোন কষ্ট হয় না। এ পর্যায়ে সাধারণতঃ পুরুষের প্রতি নারী জ্বিন এবং নারীর (যুবতীর) প্রতি পুরুষ জ্বিন আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

➲২। মানুষ অজান্তে জ্বিনকে কখনো (তার উপর প্রস্রাব করে, পানি ফেলে অথবা প্রাণীর বেশে থাকা কালে তার উপর আঘাত করে) কষ্ট দিয়ে থাকে। ফলে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় তার দেহে এসে তাকে কষ্ট দেয়। প্রাণী (সাপ-বিছা ইত্যাদি) রূপ জ্বিনকে মানুষ হত্যা করতে চাইলে জ্বিনও মানুষকে মারার চেষ্টা করে। বা মেরেও ফেলে।[৪১১]

➲৩। অকারণে খামাকা মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। তাকে পূজা বা সিজদা করতে আদেশ দেয়। যেমন দুষ্ট ছেলেরা কোন অপরিচিত মুসাফিরের সাথে অনুচিত ব্যবহার করে থাকে। (পূজা বা সিজদা করতে বললে তার কথা মানা রোগীর কোনক্রমেই উচিত নয়।)

জ্ঞাতব্য যে, যারা জিনের পূজা করে, (সাধারণতঃ যেখানেই গায়রুল্লাহর পূজা হয় যেমন, মূর্তি, পাথর, গাছ, কবর ইত্যাদি সেখানেই শয়তান জ্বিন-আঁটন বা আড্ডা গাড়ে এবং পূজা নেয়)[৪১২] তাদেরকে মানে, তা'যীম করে ও তাদের নিকট ভয়ে আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে, জ্বিন তাদেরকে আরো অধিক ভয় প্রদর্শন করে। যাতে তার শক্তি ও তার প্রতি ভক্তিতে অধিক গর্বানুভব এবং পূজা বৃদ্ধি হয়।[৪১৩] এ জন্যেই ভয়ার্তরা অধিক ভয় পেয়ে থাকে। আবার অনেক সময় স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে মানুষ সামান্য কিছু দেখলেই ভয় পায়।

---

৪১১. মুসলিম মাশা. হা/৫৯৭৬
৪১২. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৫/১৩৫
৪১৩. সূরা জ্বিন-৭২:৬

চিকিৎসকের কর্তব্য

এ কথা বিদিত যে, জ্বিনদের মধ্যে কাফের ও মুসলিম আছে। মুসলিমের শরীয়ত আছে। সুতরাং আকৃষ্ট জ্বিন যদি মুসলিম হয়, তাহলে তাকে আল্লাহর ভয় ও শরীয়তের কথা বলে চলে যেতে বলা কর্তব্য। সে যদি প্রথমোক্ত কারণে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে তাকে বোঝানো উচিত, এ হল অবৈধ প্রণয় ও অবৈধ সহাবস্থান। এটা সেই অশ্লীলতা যা মহান প্রতিপালক জ্বিন-ইনসান সকলের জন্য হারাম ঘোষণা করেছেন। পরন্তু যদি মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়, তাহলে তা অশ্লীলতা যুক্ত যুলুম। এটা সীমা লংঘন ও অন্যায়। একজনের অসম্মতিতে জোরপূর্বক তার কাছে অবস্থান করা মহা অপরাধ। মানুষে-মানুষে এমন ঘটলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিচারে তার শাস্তি কী, তা তাকে জানানো উচিত। যাতে তার উপর হুজ্জত কায়েম হয়।

সে যদি দ্বিতীয় কারণে আসে, অর্থাৎ কষ্টদানের প্রতিশোধ নিতে তার ঘাড়ে চেপে বসে, তাহলে জানতে হবে, রোগী কি তাকে জেনেশুনে কষ্ট দিয়েছে?

যদি না জেনে কোন কষ্ট দিয়েছে, তাহলে সেই জ্বিনকে বুঝানো উচিত যে, তোমরা অদৃশ্য জাতি। আর ও তোমাকে না দেখে বা না জেনে কোন কষ্ট দিয়েছে। আর না জেনে কষ্ট দিলে কেউ সাজা পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। সুতরাং তোমার এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া অন্যায়। পরন্তু সে যদি নিজের বাড়িতে, নিজের মালিকানাধীন স্থানে তোমাকে কোন কষ্ট দিয়েছে, তাহলে তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে কেন? অন্যায় তো তোমারই।

তোমাদের বাসা মানুষের বাসস্থান নয়। অন্যায়ভাবে বাস করতে আসবে, আবার অজান্তে কোন কষ্ট পেলে তার বদলা নেবে কেন?

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷺ বলেন, "উদ্দেশ্য হল, জ্বিন মানুষের উপর অত্যাচার করলে, তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধান জানিয়ে দিতে হবে। তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করতে হবে। সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানের কর্তব্য পালন করতে হবে; যেমন মানুষের সাথে করা হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

"আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।"[৪১৪]

তিনি আরো বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَٰذَا

(আমি ওদেরকে বলব,) 'হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?'[৪১৫]

জ্বিন হত্যা করা

আমাদের উচিত নয়, অকারণে জ্বিন হত্যা করা। যেহেতু তা অন্যায় ও মহাপাপ। যেমন মানুষ হত্যা করা মহাপাপ। কারো প্রতি অন্যায়াচরণ করা কোনক্রমেই বৈধ নয়, যদিও সে কাফের হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا

৪১৪. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:১৫

৪১৫. সূরা আল আন'আম-৬:১৩০

تَعْمَلُونَ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দীঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।"[৪১৬]

এই জন্য বাড়ির ভিতরে সাপ দেখলে তা হুট্ করে হত্যা করে বসা উচিত নয়। তাকে তিন দিন সতর্ক করার পরও থেকে গেলে হত্যা করা যাবে। আর তখন তা অন্যায় হবে না। সাধারণ সাপ হলে, সে মানুষের শত্রু, তাকে হত্যা করা বৈধ। আর জ্বিন হলে সে অবাধ্য এবং সাপরূপে মানুষকে কষ্ট দিতে বদ্ধপরিকর। তখন তার সাজা সে ভোগ করবে। নচেৎ অকারণে জ্বিন হত্যা বৈধ নয়।

জ্বিনকে গালাগালি ও মারধর করা

কাউকে জ্বিন পেলে, তাকে সাহায্য করা উচিত। কারণ সে মযলুম। তবে সাহায্য হবে ইনসাফ মতো; যেমন মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু উপদেশ ছলে কোন আদেশ-নিষেধ মানতে যদি সে জ্বিন রাজি না হয়, তাহলে তাকে ধমক দেওয়া, গালি দেওয়া, অভিশাপ করা, মারের হুমকি দেওয়া বৈধ। যেমন নবী ﷺ এর মুখে শয়তান আগুন দিতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, 'আঊযু বিল্লাহি মিন্‌ক্‌, আলআনুকা বিলা'নাতিল্লাহ।' (তোর থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি, আল্লাহর অভিশাপে তোকে অভিশাপ দিচ্ছি।)

তাতেও যদি কাজ না হয়, তাহলে জ্বিন তাড়াবার জন্য প্রহারের প্রয়োজন পড়তে পারে। আর তখন রোগীকে মারলে আসলে মার পড়বে জ্বিনের উপর, সেই তার ব্যথা অনুভব করবে। অবশ্য সে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অবশিষ্ট ব্যথার রেশ রোগী অনুভব করবে।

কিন্তু মারার আগে ওঝার উচিত সর্বাগ্রে রোগ নির্ণয় করা। সম্ভবতঃ রোগীর উন্মাদনা বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি (ব্রেন ডিফেক্ট) অথবা মুর্চ্ছা

৪১৬. সূরা মায়িদাহ-৫:৮

(হিস্টিরিয়া) জাতীয় কোন রোগও হতে পারে। অতএব জ্বিন মনে করে শুধু শুধু মারধর করে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দেওয়া উচিত নয়। আবার অনেক সময় রোগীর উপর কারো যাদুর প্রতিক্রিয়া, কিংবা তার কোন মানসিক রোগ অথবা কোন অভীষ্ট লাভের আশায় সুপরিকল্পিত অভিনয় (ছলা-কলা)ও হতে পারে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ওঝা তা সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।

দু'আ-যিক্র ও কুরআনী আয়াত পড়ে জ্বিন ছাড়ানো

জ্বিন ছাড়ানোর সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ হল, আল্লাহর যিক্র ও কুরআনী আয়াত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মন্ত্র হল আয়াতুল কুরসী। এর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে খোদ শয়তান অবহিত। সেই বলেছে, এটা পাঠ করা হলে শয়তান নিকটবর্তী হয় না। আর তার সত্যায়ন করে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'সে সত্যই বলেছে, অথচ সে ভীষণ মিথ্যুক।'"[৪১৭]

যারে' নামক জনৈক সাহাবী তাঁর এক উন্মাদ ছেলে অথবা ভাগ্নেকে সঙ্গে নিয়ে রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এলেন এবং তার জন্য তাঁকে দু'আ করার আবেদন জানালেন। তিনি ছেলেটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন এবং বললেন, 'ওর পিঠের দিকটা আমার নিকট কর।' তারপর তিনি ছেলেটির কাপড়ে ধরে পিঠে আঘাত করতে করতে বললেন, 'বের হ' আল্লাহর দুশমন, বের হ' আল্লাহর দুশমন'। সাথে সাথে ছেলেটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তিনি পানি দ্বারা তার মুখ মুছে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন।[৪১৮]

অনুরূপভাবে অপর এক ঘটনায় তিনি এক শিশুর মুখে থুথু দিয়ে জিন বিতাড়িত করেছেন।[৪১৯]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই শ্রেণীর রোগে যদি ধৈর্যধারণ করে, তাহলে

---

৪১৭. বুখারী ইফা. অনুচ্ছেদ, ১৪৩৮, তাও. হা/২৩১১
৪১৮. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৫৪৮
৪১৯. মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা/৪/১৭০-১৭১, সিলসিলা আহাদীসুস সহীহা মাশা. হা/৪৮৫, ২৯১৮

তার বিনিময়ে রয়েছে জান্নাত।

আত্বা ইবনে আবী রাবাহ বলেন, একদা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!' আমি বললাম, 'হ্যাঁ!' তিনি বললেন, 'এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী (বা জ্বিন-পাওয়া) রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দু'আ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দু'আ করব।" স্ত্রীলোকটি বলল, 'আমি সবর করব।' অতঃপর সে বলল, '(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।' ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য দু'আ করলেন।[৪২০]

উক্ত মহিলার নাম উম্মে যুফার। আত্বা বলেন, 'আমি তাকে কা'বাগৃহের পর্দার সাথে দেখেছি।'

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, মেয়েটি বলেছে, 'খবীস আমাকে উলঙ্গ করতে চায়!'[৪২১]

জ্বিন ছাড়াবার জন্য ঈমানী শক্তি সবল চাই

সম্ভবতঃ জ্বিন ওঝার চেয়ে বেশী জবরও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঈমানী শক্তি ও অধিক দু'আ-দরূদকে কার্যকরী করতে হবে। খবীস জ্বিন অধিক মিথ্যা বুলি এবং ঝুটা ভয় দেখিয়ে থাকে, তাতে কারো ভয় করা চলবে না। ঈমানী শক্তি সবল থাকলে কেবল আদেশ করলেই জ্বিন ভয়ে পলায়ন করবে। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অভিশাপ ও আদেশে শয়তান ভেগে গেছে।

তেমন কোন পরহেযগার প্রসিদ্ধ বান্দা থাকলে, তাঁর আদেশেও জ্বিন ভয়ে পালাবে। বর্ণিত আছে যে, একদা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله

---

৪২০. বুখারী ইফা. হা/৫১৩৬, আপ্র. হা/৫২৪০, তাও. হা/৫৬৫২, মুসলিম মাশা. হা/৬৭৩৬
৪২১. ফাতহুল বারী ১০/১১৫

মসজিদে বসে ছিলেন। এমন সময় খলীফা মুতাওাক্কিলের পক্ষ থেকে একজন লোক এসে বলল, 'আমীরুল মু'মিনীনের ঘরে একটি দাসীকে জ্বিন পেয়েছে। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন, যাতে আপনি তার জন্য রোগ নিরাময়ের দু'আ করেন।'

সুতরাং ইমাম তাকে কাঠের দুটি খরম দিয়ে বললেন, 'আমীরুল মু'মিনীনের ঘরে যাও এবং দাসীটির শিথানে বসে তার জ্বিনকে বল, আহমাদ তোমাকে বলছেন, তোমার কাছে কোন্টা বেশি প্রিয়, এই দাসীকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, নাকি এই খরম দ্বারা সত্তর আঘাত খাবে?'

সুতরাং লোকটি ফিরে গিয়ে ইমামের বলা মতো বলল। জ্বিনটি দাসীটির মুখে বলল, 'আহমাদের আদেশ শুনলাম ও মান্য করলাম। তিনি যদি আমাকে ইরাক ছেড়ে চলে যেতে বলেন, তাহলে আমি তাও করব।'

অতঃপর সে দাসীকে ছেড়ে বের হয়ে গেল। ইমাম ছিলেন আল্লাহর অনুগত। আর যে আল্লাহর আনুগত্য করে, সব কিছু তার অনুগত হয়ে যায়। দাসীটি মুক্তি পেল এবং তার সন্তানও হল।

পরবর্তীতে ইমাম আহমাদ ইন্তিকাল করলে সেই জ্বিন আবার ঐ দাসীর কাছে ফিরে আসে। অতঃপর আমীর ইমামের কোন ছাত্রকে ডেকে পাঠালেন। তিনি উক্ত খরম নিয়ে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বের হয়ে যাও, নাহলে এই খরম দিয়ে তোমাকে প্রহার করব।'

জ্বিনটি বলল, 'তোমার কথামতো আমি বের হব না। ইমাম আল্লাহর অনুগত ছিলেন, তাই আমরা তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য ছিলাম।'

বলা বাহুল্য, ব্যাপার যখন আধ্যাত্মিক, তখন ওঝাকেও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সবল হতে হবে। মজবুত ঈমানের সাথে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হতে হবে। দু'আ ও কুরআনী আয়াতের প্রভাবে পূর্ণ আস্থাশীল হবে। তার ঈমান ও তাওয়াক্কুল যত বেশি হবে, জ্বিন তত তাড়াতাড়ি তার আনুগত্য করবে। পক্ষান্তরে দুর্বল হলে জ্বিন তো পালাবেই না, উল্টা তাকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করবে। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

জ্বিন ছাড়াতে ঝাড়ফুঁক

একদা আবু হাবেস জুহ্‌নী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে নবী ﷺ বললেন, “হে আবু হাবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে?” তিনি বললেন, ‘অবশ্যই বলে দিন।’ নবী ﷺ এই (ফালাক ও নাস) সূরা দুটিকে উল্লেখ করে বললেন, “এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।”[৪২২]

নবী ﷺ মানুষ ও জ্বিনের বদ নজর থেকে (আল্লাহর) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই দুটি সূরা অবতীর্ণ হল, তখন থেকে তিনি ঐ দুটিকে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বাকী অন্যান্য (দু‘আ) বর্জন করলেন।

➲ **প্রথমতঃ** যেন তা কুরআনী আয়াত, (সহীহ) দু‘আয়ে রসূল অথবা আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) দ্বারা হয়।

➲ **দ্বিতীয়তঃ** আরবী ভাষায় এবং তার অর্থ বোধগম্য হয়।

➲ **তৃতীয়তঃ** যেন রোগী ও ঝাড়ফুঁককারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ঝাড়ফুঁকের (অনুরূপভাবে ঔষধের) নিজস্ব কোন শক্তি বা তাসীর নেই। বরং (তা আল্লাহর দানে) আরোগ্য তাঁর ইচ্ছা ও তকদীরের উপর হয়। অতএব কোন ফিরিশতা, জ্বিন বা কোন দেবতার নামের যিক্‌র নিয়ে অথবা কোন অর্থহীন মনগড়া হিজিবিজি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা করানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত। রসূল ﷺ বলেছেন,

৪২২. নাসাঈ মাপ্র. হা/৫০২০

إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

"নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"[৪২৩] একদা তিনি সাহাবাগণকে বললেন,

اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

"তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রগুলি আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করায় দোষ নেই; যতক্ষণ তাতে শির্ক না থাকে।"[৪২৪]

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইকে উপকৃত করতে সক্ষম, সে যেন তার উপকার করে।"[৪২৫]

চিকিৎসার জন্য কুরআনী আয়াত পাঠ করে পানিতে দম করে অথবা পবিত্র পাত্রে লিখে তা ধৌত করে পান করানো যায়।[৪২৬] পানিতে ফুঁক দেওয়া নিষিদ্ধ হলেও কুরআনী আয়াতের বর্কতমিশ্রিত থুথু উপকারী হবে ইনশা-আল্লাহ।

এ ছাড়া কুরআনী আয়াত লিখে তাবীয বানিয়ে ব্যবহার করাও বৈধ নয়। পরন্তু আবজাদী নক্স বানিয়ে, ফিরিশতা বা শয়তানের নাম দিয়ে অথবা তেলেস্মাতি কবচ তৈরী করে ব্যবহার শির্ক তা সর্বদা মনে রাখা দরকার। চিকিৎসককে (এবং রোগীকেও) এসব বিষয়ে অধিক সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে কোন শির্ক না করে বসে। আর রোগীর পরিবারের উচিত, তারা যেন রোগীর জন্য কোন শির্কী চিকিৎসা বা মুশরিক চিকিৎসক ব্যবহার না করে।

জ্বিনকে তুষ্ট করে বিদায় করা

বৈধ কোন শর্ত হলে তা মেনে নিয়ে তার জ্বালাতন থেকে মুক্তি নেওয়াতে সমস্যা নেই। কিন্তু জ্বিনের কথা বা শর্ত মতো কোন পশু তার নামে বলিদান করে বা তাকে সিজদা করে সন্তুষ্ট করে দূর করা পাক্কা শির্ক।

বৈধ নয় অন্য কোন হারাম পদ্ধতিতে চিকিৎসা। যেমন চেহারা পুড়িয়ে

৪২৩. ইবনে মাজাহ তাও. হা/৩৫৩০, সিলসিলাহ আহাদীসুস সহীহাহ মাশা. হা/৩৩১
৪২৪. মুসলিম মাশা. হা/৫৮৬২
৪২৫. মুসলিম মাশা. হা/৫৮৬১
৪২৬. ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله ১৯/৬৪

বা আগুনের ছেঁকা দিয়ে অথবা হারাম কিছু ভক্ষণ করিয়ে চিকিৎসা বৈধ নয়।

জ্ঞাতব্য যে, রোগীর কাছে জ্বিন না থাকলেও আমভাবে কুরআনী চিকিৎসা ফলপ্রসূ। যেহেতু কুরআন হার্দিক ও শারীরিক সর্বরোগের ঔষধ। আর আল্লাহই নিরাময়কর্তা।

শয়তান সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টার হিকমত

শয়তান হল মন্দ ও পাপের উৎস। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংসের প্রতি অগ্রদূত। সর্বস্থলে পতাকা তুলে মানুষকে কুফরী ও শির্ক এবং আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহবানকারী। এমন এক সৃষ্টির পিছনে কি কোন হিকমত আছে, কোন যুক্তি আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله। তিনি বলেছেন, "ইবলীস ও তার সৈন্যসামন্ত সৃষ্টি করার পিছনে এত হিকমত আছে, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ গণনা করতে পারে না।"

অসংখ্য হিকমতের কতিপয় নিম্নরূপ ঃ

✡ ১। শয়তান ও তার সৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রয়েছে মানুষের দাসত্বের পরিপূর্ণতা

আল্লাহর দুশমন ও তার দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, তার বিরোধিতা করে, তাকে লাঞ্ছিত করে, তাকে ও তার বন্ধুবান্ধবদেরকে ক্ষুব্ধ করে, তার নিকট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে, তার মন্দ ও চক্রান্ত থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের মহান আল্লাহর দাসত্বের মর্যাদা পরিপূর্ণ হয়। এতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ, যা শয়তান সৃষ্ট না হলে অর্জন করা যেত না।

✡ ২। শয়তানের শাস্তি দেখে বান্দার পাপকে ভয়

শয়তানের অবাধ্যাচরণ এবং তার শাস্তি দেখে, তার ফিরিশ্‌তার মর্যাদা থেকে ইবলীসী মর্যাদায় অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হতে দেখে ফিরিশ্‌তাদের ভয় হল। তাঁদের জন্য মহান আল্লাহ দাসত্বের আরো উন্নত মর্যাদা লাভ হল। তাঁদের মধ্যে অন্য বিনয়-নম্রতা, অন্য ভীতি সৃষ্টি হল। যেমন রাজার কোন অবাধ্য দাসকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে দেখে অন্যান্য দাসদের ভয় হয়। যেমন এ ঘটনা শুনে মু'মিনদের ভয় হয়।

✡ ৩। শয়তানের শয়তানী অপরের জন্য উপদেশ

যারা মহান আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাঁর আনুগত্যে অহংকার প্রদর্শন করে, তাঁর অবাধ্যাচরণে অটল থাকে, এমন লোকেদের জন্য শয়তানের মধ্যে শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে। যেমন মানুষের আদি পিতা অপরাধ করেছিলেন, প্রতিপালকের নিষেধ বিস্মৃত হয়ে অমান্য করেছিলেন, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছিলেন, এ ঘটনার মধ্যে আদম সন্তানের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে।

সুতরাং মানুষের আদি পিতা আদমের মধ্যে রয়েছে সকলের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। ভুল করলে ফিরে আসতে হয়, তওবা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

তেমনি জ্বিন জাতির আদি পিতা ইবলীসের মধ্যে রয়েছে সকলের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ। অহংকার প্রদর্শন করলে ও পাপে অটল থাকলে কঠিন ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হয়।

✡ ৪। শয়তান সৃষ্ট হয়েছে মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য

শয়তান সৃষ্টির একটি হিকমত হল, তার দ্বারা মানুষের ঈমান-আমল পরীক্ষা হবে। সে হল কষ্টিপাথর। তাকে দিয়ে মানুষের খাঁটি ও ভেজাল পৃথক করা হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

“ওদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক।”[৪২৭]

মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। আর মাটির মধ্যে কিছু আছে নরম ও কঠিন, ভালো ও মন্দ, উর্বর ও অনুর্বর। সুতরাং তার মধ্যে তার উপাদানের প্রভাব অবশ্য বিকশিত হবে। নবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ

---

৪২৭. সূরা সাবা-৩৪:২১

الأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَبَيْنَ ذٰلِكَ

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এক মুষ্টি মাটি থেকে, যা তিনি সারা পৃথিবী থেকে গ্রহণ করেছেন। তাই আদম সন্তান মাটি অনুসারে বিকাশ লাভ করেছে। তাদের কেউ রক্তিমবর্ণ, কেউ গৌরবর্ণ, কেউ কৃষ্ণবর্ণ, আবার কেউ এ সবের মাঝামাঝি। কেউ সহজ-সরল, কেউ দুর্দম-কঠিন, কেউ নোংরা চরিত্রের, কেউ সুন্দর চরিত্রের এবং কেউ এ সবের মাঝামাঝি।"[৪২৮]

সুতরাং যা মূল উপাদানে আছে, তা সৃষ্টির মধ্যে বিকশিত হবে। কিন্তু তার জন্য কার্যকারণ ও হেতু চাই এবং ভালো-মন্দ বাছাইয়ের জন্য কষ্টিপাথর চাই। আর সেটা হল ইবলীস। যেমন মহান প্রতিপালকের নবী-রসূলগণও উক্ত বাছাইকার্যের কষ্টিপাথর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

مَّا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلٰى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

"অপবিত্র (মুনাফিক)কে পবিত্র (মু'মিন) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ সে অবস্থায় বিশ্ববাসিগণকে ছেড়ে দিতে পারেন না।"[৪২৯]তাই তিনি জ্বিন-ইনসানের মাঝে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাদের মধ্যে রয়েছে ভালো ও মন্দ। অতঃপর ভালো ভালোর দলে এবং মন্দ মন্দের দলে শামিল হয়েছে।

তবে মহান আল্লাহর হিকমতে ইহলোকে ভালো-মন্দ মিশ্রিত থাকবে। অতঃপর যখন পরলোকে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হবে। তখন বলা হবে,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

'হে অপরাধীগণ! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।'[৪৩০]

✡ ৫। বিপরীতধর্মী বস্তু সৃষ্টির মাঝে মহান আল্লাহর মহাশক্তির বিকাশ

শয়তান সৃষ্টির একটি হিকমত এই যে, তিনি তার মাধ্যমে নিজ

৪২৮. আহমাদ হা/১৯৫৮২, আবূ দাউদ আলএ. হা/৪৬৯৫, সহীহ আত-তিরমিযী মাপ্র. হা/২৯৫৫
৪২৯. সূরা আলে ইমরান-৩:১৭৯
৪৩০. সূরা ইয়াসীন-৩৬:৫৯

শক্তিশালিতার পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি নিজ কুদরতে বিপরীতধর্মী জিনিস সৃষ্টি করেছেন। যেমন জিবরীল ও ফিরিশ্‌তা, ইবলীস ও শয়তানদল। আর এ হল তাঁর মহাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রমাণ। তিনি বিপরীতধর্মী বহু সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ-পৃথিবী, আলো-অন্ধকার, জান্নাত-জাহান্নাম, আগুন-পানি, গরম-ঠান্ডা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি।

✡ ৬। মন্দ সৃষ্টি করে ভালোর কদর প্রকাশ

মন্দ না থাকলে ভালোর কদর হতো না, অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্যায়ন হতো না, অসুন্দর না থাকলে সুন্দরের মান হতো না, দারিদ্র্য না থাকলে ধনবত্তার মর্যাদা বুঝা যেতো না। শয়তান ও শয়তানী না থাকলে সৎচরিত্রতা ও সদাচারণের মর্যাদা হতো না।

✡ ৭। মহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণতা

মহান আল্লাহ চান, তাঁর সর্বপ্রকার শুকরিয়া আদায় হোক। তিনি পছন্দ করেন, তাঁর পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা আদায় হোক। তিনি চান, বান্দাগণ তাঁর সর্বৈব শুক্‌র আদায় করুক। আর তা শয়তান ও তার দলবল দ্বারা তাদেরকে ফিতনাগ্রস্ত না করলে সম্ভব ছিল না। বলা বাহুল্য, জান্নাতে থাকা অবস্থায় আদমের শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং শয়তানের চক্রান্তে সেখান হতে বহিষ্কৃত হয়ে পৃথিবীতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন এক নয়।

✡ ৮। ইবলীস সৃষ্টিতে কায়েম হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের পরিবেশ

মহান প্রতিপালকের প্রতি ভালোবাসা, তাঁর প্রতি অভিমুখ, তাঁর উপর ভরসা, তাঁর জন্য ধৈর্য, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ইবাদত। আর এই সকল ইবাদত বাস্তবায়িত হয় জিহাদের মাধ্যমে, আল্লাহর জন্য প্রাণদানের মাধ্যমে এবং সবার চাইতে তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে। জিহাদ হল ইবাদতের উচ্চ শিখর এবং মহান প্রতিপালকের সবচেয়ে প্রিয় ইবাদত। কিন্তু শয়তান ও তার দলবল সৃষ্টি না করলে জিহাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না।

Contents

✡ ৯। শয়তান সৃষ্টিতে রয়েছে স্রষ্টার নিদর্শন ও আজব কুদরতের বিকাশ

মহান আল্লাহ এমন এক সত্তা সৃষ্টি করেছেন, যে তাঁর নবী-রসূলগণের বিরোধী, তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতা করে। এতে রয়েছে তাঁর নিদর্শন, আজব কুদরত ও সৃষ্টি-নৈপুণ্যের বিকাশ। যার সংঘটন তাঁর নিকট বেশি প্রিয় এবং তাঁর আওলিয়াগণের জন্য বেশি উপকারী। যেমন নূহের তুফান, মূসার লাঠি, উজ্জ্বল হাত ও সমুদ্রের মাঝে পথ, ইব্রাহীমের আগুনে না পোড়া ইত্যাদি আরো অনেক মু'জিযা, অলৌকিক নিদর্শন, তাঁর কুদরত, ইল্‌ম ও হিকমতের প্রমাণ। এ সব প্রকাশ ও সংঘটনের জন্য হেতু সৃষ্টির অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। আর তা হয়েছে শয়তান সৃষ্টির মাধ্যমে।

✡ ১০। আগুন থেকে সৃষ্টি স্রষ্টার একটি নিদর্শন

আগুনের উপাদানে আছে দাহিকা শক্তি, ঊর্ধ্ব-মুখিতা ও বিনাশকারিতা। তাতেই আছে দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ও আলো। মহান আল্লাহ তা হতে নির্গত করেছেন এটা-ওটা দুটাই। যেমন মাটির উপাদানে ভালো-মন্দ, নরম-কঠিন, লাল-কালো-সাদা আছে। স্রষ্টা তা হতে নির্গত করেছেন সকল প্রকার মানুষ। এ হল বিস্ময়কর হিকমত, বিস্ময়াবহ কুদরত! আর এ নিদর্শন এ কথার দলীল যে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"কোন কিছুই তাঁর সদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[৪৩১]

✡ ১১। মহান আল্লাহর নামাবলীর প্রাসঙ্গিকতার বিকাশ

মহান আল্লাহর নামাবলীর মধ্যে এমন নাম রয়েছে, যার অর্থ নিম্নকারী, উত্তোলনকারী, বিচারক, ন্যায়পরায়ণ, প্রতিশোধ গ্রহণকারী ইত্যাদি। এ সকল নামের প্রাসঙ্গিক বিকাশস্থল চাই, যার মাঝে তার অর্থ ও নির্দেশের বিকাশ ঘটবে। যেমন অনুগ্রহশীল, রুযীদাতা, করুণাময় ইত্যাদি নামাবলীর প্রাসঙ্গিকতার বিকাশস্থল চাই। শয়তান সৃষ্টি না করলে সেসব

৪৩১. সূরা শূরা-৪২:১১

নামের প্রাসঙ্গিক বিকাশস্থল থাকত না।

✡ ১২। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার নিদর্শন প্রকাশ

মহান আল্লাহরই সর্বময় কর্তৃত্ব, তাঁরই পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব। আর তাঁর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের শামিল হল তাঁর সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং নানা ধরনের প্রতিদান ও শাস্তি, সম্মানদান ও অপমান, ন্যায়পরায়ণতা ও অনুগ্রহ, মর্যাদাদান ও লাঞ্ছিতকরণ। সুতরাং উভয় শ্রেণীর প্রাসঙ্গিক সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল, যাদের মাঝে উভয় প্রকার কর্তৃত্বের পরিণাম প্রকাশ পাবে।

✡ ১৩। ইবলীস সৃষ্টি স্রষ্টার পরিপূর্ণ হিকমতের প্রমাণ

মহান আল্লাহর অন্যতম নাম 'আল-হাকীম' (হিকমতময়)। আর হিকমত হল, প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করা। সুতরাং বিপরীতধর্মী বহু জিনিস সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেক জিনিসের প্রকৃতি, গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে তার যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণ করা তাঁর এক বিশাল হিকমত। বলা বাহুল্য, শয়তান সৃষ্টি তাঁর সেই পরিপূর্ণ হিকমতের বহিঃপ্রকাশ এবং পরিপূর্ণ কুদরতেরও।

✡ ১৪। স্রষ্টার দান ও প্রবঞ্চনায় তাঁর প্রশংসা

মহান আল্লাহর প্রশংসা সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ প্রশংসা। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও প্রবঞ্চনায় প্রশংসিত, তাঁর নিম্নকরণ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও অপমান করণে তিনি প্রশংসিত। যেমন তিনি অনুগ্রহ দানে, উত্তোলনে ও সম্মানদানেও প্রশংসিত। সুতরাং উভয় শ্রেণীর দানে তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা। তিনি উক্ত সকল কর্মে নিজের প্রশংসা নিজে করেন, তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ, রসূলগণ ও আওলিয়াগণ তাঁর প্রশংসা করেন। হাশরের ময়দানের সকল উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তাঁর প্রশংসা করবেন। সুতরাং যে জিনিস তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসার আনুসঙ্গিক বিষয়, সে জিনিসের সৃষ্টিতে তাঁর পরিপূর্ণ হিকমত আছে; যেমন তাতে তাঁর পরিপূর্ণ প্রশংসা আছে। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রশংসাকে অযথা মনে করা উচিত নয়, যেমন তাঁর হিকমতকেও অযথা মনে করা বৈধ নয়।

✡ ১৫। শয়তান সৃষ্টিতে মহান আল্লাহর ধৈর্যশীলতার বিকাশ

মহান আল্লাহ চরম ধৈর্যশীল। তিনি চান তাঁর ধৈর্যশীলতা, সহিষ্ণুতা,

সর্বব্যাপী করুণা ও মহানুভবতা বান্দাগণের জন্য প্রকাশ করেন। আর সে চাহিদার বাস্তবায়নে দরকার ছিল এমন সৃষ্টির, যে তাঁর সাথে শির্ক করবে, তাঁর বিধানের বিরোধিতা করবে, (দ্বীনের ধারক-বাহক, মসজিদ-মাদ্রাসা ইত্যাদির বিরোধিতা করবে,) তাঁর বিরোধিতায় সচেষ্ট থাকবে এবং তাঁকে অসন্তুষ্ট করার প্রয়াস চালাবে। বরং তাঁর মতো হতে চাইবে! এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাকে রকমারি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেবেন, রুযী দেবেন, নিরাপত্তা দেবেন, নানা নিয়ামত উপভোগ করতে দেবেন, তার দু'আ কবুল করবেন, তার বিপদ দূর করবেন এবং নিজ মহানুভবতা ও অনুগ্রহ-গুণে তিনি তার বিপরীত ব্যবহার করবেন, যেমন সে তার কুফরী, শির্ক ও পাপ-গুণে তাঁর প্রতি বিপরীত ব্যবহার প্রদর্শন করবে। সুতরাং এতে তাঁর কত হিকমত ও প্রশংসা।

তিনি নিজ আওলিয়াগণের কাছে প্রিয় হতে চান এবং সকল প্রকার পরিপূর্ণতায় পরিচিত হতে চান। নবী ﷺ বলেন,

لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَىٰ أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ

"কষ্টদায়ী কথা শুনে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল অপেক্ষা বেশি সহ্যশীল অন্য কেউ নেই। তাঁর সাথে শির্ক করা হয়, তাঁর প্রতি সন্তান আরোপ করা হয়, অতঃপর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা ও রুযী দান করে থাকেন।"[৪৩২] তিনি আরো বলেছেন,

قَالَ اللهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ

"আল্লাহ বলেন, আদম সন্তান আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, অথচ এটা তার

৪৩২. বুখারী ইফা. হা/৫৫৬৫, আপ্র. হা/৫৬৬০, তাও. হা/৬০৯৯, মুসলিম মাশা. হা/৭২৫৮

জন্য বৈধ নয়। সে আমাকে গালি দেয়, অথচ এটাও তার জন্য বৈধ নয়। আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করা হল তার এই বলা যে, 'যেমন তিনি আমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তেমন পুনর্বার আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।' অথচ প্রথম সৃষ্টি পুনর্বার ফিরিয়ে আনার তুলনায় সহজ নয়। আর আমাকে গালি দেওয়া হল তার এই বলা যে, 'আল্লাহর সন্তান আছে।' অথচ আমি একক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। জন্ম দিইনি, জন্ম নিইনি এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই।"[৪৩৩]

অনুরূপ মানুষ যুগ-যামানাকে গালি দিয়ে মহান স্রষ্টাকে কষ্ট দিয়ে থাকে। আর সেই গালি দেওয়া ও মিথ্যাজ্ঞান করা সত্ত্বেও তিনি গালিদাতা ও মিথ্যাজ্ঞানকারীকে রুযী দেন, নিরাপত্তা দেন, তার প্রতিরক্ষা করেন, নিজ জান্নাতের দিকে আহবান করেন, তওবা করলে তার তওবা গ্রহণ করেন, তার পাপরাশিকে পুণ্যরাশিতে পরিবর্তন করেন, তার সকল অবস্থায় তিনি তার প্রতি স্নেহশীল থাকেন, তার প্রতি রসূল পাঠান, যিনি তার সাথে নরম কথা বলেন এবং বিনয় প্রদর্শন করেন।

✡ ১৬। শয়তান সৃষ্টি করে স্রষ্টা প্রিয় জিনিস চেয়েছেন

অপ্রিয় ঐ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে কত প্রিয় জিনিস পেয়েছেন মহান প্রতিপালক। ঘৃণ্য সৃষ্টি করে পছন্দনীয় জিনিস তিনি পেয়েছেন। বিস্ময়কর প্রজ্ঞা ও হিকমতময় সত্তা তিনি, যিনি অপ্রিয় জিনিস সৃষ্টি করে প্রিয় জিনিসের অস্তিত্ব দান করেছেন।

দুশমনের মাধ্যমে যদিও বহু অকল্যাণ ও পাপাচারিতার প্রসার ঘটেছে, তবুও তার ও তার বন্ধুবান্ধবের অস্তিত্বের কারণে এমন কল্যাণ ও আনুগত্য ঘটেছে, যা মহান স্রষ্টার নিকটে অধিক প্রিয়। যেমন তাঁর পথে জিহাদ, মনের মন্দ-প্রবণতা ও ইন্দ্রিয় কুবাসনার বিরোধিতা, তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার পথে কষ্ট ও অপ্রিয় কর্ম সম্পাদন করা। আর প্রিয়ের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম জিনিস এই যে, সে নিজ প্রিয়কে তারই ভালোবাসার পথে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করছে। যা তার ভালোবাসার সত্যতা ও

৪৩৩. বুখারী তাও. হা/৪৯৭৪

বিশুদ্ধতার প্রমাণ। আরবী কবি বলেছেন,

مِنْ أَجْلِكَ قَدْ جَعَلْتُ خَدِّيْ أَرْضًا لِلشَّامِتِ وَالْحُسُوْدِ حَتّٰى تَرْضٰى

অর্থাৎ, আমি তোমার নিমিত্তে আমার গণ্ডদেশকে শত্রু ও হিংসুকদের জন্য ভূপৃষ্ঠ বানিয়েছি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।

একটি হাদীসে কুদসীতে আছে, "আমার অভীষ্ট, যা আমার জন্য বহনকারীরা বহন করে।"

সুতরাং মহান আল্লাহর নিকট এটা চান যে, তাঁর দুশমনদের দেওয়া কষ্ট তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় বহন করুক।

যদি সেই অপ্রিয় সৃষ্টি মহান প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে তাঁর প্রিয় সৃষ্টি আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। আর এই সন্তুষ্টি ঐ অসন্তুষ্টি অপেক্ষা বিশাল। যদি শয়তান পাপাচার ও বিরোধিতা দ্বারা তাঁকে ক্রোধান্বিত করে, তাহলে তিনি বান্দার তওবাতে আনন্দিত হন। কোন বান্দা তওবা করলে তিনি সেই মুসাফির অপেক্ষাও বেশি খুশী হন, যে তার বিপদসঙ্কুল মরুপথে সওয়ারী উট হারানোর পর ফিরে পেয়ে খুশী হয়, যার সাথে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। সে অভিশপ্ত শত্রু যদি নবী-রসূলগণকে কষ্ট দিয়ে তাঁকে ক্রোধান্বিত করে থাকেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে তাঁদের যুদ্ধ, বিরুদ্ধাচরণ, দমন ও দলন তাঁকে খুশী ও রাজি করে। আর এ খুশী ঐ ক্রোধ অপেক্ষা অনেক বিশাল।

আদমের বৃক্ষ ভক্ষণ যদি তাঁকে রাগান্বিত করেছে, তাহলে তাঁর প্রত্যাবর্তন, অনুতাপ, মিনতি ও তওবা তাঁকে আনন্দিত করেছে।

রসূলের নিজ দেশ ও মাতৃভূমি থেকে দুশমনদের বহিষ্করণ যদি তাঁকে ক্রো ধান্বিত করেছে, তাহলে বিজয়ী বেশে সেখানে তাঁর প্রবেশ তাঁকে আনন্দিত করেছে।

তাঁর বন্ধু ও প্রিয় জনদেরকে তাঁর দুশমনদের হত্যা, রক্তপাত ও দেহ বিদারণ যদি তাঁকে ক্রোধান্বিত করেছে, তাহলে তাঁদের শহীদী মরণ এবং নিজ পাশে অনন্ত সুখের জীবন তাঁকে আনন্দিত করেছে।

যদি পাপাচারী বান্দাগণের পাপাচার তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছে, তাহলে তাঁর ফিরিশ্‌তা, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের তাঁর প্রশস্ত রহমত, ক্ষমা, সম্মান ও প্রশংসা লাভ তাঁকে সন্তুষ্ট করেছে।

✡ ১৮। স্রষ্টা চেয়েছেন, তিনি তাঁর বন্ধুগণের আশ্রয়স্থল হবেন

পরিপূর্ণ গুণাবলী ও প্রশংসামূলক কর্মাবলীর দাবী এই যে, তিনি দাতা ও বদান্য, তিনি দান করেন। অনুরূপ তিনি আশ্রয় দেন, সাহায্য করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। তিনি পছন্দ করেন, শরণার্থীরা তাঁর নিকট শরণ চাক এবং আশ্রয়প্রার্থীরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করুক। আর রাজার কৃতিত্ব এই যে, তাঁর প্রজাগণ তাঁর নিকট শরণ ও আশ্রয় চাইবে। যেমন আহমাদ বিন হুসাইন কিন্দী তাঁর প্রশংসাভাজনের জন্য বলেছেন,

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره

অর্থাৎ, যা আমি আশা করি তার ব্যাপারে আমি কার দ্বারে ধরনা দেব? যা আমি ভয় পাই, তার থেকে আমাকে কে আশ্রয় দেবে?

তুমি যে হাড় ভেঙ্গে ফেল, তা লোকে জোড়া দিতে পারে না। আর সে হাড় লোকেরা ভাঙ্গতে পারে না, যার জোড়া তুমি লাগাও।

অবশ্য কবি যদি এটা নিজ স্রষ্টার জন্য বলতেন, তাহলে বেশি শোভনীয় হতো।

উদ্দেশ্য হল, রাজাধিরাজের প্রজাদের উচিত, তাঁর দ্বারে ধরনা দেওয়া, তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমন তিনি তাঁর রসূল ﷺ কে তাঁর কিতাবের কয়েক স্থানে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়েছেন। এতদ্বারা বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যখন সে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং তিনি তাকে তার দুশমন থেকে আশ্রয় দান করেন। আর এ নিয়ামত কোন ছোট নিয়ামত নয়। মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তিনি নিজ মু'মিন বান্দাদের উপর তাঁর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেন, তাদেরকে তাদের দুশমনের উপর তাঁর বিজয় প্রদর্শন করেন, তাদেরকে তাদের দুশমন থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে তাদের দুশমনের উপর আধিপত্য দেন।

সে নিয়ামত কত মূল্যবান, যার দ্বারা বান্দাগণের আনন্দ ও সুখ পরিপূর্ণ হয়! কত সুন্দর সে ন্যায়পরায়ণতা, যা তিনি তাঁর দুশমন ও বিরোধীদের মাঝে প্রকাশ করেছেন!

মহান আল্লাহ হাকীম। তাঁর কোন সৃষ্টি ও কর্ম অনর্থক নয়। প্রত্যেক সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যে তাঁর হিকমত আছে। কেউ তা জানতে পারল অথবা না পারল।

কিয়ামত দিবস পর্যন্ত ইবলীসকে অবশিষ্ট রাখার যৌক্তিকতা

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

➲১। বান্দাকে পরীক্ষা করা

মহান স্রষ্টা শয়তানকে ভালো-মন্দ ও বন্ধু-শত্রু চিহ্নিত করার কষ্টিপাথর রূপে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাকে মানুষ থাকা অবধি অবশিষ্ট রাখতে হবে। তার মৃত্যু ঘটলে সেই উদ্দেশ্য সাধন হবে না। যেমন মহান আল্লাহ চাইলে সারা বিশ্বের সকল মানুষ মু'মিন হয়ে যেত, কিন্তু তা হলে এবং মু'মিনদের দুশমন না থাকলে ঈমানের পরীক্ষা সম্পন্ন হতো না। তাই সর্বশেষ যুগ পর্যন্ত তাদেরকে পৃথিবীতে অবশিষ্ট রাখা হবে। শয়তানকে দিয়ে যেমন মানুষের আদি পিতাকে পরীক্ষা করা হয়েছে, তেমনি তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে একই কষ্টিপাথর দিয়ে যাচাই করাই যুক্তিযুক্ত।

➲ ২। ইবলীসের শয়তান হওয়ার পূর্ববর্তী আমলের কিছু বিনিময়

ইবলীসের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। সুতরাং তাঁর পূর্বেকার আমলের বিনিময় স্বরূপ ইহকালেই তাকে চিরজীবী করে রাখা হয়েছে। যেহেতু মহান স্রষ্টা ন্যায়পরায়ণ বাদশা, তাঁর বিচারে কোন যুলুম নেই। তিনি মু'মিনদেরকে তাদের নেক আমলের বদলা দেন দুনিয়া ও আখেরাতে। আর কাফেরদের কোন ভালো কাজ থাকলে তাদেরকে তার বদলা দেন কেবল দুনিয়াতে। আখেরাতে তাদের কোন বদলা নেই।

➲ ৩। পাপ বৃদ্ধির অবকাশ

কিয়ামত পর্যন্ত জীবনদান তাকে সম্মান বা পুরস্কার দানের জন্য নয়, বরং তার পাপ বৃদ্ধির জন্য। সে মারা গেলে তার জন্য মরণেই মঙ্গল ছিল। তাতে তার অনিষ্টকারিতা কম হতো এবং আযাব হাল্কা হতো। কিন্তু

অবাধ্যাচরণে অটল থেকে, যাঁর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করা আবশ্যক ছিল, তাঁর হুকুমকে উপেক্ষা ও বিতর্কের সাথে বিরোধিতা করে, তাঁর হিকমতে অভিযোগ এনে, তাঁর বান্দাগণকে ভ্রষ্ট করার প্রতিজ্ঞা করে এবং তাদেরকে তাঁর ইবাদতে বাধা দিয়ে যখন তার অপরাধ বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠল, তখন তার শাস্তিও সেই অনুপাতে বিশাল থেকে বিশাল হয়ে গেল। তাকে দুনিয়াতে চিরজীবি করা হল এবং ঢিল ও অবকাশ দেওয়া হল, যাতে সে পাপ ও অপরাধ বৃদ্ধি করে। যাতে সে বেনযীর এমন শাস্তির উপযুক্ত হয়, যার অন্য কেউ উপযুক্ত নয়। যাতে সে শাস্তিতে সকল অপরাধীদের প্রধান হয়, যেমন সকল অপরাধ ও কুফরীতে সে তাদের প্রধান ছিল।

➲ ৪। অপরাধীদের অভিভাবকত্ব ও অধিনায়কত্ব

তাকে কিয়ামত অবধি জীবিত রাখা হবে, যাতে সে কিয়ামত অবধি অপরাধীদের অভিভাকত্ব ও অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর এ কথা সে মহান প্রতিপালকের সাথে বাদানুবাদে প্রকাশ করেছিল, প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা করেছিল। সে বলেছিল,

أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً

‘বল, এই যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দান করলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই আয়ত্তে করে নেব।’[৪৩৪]

আর মহান আল্লাহ জেনেছেন, লোকেদের মধ্যে এমন লোক আছে, যে তার সাথে তাঁর গৃহে বসবাসের উপযুক্ত নয়। সে তার উপযুক্ত, যার জন্য কাঁটা ও গোবর উপযুক্ত। সুতরাং তিনি তার জন্য অবশিষ্ট রাখলেন এবং তকদীরের ভাষায় বললেন, ‘ওইগুলি হল তোমার সাথী-সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধব। তুমি ওদের অপেক্ষায় থাক, ওদেরকে নিজের আয়ত্তাধীন কর। ওদের মধ্যে কেউ তোমার নিকট গেলে, তুমি তাকে শিশ্য বানাও। কিন্তু

৪৩৪. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬২

সে যদি আমার উপযুক্ত হয়, তাহলে আমি তাকে তোমার শিকারে পরিণত হতে দেব না। যেহেতু আমি সৎশীলদের অভিভাবক ও বন্ধু। তারা আমার জন্য উপযুক্ত। আর তুমি অপরাধীদের অভিভাবক ও বন্ধু, যারা আমার সন্তুষ্টি কামনায় আমার বন্ধুত্ব লাভে বৈমুখ্য ও অনীহা প্রকাশ করেছে।' তিনি বলেছেন,

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে।"[৪৩৫]

পক্ষান্তরে নবী-রসূলগণকে তিনি মৃত্যুদান করেছেন। এটা তাঁদের মর্যাদা-স্বল্পতার কারণে নয়। এটা ছিল তাঁদের সম্মানের জন্যই, যাতে তাঁরা তাঁদের সম্মানজনক গৃহে পৌঁছে যান এবং পার্থিব দুঃখ-দুর্দশা ও শত্রুদের কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করেন। এক রসূল নিজের দায়িত্ব পালন করার পর ইহলোক ত্যাগ করলে পরবর্তী রসূল আসেন। যুগের পরিবর্তনের সাথে রসূলের পরিবর্তন ঘটে। রসূল পাঠানোর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে তাঁর আদর্শ অবশিষ্ট থাকে। তাই তাঁদের ইন্তিকাল ছিল তাঁদের জন্য ও তাঁদের উম্মতের জন্য কল্যাণকর।

তাঁদের জন্য কল্যাণকর এই জন্য যে, তাঁরা দুনিয়ার কষ্ট থেকে বিশ্রাম পাবেন এবং সর্বোচ্চ বন্ধুর সাথে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও খুশির সাথে মিলিত হবেন। যখন তাঁদেরকে দুনিয়ায় বসবাস করা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও আখেরাতের বাসস্থান গ্রহণ করার মাঝে এখতিয়ার দিলে তাঁরা তাঁর সাক্ষাৎ ও আখেরাতকেই বেছে নিয়েছেন।

আর তাঁদের উম্মতের জন্য কল্যাণকর এই জন্য যে, তাতে জানা যাবে, তারা তাঁদের আনুগত্য কেবল তাঁদের জীবদ্দশাতেই করেনি, বরং তাঁদের ইন্তিকালের পরও তাঁদের আনুগত্য করেছে, যেমন তাঁদের জীবদ্দশায়

---

৪৩৫. সরা নাহল-১৬:৯৯-১০০

করেছে। তারা তাঁদের ইবাদত করেনি, বরং তাঁদের আদেশ ও নিষেধ পালনের সাথে কেবল আল্লাহরই ইবাদত করেছেন, যিনি চিরঞ্জীব অবিনশ্বর।

সুতরাং নবী-রসূলগণের ইন্তিকালে হিকমত আছে এবং কল্যাণ আছে তাঁদের জন্য ও তাঁদের উম্মতের জন্য। তদুপরি তাঁরা ছিলেন মানুষ। আর এ পৃথিবীতে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তাদেরকে পরস্পরের খলীফা বা স্থলাভিষিক্তরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন গেলে তার উত্তরসূরিরা তার স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং তাদেরকে চিরস্থায়ী করলে সে হিকমত ও কল্যাণ অবশিষ্ট থাকে না। আবার জন্ম থাকলে এবং মৃত্যু না থাকলে পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যেত। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক মু'মিনের পরিপূর্ণতা আছে মরণে। মরণ না থাকলে পার্থিব জীবন মোটেই সুখময় হতো না। জীবনে যেমন হিকমত আছে, মরণেও তেমনি আছে।

আদম সন্তানকে ধ্বংস করতে শয়তান কী পরিমাণ সফল হয়েছে?

শয়তান যখন আদমকে সিজদা করার আদেশ অমান্য করল এবং মহান আল্লাহ তাকে নিজ রহমত ও জান্নাত থেকে দূর করে দিলেন, তার প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন ও অভিশাপ করলেন, তখন সে তাঁর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও পথচ্যুত করবে এবং আমাদেরকে তাঁর দাস ও পূজারী বানাবে!

لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا - وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

"আল্লাহ তাকে (শয়তানকে) অভিসম্পাত করেছেন এবং সে (শয়তান) বলেছে, 'আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই। এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর

সৃষ্টি বিকৃত করবেই।"[৪৩৬]

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً

'বল, এই যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দান করলে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দাও, তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার বংশধরকে অবশ্যই আয়ত্তে করে নেব।'[৪৩৭]

এ ছিল তার প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প। কিন্তু কী পরিমাণ সে তার প্রতিজ্ঞা রাখতে সফল হয়েছে? কত পরিমাণ সে তার সংকল্পে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?

মানবেতিহাসে দৃষ্টি প্রসারিত করলে মানুষের ভ্রষ্টতা ভীষণ ভয়ানক পরিদৃষ্ট হবে। অধিকাংশ মানুষই আল্লাহকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেছে, আসমানী কিতাব ও নবী-রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

"তুমি যতই আগ্রহী হও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করবার নয়।"[৪৩৮]

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ

"তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু তাঁর অংশী স্থাপন করে।"[৪৩৯]

এই জন্যই তারা আল্লাহর গযব ও প্রতিশোধ নেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

---

৪৩৬. সূরা আন নিসা-৪:১১৮-১১৯

৪৩৭. সূরা বানী ইসরাঈল-১৭:৬২

৪৩৮. সূরা ইউসুফ-১২:১০৩

৪৩৯. সূরা ইউসুফ-১২:১০৬

“অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূলগণকে প্রেরণ করলাম; যখনই কোন জাতির নিকট তার রসূল এল, তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। অতঃপর আমি তাদের একের পর এককে ধ্বংস করলাম এবং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করলাম। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা।”[৪৪০]

বর্তমান বিশ্বেও আমরা দেখতে পাই, শয়তানের ভাই-বন্ধুরাই পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী। তাদেরই পতাকা উড্ডীন আছে। তাদেরই আওয়াজ উঁচু আছে। প্রায় সমস্ত প্রচারমাধ্যম তাদেরই হাতে। তারা নিজেদের মতবাদ ও চিন্তাধারার দিকে আহবান করে এবং আল্লাহর আওলিয়াগণকে কষ্ট দেয়।

শয়তানের অভীষ্ট সফল হয়েছে, তা আমরা কিয়ামতে জান্নাতী-জাহান্নামীদের সংখ্যা নিরূপণে জানতে পারি।

(কিয়ামতে ফিরিশতাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) ‘তোমরা ওদেরকে থামাও। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’ তারপর বলা হবে, ‘ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের করে নাও।’ জিজ্ঞাসা করা হবে, ‘কত থেকে কত?’ বলা হবে, ‘প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জন!’ বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন।[৪৪১]

জাহান্নামীদের এত বৃহৎ সংখ্যার রাহবার হবে তাদের মহান নেতা ইবলীস। সে যা ধারণা করেছিল, তা বাস্তবে রূপ পেয়েছে ও পাবে, সে কথা সৃষ্টিকর্তাও ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল।”[৪৪২]

কোন্ মানুষ সে, যে তার দুশমনের আশা পূর্ণ করে, দুশমনের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়, দুশমনের দলভারী করে? কথা এখানেই শেষ নয়, অনেকে আবার

৪৪০. সূরা মু'মিনূন-২৩:৪৪
৪৪১. মুসলিম মাশা. হা/৫৫৪
৪৪২. সূরা সাবা-৩৪:২০

শয়তানের কসম খায়! ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে অনেকে তাদের সংগঠনের নাম রাখে 'উব্বাদুশ শায়ত্বান' (শয়তান-দাস বা শয়তান-পূজারী)!

ধ্বংসোন্মুখদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিষন্ন হওয়ার কিছু নেই

জ্ঞানী মানুষরা ধ্বংসোন্মুখ লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখে ধোঁকা খায় না। যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা আল্লাহর কাছে ভালো-মন্দের কোন নিক্তি নয়। তাঁর কাছে নিক্তি হল হক, যদিও তার অনুসারী সংখ্যালঘু হয়।

সুতরাং আপনি হকপন্থীদের দলভুক্ত হন, যারা প্রতিপালক ও উপাস্য হিসাবে আল্লাহতে, নবী ও রসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ এ, দ্বীন হিসাবে ইসলামে এবং দলীল হিসাবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে সন্তুষ্ট। যারা শয়তানকে চেনে এবং চেনে তার অনুসারীবর্গকে। অতঃপর সংগ্রাম ও যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে দলীল ও প্রমাণ দ্বারা, তরবারি ও শক্তি দ্বারা। তবে সবার আগে মহান আল্লাহর উপর ভরসা, তাঁর নিকট সকাতর প্রার্থনা এবং তাঁর দ্বীনের অনুসরণ দ্বারা সাহায্য নেয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ - فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর প্রকাশ্য নিদর্শন আসার পরও যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"[৪৪৩]

মহান আল্লাহর কাছে আমাদের আকুল আবেদন, তিনি যেন আমাদেরকে তাদের দলে শামিল হওয়ার তওফীক দান করেন, যারা ইসলামে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করেছে এবং শয়তানের পদাঙ্কানুসরণ করে না। আমীন।

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم

৪৪৩. সূরা আল বাক্বারাহ-২:২০৮-২০৯

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী এর জীবনী

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার অন্তর্গত আলেফনগর গ্রামে **১৯৬৫** সালে জন্মগ্রহণ করেন।

হাতে-খড়ি গ্রামের মক্তব থেকেই বাংলা লেখাপড়া আউশগ্রাম হাই স্কুলে। আরবী শিক্ষার প্রাথমিক মাদরাসা হলো পুবার ইসলামিয়া নিজামিয়া মাদরাসা। এখানকার আদর্শ উস্তায ছিলেন মুহতারাম নাজমে আলম শামসী (হাফিযাহুল্লাহ)।

মাধ্যমিক বিভাগের পড়াশুনা হয় বীরভূম জেলার মহিষাডহরীর জামিআ রিয়াযুল উলুমে। এখানকার আদর্শ উস্তায ছিলেন শাইখুল হাদীস মুহাতারাম আব্দুর রউফ শামীম (হাফিযাহুল্লাহ)।

উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি ভারতের উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান "জামিআ ফাইযে আম" সফর করেন। এখানে তাঁর আদর্শ উস্তায ছিলেন হাফিয নিসার আহমদ আ'যমী (হাফিযাহুল্লাহ)।

ফাইযে আম থেকে তিনি স্কলারশীপ নিয়ে সৌদিআরবের মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে কৃতিত্বের সাথে "লিসান্স" ডিগ্রী লাভ করেন।

বর্তমানে তিনি সৌদিআরবের আল-মাজমাআহ শহরে ইসলামিক সেন্টারে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা পেশ করে থাকেন।

এযাবৎ তিনি ছোট বড় প্রায় শতাধিক বই রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কিতাব

তাফসীরে আহসানুল বায়ান (অনুবাদ)	ফিরিশতা জগৎ
স্বলাতে মুবাশ্শির (সাঃ)	অযাহাক্বাল বাতিল
যুব সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান	মরণকে স্মরণ
আদর্শ মুসলিম নারী	ছোটদের ছোট গল্প
হারাম রুযি ও রোজগার	ইসলামী জীবন ধারা
আদর্শ মুসলিম নারী	আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য

নজরুল ইসলামী সংগীত ও কবিতায় অনৈসলামী আকীদা

২৫	মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
২৬	মরণকে স্মরণ	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৫০
২৭	সহীহ নামায ও দু'আ শিক্ষা (৩ খণ্ড একত্রে)	আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল	১০০
২৮	পীরতন্ত্রের আজবলীলা	আবু তাহের বর্দ্ধমানী	৫০
২৯	ইসলামের ইতিহাসে সংঘটিত যুদ্ধ-বিদ্রহের ঘটনা ও শিক্ষাবলী		
৩০	**ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে সালাতুন নাবী ﷺ ও বিধান সূচী**	সম্পাদনায়: আব্দুস সামাদ সালাফী	৪০
৩১	কুফরী ফতোয়া ও তার কুপ্রভাব	সাইফুদ্দীন বেলাল আল-মাদানী	৫৫
৩২	সহীহ **ফাতাওয়া মাসাইল (১, ২)**	শায়খ সাইদুর রহমান রিয়াদী	৯০
৩৩	১২ মাসের বিষয় ভিত্তিক **সহীহ খুৎবায়ে মুহাম্মাদী**	আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৩৪	যা হবে মরণের পরে	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৮০
৩৫	আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল, দু'আ, যিকির ও বিভিন্ন আমল	মূল: আব্দুল আব্দুল আযীয বিন বায আবদুল্লাহ আল কাফী আল মাদানী	
৩৬	সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্রাণের	গবেষণা বিভাগ, ওয়াহীদিয়া	
৩৭	স্বলাত সম্পাদনের পদ্ধতি	নাসিরুদ্দীন আলবানী	১৪০
৩৮	নারীদের প্রতি বিশেষ উপদেশ	যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৩৯	আদর্শ ছাত্র জীবন	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
৪০	"কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত নির্বাচিত ঘটনা ও শিক্ষাবলী"	**গবেষণা বিভাগ,** ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী	
৪১	শর্টকাট টেকনিক সমৃদ্ধ **ম্যাথ টিউটর**	মাকৃছুদুর রহমানপরিচালক: টেকনিক	৬০
৪২	**জ্বিন ও শয়তান জগৎ**	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
৪৩	ছোটদের ছোট গল্প	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
৪৪	সাহাবায়ে কেরাম	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
৪৫	নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতায় অনৈসলামিক আকীদা	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৫৫
৪৬	অযাহাক্বাল বাতিল	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৬০
৪৭	হে আমার মেয়ে	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৫
৪৮	**হাদীসের সম্ভার**	আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	**২৫০**
৪৯	কারবালার প্রকৃত ঘটনা?	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	১৭
৫০	**শানে নুযূল সহ সহজ ভাষায় অনূদিত শব্দার্থে আল কুরআন**	সম্পাদনা পরিষদ, ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী	
৫১	আলামুস-সুন্নাহ	আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	
৫২	জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় **ফাযীলাতসহ সহীহ দু'আ**	আব্দুল ওয়াহীদ বিন ইউনুস যায়নুল আবেদীন বিন নুমান	
৫৩	নবীদের কাহিনী (১-২)	ড. আসাদুল্লাহ আল গালিব	২২০
৫৪	সিলসিলা সহীহা (১-২)	মূল: নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.	৭০০
৫৫	**সহীহ আদাবুল মুফরাদ,** মূল: ইমাম বুখারী (রহ.), তাহ্ক্ব: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী		

বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার, রাজশাহী, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫	
তাওহীদ পাবলিকেশন্স,বংশাল, ঢাকা। ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬	আহলে হাদীস লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা। ০১১৯১-৬৮৬১৪০
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা।০১৯১৫-৭০৬৩২৩	ইলমা প্রকাশনী, সুরিটোলা, ঢাকা। ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫
সালাফি লাইব্রেরী, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার, ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭	আতিফা পাবলিকেশন্স,বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৪৫-৬৩৯৫৮৮
মাসিক আত-তাহরীক অফিস, রাজশাহী। ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯	আস-সিরাত প্রকাশনী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭৩০-৬৩৩৪০৩
হামিদিয়া লাইব্রেরী,রেলগেট,ছাতাপক্টি,বগুড়া ০১৭১১-২৩৫২৫৮	যায়েদ লাইব্রেরী, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা। ০১১৯৮-১৮০৬১৫
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বানেশ্বর কলেজ মসজিদ (সিঁড়ির নিচে) ০১৭৩৯১০৩৫৫৪	আব্দুল্লাহ লাইব্রেরী দিঘির হাট, সাপাহার, নওগাঁ ০১৭৪৮-৯২২৭৯৬
দারুসা আত-তাওহীদ পাঠাগার,দারুসা বাজার, রাজশাহী ০১৭২৭-০৫৭৪৭৭	বালিজুড়ি কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর। ০১৭২০-৩৯১৪০২
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বোনার পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮	আদর্শ বই বিতান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭২৪-৪৬৩৭১৩
আল-ফুরকান লাইব্রেরী, বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, ০১৭৩৩-	কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার, সিলেট ০১৭৪৩-৯৪২৭৪৫, ০১৯৬৭-৪২০৫৩২
আনন্দ বুক স্টল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭১২-৫৩৮৮৩৮	সরোবর লাইব্রেরী, মডার্ণ মোড়, দিনাজপুর। ০১৭১৭-০১৭৬৪৫
মোঃ আবু দাউদ, কক্সবাজার ০১১৯৯-৪৯৬৪৬৯	মাদীনা লাইব্রেরী, রানীবন্দর, দিনাজপুর, ০১৭২৩৮৯০৯১২

এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।

Contents

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

জ্বিন ও শয়তান জগৎ